

# উৎসে ভ্যাট কর্তন সংক্রান্ত প্রশ্নোত্তর

ড. মোঃ আব্দুর রউফ

## ০১. উৎসে ভ্যাট কর্তন

**প্রশ্ন-০১:** আমরা চাঁদপুরে একটি চক্ষু হাসপাতাল পরিচালনা করি। হাসপাতালটি বিদেশী অর্থায়নে পরিচালিত। বাস ভাড়া করে দূর থেকে রোগী আনা-নেয়া করা হয়। বাস ভাড়ার বিলের ওপর থেকে ভ্যাট কর্তন করতে হবে কিনা সে বিষয়ে অনুগ্রহ করে মতামত দিন? [সঞ্জয় কুমার অধিকারী, এ্যাকাউন্টস অফিসার, মাজহারুল হক বিএনএসবি চক্ষু হাসপাতাল, চাঁদপুর।]

**উত্তর:** আপনার প্রশ্নটির পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা দেয়ার জন্যে চারটি দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করতে হবে। প্রথমত, সেবার কোড এস০৩৬.১০ (শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বা তাপানুকূল বাস সার্ভিস)-এর ওপর ভ্যাটের হার ১৫ শতাংশ। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বা তাপানুকূল বাস সার্ভিস যিনি পরিচালনা করেন, তাকে ভ্যাটের আওতায় নিবন্ধিত হতে হবে এবং তিনি ভ্যাট পরিশোধ করবেন। তিনি টিকিটের মূল্যের সাথে ভ্যাট যোগ করে তা যাত্রীর নিকট থেকে আদায় করে নেবেন। আপনারা যদি এরূপ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বা তাপানুকূল বাসের টিকিট ক্রয় করে রোগী আনা-নেয়া করে থাকেন, তাহলে ভ্যাট উৎসে কর্তন করার দায়িত্ব আপনাদের নেই। আপনারা টিকিটের মূল্য পরিশোধ করবেন, যার মধ্যে ভ্যাট অন্তর্ভুক্ত থাকবে। বাস ভাড়া প্রদানকারী ভ্যাট সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করবে। দ্বিতীয়ত, আপনারা যদি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বা তাপানুকূল বাস সম্পূর্ণরূপে ভাড়া নিয়ে থাকেন, তাহলে এই সেবার কোড হবে এস০৪৯ (যানবাহন ভাড়া প্রদানকারী)। এই সেবার ওপর ভ্যাটের হার ১৫ শতাংশ, যা উৎসে কর্তনযোগ্য। এমন শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বা তাপানুকূল বাস সম্পূর্ণরূপে ভাড়া নিয়ে থাকলে বিল পরিশোধের সময় ১৫ শতাংশ ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে। তৃতীয়ত, আপনারা যদি সাধারণ বাসের টিকিট ক্রয় করে থাকেন, তাহলে টিকিটের মূল্যের ওপর কোন ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে না এবং এই টিকিটের মূল্যের মধ্যে ভ্যাট অন্তর্ভুক্ত থাকবে না। কারণ, মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর দ্বিতীয় তফসিল অনুসারে যাত্রী পরিবহন সেবা ভ্যাটমুক্ত। চতুর্থত, আপনারা যদি সাধারণ বাস সম্পূর্ণরূপে ভাড়া নিয়ে থাকেন, তাহলে সেবাটি হবে যানবাহন ভাড়া প্রদানকারী। এই সেবার ওপর ভ্যাটের হার ১৫ শতাংশ, যা উৎসে কর্তনযোগ্য। এমন বাস ভাড়া নিয়ে থাকলে বিল পরিশোধের সময় ১৫ শতাংশ ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে।

**প্রশ্ন-০২:** একটি সফটওয়্যার কোম্পানী অন্য একটি সাধারণ প্রতিষ্ঠানের ২ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করে বিল দাখিল করেছে। এই বিল থেকে উৎসে মুসক কর্তন করতে হবে কি-না?

**উত্তর:** মুসক আইনের দ্বিতীয় তফসীল অনুযায়ী সরকার কর্তৃক প্রদত্ত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ভ্যাট অব্যাহতিপ্রাপ্ত। তাই, বেসরকারী প্রশিক্ষণের ওপর ভ্যাট প্রযোজ্য হবে। সেবার কোনো কোডে যেহেতু প্রশিক্ষণ সংজ্ঞায়িত করা হয়নি, সেহেতু এস০৯৯.২০ (অন্যান্য বিবিধ সেবা) কোডে প্রশিক্ষণ সেবা অন্তর্ভুক্ত হবে। এই সেবার ওপর ১৫ শতাংশ হারে ভ্যাট প্রযোজ্য হবে। এই সেবার ওপর এযাবৎ উৎসে ভ্যাট কর্তন বাধ্যতামূলক ছিল না। ২০১৩-১৪ অর্থ বছরের বাজেটে ০৬ জুন, ২০১৩ তারিখ থেকে এই সেবার ওপর উৎসে ভ্যাট কর্তন প্রযোজ্য হয়েছে। বাধ্যতামূলকভাবে উৎসে ভ্যাট কর্তনের যে ৩৭টি সেবা রয়েছে ‘অন্যান্য বিবিধ সেবা’ তার অন্তর্ভুক্ত। অনুগ্রহ করে পৃঃ ৭২১ দেখুন। তাই, এক্ষেত্রে আবশ্যিকভাবে ১৫ শতাংশ হারে ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে।

**প্রশ্ন-০৩:** একটি গার্মেন্টস-এ শ্রমিকদের খাবার দেয়া হয়। খাবার সরবরাহের জন্য একজনকে কন্ট্রাক্ট দেয়া হয়েছে। কন্ট্রাক্টর ৩০ (ত্রিশ) টাকা meal হিসেবে খাবার সরবরাহ করেন। কন্ট্রাক্টর চাল, ডাল ইত্যাদি কিনে এনে গার্মেন্টসের ভিতরে রান্না করে খাবার সরবরাহ করেন। কন্ট্রাক্টরকে বিল পরিশোধ করার সময় উৎসে কত পার্সেন্ট হারে ভ্যাট কর্তন করতে হবে?

**উত্তর:** বর্ণিত সেবাটি বাংলাদেশের ভ্যাট ব্যবস্থায় ক্যাটারার্স সেবার আওতাভুক্ত। উল্লেখ্য, কোথাও যেয়ে খাবার ক্রয় করে খেলে এ ধরনের সেবা ‘রেস্তোরাঁ’ হিসেবে বিবেচিত হবে। কিন্তু খাবার যদি কেউ সরবরাহ দিয়ে যায়, তাহলে এ ধরনের সেবা ‘ক্যাটারার্স’ সেবা হিসেবে বিবেচিত হবে। ক্যাটারার্স সেবার ওপর ভ্যাটের হার ১৫%। সেবাটি আবার উৎসে ভ্যাট কর্তনের তালিকায় রয়েছে। অর্থাৎ ক্যাটারার্স সেবা গ্রহণ করলে উৎসে ১৫ শতাংশ ভ্যাট কর্তন করতে হবে। ক্যাটারার্স খাদ্য সরবরাহ দেয়ার সময় তার মূল্যের সাথে ১৫ শতাংশ ভ্যাট যোগ করে বিল দাখিল করবে। আলোচ্য ক্ষেত্রে ৩০ টাকার মধ্যে ১৫ শতাংশ ভ্যাট অন্তর্ভুক্ত আছে বলে বিবেচনা করতে হবে। অর্থাৎ ৩০ টাকা ভ্যাট-ইনক্লুসিভ (ভ্যাট-অন্তর্ভুক্ত) মূল্য। উক্ত মূল্যকে ৭.৬৬৬৬ দিয়ে ভাগ করলে ১৫ শতাংশ ভ্যাট পাওয়া যাবে। ৩০ টাকার মধ্যে ভ্যাটের পরিমাণ হবে ৩.৯১ টাকা। খাবার সরবরাহকারীকে ২৬.০৯ টাকা হিসেবে বিল পরিশোধ করতে হবে। ৩.৯১ টাকা ভ্যাট হিসেবে উৎসে কর্তন করতে হবে।

**প্রশ্ন-০৪:** আমরা আমাদের প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের বাস/রিম্বা/সিএনজি ভাড়ার প্রকৃত পরিমাণ অর্থ নগদে পরিশোধ করে দেই। বাস ভাড়ার ক্ষেত্রে সাধারণত টিকিট থাকে। টিকিটের ভিত্তিতে প্রকৃত খরচ প্রদান করা হয়। কিন্তু রিম্বা বা সিএনজি ভাড়ার ক্ষেত্রে টিকিট থাকে না। তাই, কর্মচারী তার নিজের প্রস্তুত ও স্বাক্ষর করা ভাউচার দাখিল করে। সে মোতাবেক তাকে নগদে ভাড়ার অর্থ প্রদান করা হয়। এরূপভাবে পরিশোধকৃত বাস/রিম্বা/সিএনজি ভাড়ার ওপর উৎসে ভ্যাট কর্তন সংক্রান্ত বিধান কি তা অনুগ্রহ করে জানাবেন। [মোঃ নজরুল ইসলাম, আইটিপি, এঞ্জিকিউটিভ অফিসার, ফাইন্যান্সিয়াল এ্যাডমিনিস্ট্রেশন ডিভিশন, সদর দপ্তর, শাহজালাল ইসলামী ব্যংক লিঃ, ঢাকা।]

**উত্তর:** মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর দ্বিতীয় তফসিল অনুযায়ী যাত্রী পরিবহন সেবা ভ্যাট অব্যাহতিপ্রাপ্ত সেবা। যাত্রী পরিবহন সেবার ওপর ভ্যাট প্রযোজ্য হবে না। তবে, একই তফসিল অনুসারে, পরিবহন সংক্রান্ত কতিপয় সেবার ওপর ভ্যাট প্রযোজ্য রয়েছে। ওই সেবাগুলো হলো: শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বা তাপানুকূল বাস সার্ভিস, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বা তাপানুকূল লঞ্চ সার্ভিস, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বা তাপানুকূল রেলওয়ে সার্ভিস, যানবাহন ভাড়া প্রদানকারী, শিপিং এজেন্ট, ফ্রাইট ফরোয়ার্ডার্স, পরিবহন ঠিকাদার, কুরিয়ার সার্ভিস এবং চার্টার্ড বিমান ও হেলিকপ্টার ভাড়া

প্রদানকারী। এই সেবাগুলো ছাড়া পরিবহন সংক্রান্ত আর কোন সেবার ওপর ভ্যাট প্রযোজ্য হবে না। আপনারা আপনাদের কর্মচারীদের বাসের ভাড়া প্রদান করেন। যদি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বাসের ভাড়া হয় এবং যদি বাসের টিকিট থাকে তাহলে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না। টিকিটের মূল্যের পরিমাণ অর্থ কর্মচারীকে পরিশোধ করতে হবে। এই সেবার ওপর ভ্যাট প্রযোজ্য আছে, তবে উৎসে ভ্যাট কর্তনের বিধান নেই। এই সেবার কোড এস০৩৬.১০। এই সেবার ওপর ভ্যাটের হার ১৫ শতাংশ। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বা তাপানুকূল বাস সার্ভিস যিনি পরিচালনা করেন তাকে ভ্যাটের আওতায় নিবন্ধিত হতে হবে এবং তিনি ভ্যাট পরিশোধ করবেন। তিনি টিকিটের মূল্যের সাথে ভ্যাট যোগ করে তা যাত্রীর নিকট থেকে আদায় করে নেবেন। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বা তাপানুকূল বাসের টিকিট জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের এসআরও নং-১৭৭-আইন/২০০৪/৪২৩-মসক, তারিখ: ১০ জুন, ২০০৪ (পৃঃ ৮০১) অনুসারে ভ্যাট চালান হিসেবে বিবেচিত। তাই, যেহেতু এই সেবার ওপর উৎসে ভ্যাট কর্তনের বিধান নেই এবং যদি আপনাদের কর্মচারীরা বাসের টিকিট দাখিল করে তাহলে শুধু মূল্য পরিশোধ করে দিতে হবে। উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বাসে ভ্রমণ করে যদি টিকিট দাখিল না করে তাহলে অর্থ পরিশোধের সময় ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে। রিক্সা ভাড়া এবং সিএনজি ভাড়ার ওপর ভ্যাট প্রযোজ্য নেই। অর্থাৎ যাত্রী পরিবহন সেবার আওতায় রিক্সা ভাড়া এবং সিএনজি ভাড়া ভ্যাট অব্যাহতিপ্রাপ্ত সেবা। তাই, আপনাদের কর্মচারীদেরকে হাতে লেখা ভাউচারের মাধ্যমে রিক্সা ভাড়া বা সিএনজি ভাড়ার অর্থ প্রদান করার সময় উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না। প্রকৃত ভাড়ার পরিমাণ তাদেরকে পরিশোধ করতে হবে। সার্বিক পর্যালোচনায় এসি বাসের ক্ষেত্রে টিকিট থাকলে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না। রিক্সা ও সিএনজি ভাড়ার ওপর উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না।

**প্রশ্ন-০৫: মূসকের আওতায় অনিবন্ধিত প্রতিষ্ঠান কোন পণ্য বা সেবা সরবরাহ দিলে উৎসে ভ্যাট কর্তনের বিধান কি?**

**উত্তর:** মূসক নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে পণ্য/সেবা সরবরাহ নিতে হবে। টেন্ডার, কোটেশন ইত্যাদির মাধ্যমে ক্রয়ের ক্ষেত্রে টেন্ডারদাতার ভ্যাট রেজিস্ট্রেশনপত্রের ফটোকপি নিতে হবে। ইহা আইনের বাধ্যবাধকতা। মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর ধারা ১৯ক-তে এরূপ বিধান আছে। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে দেখা যায় যে, অনেক প্রতিষ্ঠান অনিবন্ধিত রয়ে গেছে এবং তাদের কাছ থেকে ক্রয় করার প্রয়োজন হয়। এভাবে যদি অনিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে সরবরাহ নেয়া হয়, স্বাভাবিক নিয়মে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে। প্রতিষ্ঠানটির স্ট্যাটাস বিবেচনা করে প্রতিষ্ঠানটির যেহায়ে ভ্যাট পরিশোধ করার বাধ্যবাধকতা ছিল সেহায়ে ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে। আইনের ধারা ৩৭(২)(কক) অনুসারে নিবন্ধিত ব্যক্তি ভ্যাট চালান ছাড়া ক্রয় করতে পারবে না, করলে এই ধারার অধীন অপরাধ সংঘটিত হবে।

**প্রশ্ন-০৬: টার্নওভার করের আওতায় তালিকাভুক্ত এবং কুটির শিল্পের আওতায় তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠান কোন পণ্য বা সেবা সরবরাহ করলে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে কি?**

**উত্তর:** টার্নওভার করের আওতায় তালিকাভুক্ত বা কুটির শিল্পের আওতায় তালিকাভুক্ত কোনো প্রতিষ্ঠান তালিকাভুক্তি নম্বরসম্মিলিত ক্যাশমেমো ইস্যু করে পণ্য সরবরাহ করলে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না। সাধারণ আদেশ নং ০৩/মূসক/২০১৪, তারিখ: ০৫ জুন, ২০১৪ এর অনুচ্ছেদ ৩(ক)-তে এ বিষয়টি উল্লেখ আছে। অনুগ্রহ করে পৃঃ ৭২১ দেখুন। প্রতিষ্ঠানটি টার্নওভার কর বা কুটির শিল্পের আওতাভুক্ত কি-না তা জানার উপায় হলো প্রতিষ্ঠানটির তালিকাভুক্তপত্রে ১১ (এগার) ডিজিটের তালিকাভুক্তি নম্বর। ১১ ডিজিটের ৫ম ডিজিট যদি ১ হয় তাহলে প্রতিষ্ঠানটি ভ্যাটের আওতায় নিবন্ধিত। যদি ২ হয় তাহলে টার্নওভার করের আওতায় তালিকাভুক্ত। আর যদি ৩ হয় তাহলে কুটির শিল্পের আওতায় তালিকাভুক্ত।

**প্রশ্ন-০৭: প্রেস থেকে ভিজিটিং কার্ড ছাপানো হয়েছে। উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে কি?**

**উত্তর:** প্রতিষ্ঠানটি উৎপাদনকারী হিসেবে নিবন্ধিত হলে এবং ‘মূসক-১১’ চালানপত্র ইস্যু করলে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না। আমরা জানি যে, কোন উৎপাদক যদি ‘মূসক-১১’ চালানসহ পণ্য সরবরাহ দেয়, তাহলে উক্ত উৎপাদক যোগানদার হিসেবে বিবেচিত হবে না এবং সেক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের উৎসে ভ্যাট কর্তন সংক্রান্ত সাধারণ আদেশ নং ০৩/মূসক/২০১৪, তারিখ: ০৫ জুন, ২০১৪ এর অনুচ্ছেদ নং ৩ এর উপানুচ্ছেদ নং ক-তে এ বিধান বর্ণিত আছে। কিন্তু প্রতিষ্ঠানটি যদি সেবা প্রদানকারী হিসেবে নিবন্ধিত হয়ে সেবা প্রদানের কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে তাহলে এক্ষেত্রে প্রযোজ্য ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে। কারণ, উৎসে ভ্যাট কর্তনযোগ্য ৩৭টি সেবার তালিকায় ছাপাখানা অন্তর্ভুক্ত আছে। মূসক চালানপত্র ইস্যু করা সব ভ্যাটযোগ্য পণ্য সরবরাহকারী বা ভ্যাটযোগ্য সেবা প্রদানকারীর আইনী দায়িত্ব। তবে, বাস্তবে অনেকে ভ্যাট চালানপত্র ছাড়া সেবা প্রদান করে থাকে। সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে এভাবে ভ্যাট ফাঁকির প্রবণতা রয়েছে। তাই, এসব ক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তনের বিধান করা হয়েছে। ওই ৩৭টি সেবার ক্ষেত্রে ভ্যাট চালান থাকুক বা না থাকুন প্রযোজ্য ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে। সাধারণতঃ ভিজিটিং কার্ড ছাপানো প্রতিষ্ঠান ছাপাখানা হিসেবে নিবন্ধিত। তাই, ১৫ শতাংশ হারে ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে।

**প্রশ্ন-০৮: আমরা একটি বেসরকারী এতিমখানা পরিচালনা করি। সরকার আমাদের এতিমদেরকে মাথাপিছু সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এর মাধ্যমে ১০০০/- (এক হাজার টাকা মাত্র) বরাদ্দ প্রদান করে। ওই টাকার চেক ইস্যু করার সময় এজি অফিস ৪ শতাংশ ভ্যাট কেটে রাখে। এই ভ্যাট কেটে রাখা সঠিক আছে কিনা তা অনুগ্রহ করে জানাবেন। |মাওলানা আব্দুল আলীম ফরিদী, প্রিন্সিপ্যাল, মাদ্রাসা আশাফীয়া, বারিধারা, ব্লক-জে, ঢাকা-১২১২।**

**উত্তর:** না, এই অর্থের ওপর এজি অফিস কর্তৃক ভ্যাট কেটে রাখা সঠিক নয়। অর্থ বরাদ্দ দেয়ার সময় ভ্যাট কেটে রাখার কোন বিধান নেই। অর্থ খরচ করার সময় ভ্যাট কেটে রাখার বিধান আছে, যদি ওই ক্রয়ের ওপর উৎসে ভ্যাট কর্তন প্রযোজ্য হয়ে থাকে। এ বিষয়টি বুঝতে হলে কয়েকটি দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে হবে। প্রথমত, উৎসে ভ্যাট কর্তন করার দায়িত্ব কোন্ কোন্ কর্তৃপক্ষের ওপর ন্যস্ত করা আছে তা জানা দরকার। মূল্য সংযোজন কর বিধিমালার বিধি ১৮ক অনুসারে সরকারী প্রতিষ্ঠান, আধাসরকারী প্রতিষ্ঠান, স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান, এনজিও, ব্যাংক, বীমা প্রতিষ্ঠান, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, লিমিটেড কোম্পানী, ১(এক) কোটি টাকার অধিক বার্ষিক টার্নওভারযুক্ত প্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ওপর উৎসে ভ্যাট কর্তন করার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। বেসরকারী এতিমখানা ওই প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে কোনটির আওতায় পড়ে না। তাই বেসরকারী এতিমখানার ওপর

উৎসে ভ্যাট কর্তন করার দায়িত্ব নেই। উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হয় পণ্য বা সেবা ক্রয়ের মূল্য পরিশোধের সময়। যে কর্তৃপক্ষ পণ্য ক্রয় করে বা সেবা গ্রহণ করে সে কর্তৃপক্ষ উৎসে ভ্যাট কর্তন করবে, যদি উৎসে ভ্যাট কর্তন সংক্রান্ত বিধি-বিধান অনুসারে ওই ক্রয়ের ওপর উৎসে ভ্যাট কর্তন করা প্রয়োজ্য হয়ে থাকে। আলোচ্য ক্ষেত্রে এমন কোন পণ্য বা সেবা ক্রয়ের বিপরীতে মূল্য পরিশোধ করা হচ্ছে না। তাই, এক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তন করার আবশ্যিকতা নেই। তাছাড়া, বর্তমান বিধি-বিধান অনুসারে, সব পণ্য বা সেবার ক্রয়ের ক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না। বর্তমানে সর্বমোট ৩৭টি সেবার ওপর উৎসে ভ্যাট কর্তন করার বিধান রয়েছে। উৎসে ভ্যাট কর্তন সংক্রান্ত জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারণ আদেশ নং ০৩/মূসক/২০১৪, তারিখ: ০৫ জুন, ২০১৪ এ ওই সেবাসমূহ উল্লেখ আছে। এজি অফিস কর্তৃক চেক ইস্যু করা বা সরকার কর্তৃক কোন এতিমখানায় এতিমদেরকে অর্থ প্রদান করা, এই সেবাগুলো কোন ভ্যাটযোগ্য সেবা নয়, তাই উৎসে ভ্যাট কর্তন করার কোন প্রয়োজনীয়তা নেই। এজি অফিস সরকারী দপ্তরসমূহের নানা কর্মকাণ্ডের মূল্য পরিশোধ করে থাকে। বিভিন্ন সরকারী অফিস নানাভাবে পণ্য ও সেবা ক্রয় করে। সেই অফিসের আর্থিক বরাদ্দ থেকে এজি অফিস ওই ক্রয়ের বিপরীতে মূল্য পরিশোধ করে। মূল্য চেকের মাধ্যমে পরিশোধ করে। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, সরকারী প্রতিষ্ঠানের ক্রয়ের ওপর উৎসে ভ্যাট কর্তনের বিধান আছে। তাই, ক্রয়কারী অফিসের পক্ষে যেহেতু এজি অফিস মূল্য পরিশোধ করে, সেহেতু মূল্য পরিশোধের সময় ভ্যাট আইনের বিধি-বিধান অনুসারে ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হয়। ভ্যাট কর্তন করার মূল দায়িত্ব ক্রয়কারী অফিসের। ক্রয়কারী অফিসের পক্ষে এজি অফিস এই দায়িত্ব পালন করে থাকে। সরকার বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে যখন অর্থ বরাদ্দ প্রদান করে তখন উৎসে ভ্যাট কর্তন করে না, তা করার প্রয়োজনও নেই। তাই, আলোচ্য ক্ষেত্রেও অর্থ বরাদ্দ করার সময় উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না। অর্থ ব্যয়কারী কর্তৃপক্ষ ক্রয়ের বিপরীতে মূল্য পরিশোধের সময় প্রয়োজন হলে ভ্যাট উৎসে কর্তন করবে। সর্বোপরি, অর্থ আইন, ২০১৫ এর মাধ্যমে সরকারি ও বেসরকারি এতিমখানাকে ভ্যাটের আওতাভুক্ত করা হয়েছে। তাই, এক্ষেত্রে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না।

**প্রশ্ন-০৯:** আমরা একটি এনজিও। আমরা জনকল্যাণে কাজ করি। চর অঞ্চলের কৃষকরা যেন বাজারে অধিগম্যতা (market access) পায় সেজন্যে আমরা একটি প্রকল্প প্রস্তুত করেছি। প্রকল্পের সর্বমোট ব্যয় ৩,৪১,১৭,৮০৩ (তিন কোটি একচল্লিশ লক্ষ সতের হাজার আটশত তিন টাকা মাত্র)। আমরা একটি কনসালট্যান্ট ফার্মকে প্রকল্পের যাবতীয় কাজ সম্পাদন করার জন্য দায়িত্ব দিয়েছি। কনসালট্যান্ট ফার্মটি লিমিটেড কোম্পানী। প্রতি তিন মাস পর পর ওই ফার্ম প্রকল্পে অর্থ বরাদ্দ প্রদান করার জন্য আমাদের কাছে রিকুইজিশন পাঠায়। আমরা প্রয়োজন অনুযায়ী অর্থ বরাদ্দ প্রদান করি। ফার্মটি আমাদের নির্ধারিত খাত অনুযায়ী অর্থ ব্যয় করে। অর্থ ব্যয়ের খাতগুলো হলো: প্রকল্পে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন, সদর দপ্তরের কয়েকজন কর্মকর্তার এ্যাডভাইজরী ব্যয়, ভ্রমণ, হোটেল ভাড়া, অফিস সজ্জা, মাইকিং, বিজ্ঞাপন, ট্রেনিং ইত্যাদি। কনসালট্যান্ট প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অর্থ ব্যয় করা সঠিক আছে কিনা তা মাঝে মাঝে আমাদের প্রতিষ্ঠানের অডিটরগণ অডিট করেন। এক্ষেত্রে ভ্যাটের বিধান কি অনুগ্রহ করে জানাবেন। [লিটন মাইকেল ক্রুশ, ফাইন্যান্স অফিসার, সুইচকনটাক্ট, হাউস-১৯, রোড-১১, বারিধারা, ঢাকা।]

**উত্তর:** আমাদের দেশের ভ্যাট ব্যবস্থায় উৎসে ভ্যাট কর্তন কে করবে তা নির্দিষ্ট করা আছে। মূল্য সংযোজন কর বিধিমালা, ১৯৯১ এর বিধি ১৮ক অনুসারে, সরকারী প্রতিষ্ঠান, আধাসরকারী প্রতিষ্ঠান, স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান, এনজিও, ব্যাংক, বীমা প্রতিষ্ঠান, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, লিমিটেড কোম্পানী, ১(এক) কোটি টাকার অধিক বার্ষিক টার্নওভারযুক্ত প্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ওপর উৎসে ভ্যাট কর্তন করার দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে পণ্য বা সেবা ক্রয়ের মূল্য পরিশোধ করার সময়। আলোচ্য ক্ষেত্রে আপনাদের প্রতিষ্ঠান একটি এনজিও। এনজিও হিসেবে ওই প্রতিষ্ঠানের উৎসে ভ্যাট কর্তন করার দায়িত্ব আছে, যদি পণ্য বা সেবা ক্রয়ের বিপরীতে মূল্য পরিশোধ করা হয়। এক্ষেত্রে সুইচকনটাক্ট পণ্য বা সেবা ক্রয়ের বিপরীতে মূল্য পরিশোধ করছে না। সুইচকনটাক্ট অন্য একটি প্রতিষ্ঠানকে অর্থ প্রদান করছে খরচ করার জন্য। কোন্ কোন্ খাতে অর্থ খরচ করতে হবে তাও সুইচকনটাক্ট ওই প্রতিষ্ঠানকে নির্দিষ্ট করে দিচ্ছে। তাই, সুইচকনটাক্ট যখন অর্থ প্রদান করবে তখন কোন ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে না। সুইচকনটাক্ট প্রকল্প বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানকে সুনির্দিষ্ট করে দিয়েছে যে, কোন্ কোন্ খাতে কত টাকা খরচ করতে হবে। অর্থাৎ প্রকল্পের মোট বরাদ্দ ৩,৪১,১৭,৮০৩ টাকা বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান খরচ করবে। খরচ করার সময় পণ্য বা সেবা ক্রয়ের বিপরীতে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে। কারণ, বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানটি একটি লিমিটেড কোম্পানী, যার ওপর উৎসে ভ্যাট কর্তন করার দায়িত্ব আছে। বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান যখন ওই অর্থ খরচ করে পণ্য বা সেবা ক্রয় করার বিপরীতে মূল্য পরিশোধ করবে, তখন উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে কিনা তা বিবেচনা করে দেখতে হবে। উৎসে ভ্যাট কর্তন করার যাবতীয় নিয়মকানুন তখন বিবেচনা আনতে হবে। উৎসে ভ্যাট কর্তন সংক্রান্ত বর্তমান বিধি-বিধান জানতে হলে [www.vatbd.com](http://www.vatbd.com) ওয়েবসাইটের VAT Contents মেন্যুর সিরিয়াল নং-৩৯ দেখুন। বর্তমানে ৩৬টি সেবার ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলকভাবে উৎসে ভ্যাট কর্তন করার বিধান আছে।

আপনার প্রশ্ন অনুসারে, সুইচকনটাক্ট বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানকে কোন কমিশন, চার্জ বা ফি পরিশোধ করছে না। অনেকক্ষেত্রে এরূপ প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানকে কমিশন, চার্জ বা ফি প্রদান করা হয়। এরূপভাবে কমিশন, চার্জ বা ফি প্রদান করা হলে তার ওপর ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে। ভ্যাটের হার হবে ১৫ শতাংশ এবং তা উৎসে কর্তন করতে হবে। কারণ, এধরনের সেবা পরামর্শ সেবা বা অন্যান্য বিবিধ সেবার আওতায় পড়বে। এদুটি সেবার ওপর ভ্যাটের হার ১৫ শতাংশ এবং দুটি সেবার ক্ষেত্রেই উৎসে ভ্যাট কর্তনের বিধান রয়েছে। তাই, কমিশন, চার্জ বা ফি প্রদান করা হলে, যদি তা ভ্যাট অন্তর্ভুক্ত মূল্য হয়, তাহলে ওই পরিমাণ হতে ভ্যাটের অংশ বিয়োগ করে ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে। সর্বমোট প্রদেয়কে ৭.৬৬৬৬ দিয়ে ভাগ করলে ১৫ শতাংশ ভ্যাটের পরিমাণ পাওয়া যাবে। অথবা কমিশন, চার্জ বা ফি'র ওপর ১৫ শতাংশ পরিমাণ হিসাব করে, নিজস্ব ফান্ড থেকে ওই অর্থ প্রদান করে, সে পরিমাণ অর্থ ভ্যাট হিসেবে উৎসে কর্তন করতে হবে।

**প্রশ্ন-১০:** গ্যাস, টেলিফোন, বিদ্যুৎ, ওয়াসার বিল থেকে ভ্যাট উৎসে কর্তন হবে কি-না?

**উত্তর:** এসব পরিসেবার (utilities) বিল পরিশোধের ক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না। তা উৎসে কর্তনের আদেশে বলা আছে। অনুগ্রহ করে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারণ আদেশ নং ০৩/মূসক/২০১৪, তারিখ: ০৫ জুন, ২০১৪ এর অনুচ্ছেদ নং ৩ এর উপানুচ্ছেদ (খ) দেখুন, পৃঃ ৭২১।

**প্রশ্ন-১১: ইপিজেড-এ অবস্থিত প্রতিষ্ঠান উৎসে ভ্যাট কর্তন করবে কি-না?**

**উত্তর:** ইপিজেড-এ অবস্থিত প্রতিষ্ঠান যদি উৎসে ভ্যাট কর্তনকারী প্রতিষ্ঠান হয় তাহলে অবশ্যই উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে। উৎসে ভ্যাট কর্তনকারী প্রতিষ্ঠান হলো: সরকারী দপ্তর, আধা-সরকারী দপ্তর, স্বায়ত্বশাসিত দপ্তর, এনজিও, ব্যাংক, বীমা কোম্পানী, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, লিমিটেড কোম্পানী, ১(এক) কোটি টাকার অধিক বার্ষিক টার্নওভারযুক্ত প্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ইপিজেড নন-ট্যারিফ এলাকা। এর অর্থ হলো, ইপিজেডে অবস্থিত প্রতিষ্ঠান রপ্তানিকাজে কোন শুল্ক-কর পরিশোধ করবে না। রপ্তানিকাজে শুল্ক-কর পরিশোধ না করার জন্য তিনটি ব্যবস্থা রয়েছে, যথা: বন্ড লাইসেন্স, অব্যাহতি ও প্রত্যর্পণ। উৎসে ভ্যাট কর্তন একটি ভিন্ন বিষয়। ইপিজেড-এ অবস্থিত প্রতিষ্ঠান উৎসে কর্তনকারীর আওতাভুক্ত হলে উক্ত প্রতিষ্ঠানকে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে।

**প্রশ্ন-১২: ম্যাংগো টেলিসার্ভিসেস-এর নিকট থেকে বাংলালায়ন ব্যান্ডউইথ ক্রয় করে। ম্যাংগো টেলিসার্ভিসেস ১৫ শতাংশ মূসক আরোপ করে 'মূসক-১১' চালানপত্র প্রদান করে। উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে কি-না সে বিষয়ে অনুগ্রহ করে মতামত দিন।**

**উত্তর:** এক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না। উৎসে ভ্যাট কর্তনের সাধারণ আদেশ নং ০৩/মূসক/২০১৪, তারিখ: ০৫ জুন, ২০১৪ এর অনুচ্ছেদ নং-৩ এর উপানুচ্ছেদ নং-(খ) অনুগ্রহ করে দেখুন। এই সেবাটিকে সেবার কোড নং এস০১২ এর আওতা (টেলিফোন, টেলিপ্রিন্টার, টেলেক্স, ফ্যাক্স বা ইন্টারনেট সংস্থা ও সিম কার্ড সরবরাহকারী) সেবা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। বাধ্যতামূলকভাবে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে এমন ৩৬টি সেবার মধ্যে এই সেবাটি অন্তর্ভুক্ত নেই। তবে, ভ্যাট প্রদানের প্রমাণ থাকতে হবে। যেমন: মূসক-১১ চালান থাকতে হবে। আপনার বর্ণনামতে, এখানে বিক্রেতা ভ্যাট চালানপত্র প্রদান করেছে। তাই, উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না।

**প্রশ্ন-১৩: হোটেল বা রেস্তোরাঁ যদি ইসিআর মেশিনে প্রস্তুতকৃত চালান ইস্যু করে, তাহলে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে কি? [আশিক মাহমুদ, একাউন্টস অফিসার, Helpage International Bangladesh, ৩৫/ডি, বনানী, ঢাকা।]**

**উত্তর:** হোটেল বা রেস্তোরাঁর ক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তনের বিধান নেই। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারণ আদেশ নং ০৩/মূসক/২০১৪, তারিখ: ০৫ জুন, ২০১৪ অনুসারে সর্বমোট ৩৬টি সেবার ওপর ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে। উক্ত তালিকার মধ্যে হোটেল-রেস্তোরাঁ অন্তর্ভুক্ত নেই। তাই, হোটেল-রেস্তোরাঁ সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে না। হোটেল-রেস্তোরাঁ সেবা প্রদানকারী নিজে যথাযথ নিয়মে তার নিজস্ব সেবা প্রদানের বিপরীতে প্রযোজ্য ভ্যাট পরিশোধ করবে। তবে, উৎসে কর্তনকারী কোনো কর্তৃপক্ষ হোটেল-রেস্তোরাঁর সেবা গ্রহণ করলে, উক্ত কর্তৃপক্ষ নিশ্চিত হবে যে, প্রদত্ত সেবার ওপর প্রযোজ্য ভ্যাট পরিশোধ করা হয়েছে। যথাযথ ভ্যাট চালান থাকলে এটা ধরে নেয়া যাবে যে, প্রযোজ্য ভ্যাট পরিশোধ করা হয়েছে। ইসিআর দ্বারা প্রস্তুতকৃত চালান ভ্যাট চালান হিসেবে বিবেচিত। এ বিষয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশ আছে। সেক্ষেত্রে চালানে সেবাদাতার নাম, ঠিকানা, ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন নম্বর, পণ্য/সেবার নাম, মূল্য, ভ্যাটের পরিমাণ ইত্যাদি উল্লেখ থাকতে হয়। এরূপ ইসিআর দ্বারা ইস্যুকৃত যথাযথ ভ্যাট চালান থাকলে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না। তবে, ভ্যাট পরিশোধের প্রমাণ যদি না থাকে তাহলে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে।

**প্রশ্ন-১৪: উৎসে ভ্যাট কর্তন করে জমা দেয়ার সময় কোন কমিশনারেটের কোড ব্যবহার করতে হবে?**

**উত্তর:** উৎসে ভ্যাট কর্তনকারী যে কমিশনারেটের আওতাধীন সে কমিশনারেটের কোড ব্যবহার করতে হবে। কারণ, উৎসে কর্তিত ভ্যাট উৎসে কর্তনকারী জমা দিবেন। তিনি তার ভ্যাট সার্কেলে ট্রেজারি চালান এবং 'মূসক-১২খ' ফরমে প্রত্যয়নপত্র পাঠিয়ে দেবেন। তিনি ভ্যাট নিবন্ধিত হলে, তার দাখিলপত্রে উৎসে কর্তিত ভ্যাট প্রদর্শন করবেন। উৎসে কর্তিত ভ্যাট উৎসে কর্তনকারী যে কমিশনারেটের আওতাধীন সে কমিশনারেটের রাজস্ব বিবরণীতে প্রদর্শিত হবে। কমিশনারেটের কোডসমূহ অনুগ্রহ করে দেখুন, পৃঃ ১২৬৬।

**প্রশ্ন-১৫: সিগারেট শিল্প-প্রতিষ্ঠান কৃষকদের নিকট থেকে টেন্ডার ছাড়া সরাসরি তামাক পাতা ক্রয় করে থাকে। এই ক্রয়ের ওপর 'যোগানদার' হিসেবে ভ্যাট উৎসে কর্তন করার জন্য কোন কোন স্থানীয় ভ্যাট অফিস থেকে পরামর্শ দেয়া হচ্ছে। এক্ষেত্রে ভ্যাট প্রযোজ্য হবে কিনা সে বিষয়ে অনুগ্রহ করে আপনার মতামত দিন।**

**উত্তর:** সিগারেট শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলো সরাসরি কৃষকদের নিকট থেকে তামাক পাতা ক্রয় করে থাকে। যদি ক্রেতা প্রতিষ্ঠান উৎসে ভ্যাট কর্তনকারী কর্তৃপক্ষ হয় (সরকারী, আধা-সরকারী, স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান, এনজিও, ব্যাংক, বীমা, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, লিমিটেড কোম্পানী, ১(এক) কোটি টাকার অধিক বার্ষিক টার্নওভারযুক্ত প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান), তাহলে যোগানদার সেবা হিসেবে ৫ (পাঁচ) শতাংশ হারে ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে। যোগানদার সেবার বর্তমান সংজ্ঞা অনুসারে, কোটেশন বা দরপত্র বা অন্যবিধভাবে সরকারী, আধা-সরকারী, স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান, এনজিও, ব্যাংক, বীমা, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, লিমিটেড কোম্পানী, ১(এক) কোটি টাকার অধিক বার্ষিক টার্নওভারযুক্ত প্রতিষ্ঠান বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিকট কোন করযোগ্য পণ্য বা সেবা সরবরাহ করে এমন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থাকে যোগানদার বলা হয়। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারণ আদেশ নং ০৩/মূসক/২০১৪, তারিখ: ০৫ জুন, ২০১৪ এর অনুচ্ছেদ নং ২ এর উপানুচ্ছেদ (২) অনুসারে, করযোগ্য পণ্য বা সেবা বলতে ভ্যাট আইনের প্রথম ও দ্বিতীয় তফসিলে যে পণ্য বা সেবা অন্তর্ভুক্ত নেই, সেসব পণ্য বা সেবাকে বুঝাবে। অর্থাৎ এস,আর,ও এর মাধ্যমে যেসব পণ্য বা সেবাকে ভ্যাটমুক্ত করা হয়েছে সেসব পণ্য বা সেবা সরবরাহ দিলে ওই সরবরাহ যোগানদার সেবা হিসেবে বিবেচিত হবে। অপ্রক্রিয়াজাত তামাক যেহেতু এস,আর,ও দ্বারা ভ্যাটমুক্ত করা হয়েছে, সেহেতু পূর্বেই আদেশ অনুসারে এই পণ্যটি করযোগ্য বিধায় এই পণ্য ক্রয়ের সময় ক্রেতা যদি উৎসে ভ্যাট কর্তনকারী প্রতিষ্ঠান হয়ে থাকে, তাহলে যোগানদার হিসেবে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে। ০৬.০৬.২০১৩ তারিখের পূর্বে যোগানদার সেবার সংজ্ঞায় উল্লেখ ছিল যে, যেকোন পণ্য বা সেবার সরবরাহ যোগানদার সেবা হিসেবে বিবেচিত হবে। তাই, তখন আরো প্রবলভাবে অপ্রক্রিয়াজাত তামাক ক্রয়ের ওপর যোগানদার হিসেবে উৎসে ভ্যাট কর্তন করার আবশ্যিকতা ছিল।

তবে, উৎপাদন পর্যায়ে অপ্রক্রিয়াজাত তামাকের মধ্যে কোন কোনটি ভ্যাটমুক্ত এ বিষয় নিয়ে অস্পষ্টতা রয়েছে। হারমোনাইজড কমোডিটি ডেসক্রিপশান গ্র্যান্ড কোডিং সিস্টেম (এইচ এস সিস্টেম) অনুসারে, অপ্রক্রিয়াজাত তামাক এর শিরোনাম হলো ২৪.০১। এই শিরোনামার অধীন তিনটি এইসএস কোড রয়েছে। যথা: এক. ২৪০১.১০.০০ (অপ্রক্রিয়াজাত তামাক); দুই. ২৪০১.২০.০০ (আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে প্রক্রিয়াজাত তামাক); এবং তিন. ২৪০১.৩০.০০ (তামাক বর্জ্য)। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের এসআরও নং ১১৯-আইন/২০১৫/৭২৫-মূসক, তাং ০৪ জুন, ২০১৫ এর টেবিল-৩ অনুসারে ২৪.০১ শিরোনামার বিপরীতে সংশ্লিষ্ট এইচ এস কোডের ওপর উৎপাদন পর্যায়ে ভ্যাট অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। এখানে সংশ্লিষ্ট এইচ এস কোড বলতে ওপরের তিনটি এইচ এস কোডের মধ্যে কোন কোনটি বুঝায় তা স্পষ্ট নয়। Explanatory Notes to the Harmonized Commodity Description and Coding System এর ব্যাখ্যা অনুসারে অপ্রক্রিয়াজাত তামাক হলো 'unmanufactured tobacco in the form of whole plant or leaves in the natural state or as cured or fermented leaves, whole or stemmed/stripped, trimmed or untrimmed, broken or cut (including pieces, cut to shape but not tobacco ready for smoking.' এই ব্যাখ্যা অনুযায়ী প্রস্তুতকৃত ধূমপানের উপযোগী সিগারেট/বিড়ি ইত্যাদি ব্যতীত আর সব ধরনের তামাক ২৪.০১ শিরোনামার আওতাভুক্ত হবে। সে অনুযায়ী উপরোল্লিখিত এসআরও অনুসারে প্রক্রিয়াজাত বা অপ্রক্রিয়াজাত সব ধরনের তামাক বা বর্জ্য ভ্যাটমুক্ত। কিন্তু উপরে বর্ণিত এসআরও অনুসারে স্পষ্টভাবে শুধুমাত্র অপ্রক্রিয়াজাত তামাককে ভ্যাটমুক্ত করা হয়েছে। যদিও এখানে ইংরেজি 'unmanufactured' শব্দের বাংলা অনুবাদ করা হয়েছে 'অপ্রক্রিয়াজাত'। তাই, উৎপাদন পর্যায়ে এই তিনটি এইচ এস কোডের মধ্যে কোন কোন কোডের বিপরীতের পণ্যের ওপর ভ্যাট আরোপিত হবে না সে বিষয়ে অস্পষ্টতা রয়েছে। এ বিষয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের মতামত নেয়া যায়।

**প্রশ্ন-১৬:** একটি ব্যাংক তাদের নিয়োগ পরীক্ষা অনুষ্ঠানের জন্য একটি স্কুল কর্তৃপক্ষকে দায়িত্ব দিয়েছে। স্কুল কর্তৃপক্ষ পরীক্ষা নিয়ে, রেজাল্ট দিয়ে ব্যাংক বরাবরে বিল দাখিল করেছে। বিল পরিশোধের সময় উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে কিনা সে বিষয়ে অনুগ্রহ করে মতামত দিন? [মোঃ শামীউল ইসলাম, সহকারী কমিশনার, কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট, ঢাকা (পশ্চিম) কমিশনারেট, ঢাকা।]

**উত্তর:** এখানে প্রথমে দেখতে হবে যে, স্কুল কর্তৃপক্ষ ব্যাংক কর্তৃপক্ষকে যে সেবাটি প্রদান করলো সে সেবাটির শিরোনাম কি। সেবাটি হলো নিয়োগ পরীক্ষা অনুষ্ঠান করা, খাতা পরীক্ষা করা এবং রেজাল্ট প্রদান করা। ভ্যাটের আওতায় সেবাসমূহের যে সংজ্ঞা দেয়া আছে সেখানে এই সেবাকে সরাসরি কোন সংজ্ঞার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। সেবাটি কনসালট্যান্সী সেবা এবং অন্যান্য বিবিধ সেবা এ দুটি সেবার সংজ্ঞার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সেবার সংজ্ঞা দুটি অধিকতর বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, সেবাটি কনসালট্যান্সী সেবা হিসেবে বিবেচিত হবে না। কারণ, কনসালট্যান্সী সেবার সংজ্ঞা অনুসারে, কোন সম্ভাব্যতা যাচাই, প্রকল্প প্রণয়ন বা বাস্তবায়ন বা পরিকল্পনা প্রণয়ন বা বাস্তবায়নের পরামর্শ প্রদানকে কনসালট্যান্সী সেবা বলা হয়। আলোচ্য সেবাটি এ ধরনের সেবা নয়। তাই, সেবাটি অন্যান্য বিবিধ সেবা (কোড নং এস০৯৯.২০) হিসেবে বিবেচনা করাই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। অন্যান্য বিবিধ সেবার ক্ষেত্রে ভ্যাটের হার ১৫ শতাংশ। ০৬.০৬.২০১৩ তারিখ থেকে এই সেবার ওপর উৎসে ভ্যাট কর্তনের বিধান করা হয়েছে। সেবা প্রদানকারী অর্থাৎ স্কুল কর্তৃপক্ষ সেবা গ্রহণকারী অর্থাৎ ব্যাংক কর্তৃপক্ষ বরাবরে বিল দাখিল করবে। সেবা গ্রহণকারী বিল পরিশোধের সময় ১৫ শতাংশ ভ্যাট উৎসে কর্তন করবে।

**প্রশ্ন-১৭:** লিফট আমদানি করে একটি প্রতিষ্ঠানে সরবরাহ এবং স্থাপন করে দেয়া হয়েছে। কয়েক বছর সার্ভিসিং করে দেয়া হবে। এক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তন সংক্রান্ত বিধান কি? [মোঃ শরিফুল ইসলাম, আর্টিকেল স্টুডেন্ট, এ. কে. আজাদ গ্র্যান্ড কোং, সিএ ফার্ম, বিজয়নগর, ঢাকা।]

**উত্তর:** টেন্ডারের বিপরীতে সরবরাহ দেয়ার জন্য যদি কোন আমদানি করা হয়, তাহলে আমদানি পর্যায়ে শুদ্ধায়নের সময় টেন্ডার দলিলাদি দাখিল করতে হয়। তাহলে আমদানি পর্যায়ে এ্যাডভান্স ট্রেড ভ্যাট (এটিভি) আরোপ করা হয় না। এভাবে এটিভিমুক্তভাবে আমদানিকৃত লিফট সরবরাহ এবং স্থাপন করার পর উৎসে ভ্যাট কর্তন করার প্রশ্ন আসে। আমাদের দেশের ভ্যাট ব্যবস্থায় সেবার সংজ্ঞা অনুসারে কোন অবকাঠামোর সাথে সংযুক্ত হয় বা অবকাঠামোর অংশ হিসেবে ব্যবহৃত হয় এরূপ যেকোন ধরনের স্থায়ী বা অস্থায়ী সংস্থাপন, যেমন: শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, ফলস সিলিং, লিফট ইত্যাদি 'নির্মাণ সংস্থা' সেবা হিসেবে বিবেচিত। এই সেবার ওপর ভ্যাটের হার ৫.৫ শতাংশ - যা উৎসে কর্তনযোগ্য। কয়েক বছর লিফট সার্ভিসিং করা হবে। সার্ভিসিং একটি ভ্যাটযোগ্য সেবা। সেবাটি আমাদের ভ্যাট ব্যবস্থায় দুটি সেবার আওতায় অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। প্রথমত, সেবার কোড নং এস০৩১ (পণ্যের বিনিময়ে করযোগ্য পণ্য মেরামত বা সার্ভিসিং এর কাজে নিয়োজিত ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা) এবং দ্বিতীয়ত, কোড নং এস০৯৯.২০ (অন্যান্য বিবিধ সেবা)। দুটি সেবার ক্ষেত্রেই ভ্যাটের হার ১৫ শতাংশ এবং দুটি সেবার ক্ষেত্রেই উৎসে ভ্যাট কর্তনের বিধান আছে। অন্যান্য বিবিধ সেবার ক্ষেত্রে বিগত ০৬.০৬.২০১৩ তারিখ থেকে উৎসে ভ্যাট কর্তন করার বিধান করা হয়েছে। অর্থাৎ সার্ভিসিং এর ক্ষেত্রে ১৫ শতাংশ হারে ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে। যদি টেন্ডার পাওয়ার পর লিফট আমদানি করা হয়, তাহলে ওপরের ব্যবস্থা। আর যদি পূর্বে আমদানিকৃত লিফট সরবরাহ ও স্থাপন করা হয়, তাহলে যেহেতু আমদানিস্তরে এটিভি পরিশোধ করা আছে, সেহেতু সরবরাহের সময় ব্যবসায়ী হিসেবে ভ্যাট চালান ইস্যু করা যায়। লিফট সরবরাহ মূল্য এবং লিফট স্থাপন মূল্য আলাদাভাবে বিলে প্রদর্শন করা যায়। তাহলে ব্যবসায়ী কর্তৃক ভ্যাট চালানসহ লিফট সরবরাহ হিসেবে সরবরাহের ওপর উৎসে ভ্যাট কর্তনযোগ্য হবে না। লিফট স্থাপন মূল্যের ওপর 'নির্মাণ সংস্থা' সেবা হিসেবে ৫.৫ শতাংশ হারে ভ্যাট উৎসে কর্তনযোগ্য হবে। সার্ভিসিং এর ক্ষেত্রে পূর্বোক্ত নিয়ম বহাল থাকবে। আর যদি লিফট সরবরাহের সময় ব্যবসায়ী হিসেবে ভ্যাট চালানপত্র ইস্যু করা না হয়, তাহলে সর্বমোট সরবরাহ ও স্থাপন মূল্যের ওপর 'নির্মাণ সংস্থা' হিসেবে ৫.৫ শতাংশ হারে ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে। সার্ভিসিং এর ক্ষেত্রে পূর্বোক্ত নিয়ম বহাল থাকবে।

**প্রশ্ন-১৮:** আমাদের প্রতিষ্ঠান টি. কে. শীপইয়ার্ড লি: পিএফএ আনলোডার প্রস্তুত করে হোলসীম বাংলাদেশ লিঃ-কে সরবরাহ করেছে। হোলসীম বাংলাদেশ লি: কয়েক কিস্তিতে আমাদের বিল পরিশোধ করেছে। কিন্তু বিল পরিশোধের সময় ৫.৫ শতাংশ হারে ভ্যাট উৎসে কর্তন করেছে।

আমরা মনে করি, এখানে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না। অনুগ্রহ করে আইনসম্মত মতামত দিন। [মো: আরমিয়া ফকির, ব্যবস্থাপক, স্টোর এ্যান্ড সোর্সিং, টি. কে. শীপইয়ার্ড লি., মেঘনাঘাট, গজারিয়া, মুন্সীগঞ্জ।]

উত্তর: আপনার সাথে আলোচনাক্রমে যা জানা গেছে তাতে এই পণ্যটির বিল পরিশোধের ক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না। তবে, সঠিক মতামত দিতে হলে ক্রেতা এবং বিক্রেতার মধ্যে সম্পাদিত চুক্তিনামা বিশ্লেষণ করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। আপাতত মনে হয়, উৎসে ভ্যাট কর্তন করা সঠিক হয়নি। এখানে দুটি দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টি বিশ্লেষণ করতে হবে। প্রথমত, আমাদের দেশের ভ্যাট ব্যবস্থার একটি বিধান হলো এই যে, কোন প্রস্তুতকারক বা উৎপাদক যদি ভ্যাট চালানপত্র ইস্যু করে সরাসরি কোন পণ্য সরবরাহ করে, তাহলে এরূপ সরবরাহের ওপর থেকে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না। কারণ, এরূপ সরবরাহ যোগানদার সেবা হিসেবে বিবেচিত হবে না। আর একটি দৃষ্টিকোণ হলো এই যে, আমাদের দেশের ভ্যাট ব্যবস্থায় একটি সেবা হলো ‘নির্মাণ সংস্থা’। নির্মাণ সংস্থা সেবার ওপর ভ্যাটের হার ৫.৫ শতাংশ। ‘নির্মাণ সংস্থা’ সেবার সংজ্ঞা হলো: “নির্মাণ সংস্থা অর্থ এমন কোনো প্রতিষ্ঠান, সংস্থা বা ব্যক্তি যাহা বা যিনি বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ভবন, যোগাযোগ মাধ্যম, পরিবহন, সড়ক, মহাসড়ক, সেতু বা অন্য যে কোনো ধরনের অবকাঠামো নির্মাণ, মেরামত বা রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকে বা থাকেন; এবং অন্য কোনো অবকাঠামোর সহিত সংযুক্ত হয় বা উহার অংশ হিসেবে ব্যবহৃত হয় এইরূপ যে কোনো ধরনের স্থায়ী বা অস্থায়ী সংস্থাপনও (যেমন: শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, ফলস সিলিং, লিফট ইত্যাদি) ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে”। এই সংজ্ঞাটি মূলত অবকাঠামো সংক্রান্ত। কোন অবকাঠামো নির্মাণ বা কোন অবকাঠামোর সাথে সংযুক্ত করার জন্য কোন অংশ নির্মাণ করা হলে তা ‘নির্মাণ সংস্থা’ সেবার আওতাভুক্ত হবে।

এখন দেখা যাক, আপনারা কাজটি প্রস্তুতকরণ বা উৎপাদন হিসেবে বিবেচিত হবে নাকি ‘নির্মাণ সংস্থা’ সেবা হিসেবে বিবেচিত হবে। পিএফএ আনলোডার একটি যন্ত্র। এই যন্ত্রটি স্বাধীনভাবে কাজ করে। হারমোনাইজড কমার্ভিটি ডেসক্রিপশান এন্ড কোডিং সিস্টেম অনুসারে, এই যন্ত্রটির এইচএস কোড হবে ৮৪.২৮ শিরোনামার অধীন। পণ্যটির বর্ণনা হবে Other lifting, handling, loading or unloading machinery (for example, lifts, escalators, conveyors, teleferics). আপনারা যদি পণ্যটির মূল্য ঘোষণা প্রদান করে থাকেন এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ভ্যাট পরিশোধ করে ভ্যাট চালানপত্রসহ যদি পণ্যটি সরবরাহ দিয়ে থাকেন, তাহলে বিল পরিশোধের সময় উৎসে ভ্যাট কর্তন করার প্রয়োজনীয়তা নেই। আপনার সাথে আলোচনা যা জানা গেছে তাতে আলোচ্য সরবরাহটি অবকাঠামো নির্মাণ বা অবকাঠামোর সাথে সংযুক্ত হয় এমন কোন অংশ নির্মাণ নয়, বরং ইহা একটি পণ্য সরবরাহ। তাই, সরবরাহটি ‘নির্মাণ সংস্থা’ সেবা হিসেবে বিবেচিত হবে না।

প্রশ্ন-১৯: আমরা একটি প্রতিষ্ঠানে হার্ডওয়্যার এবং সফটওয়্যার সরবরাহ এবং স্থাপন করে দিয়েছি। উল্লেখ্য, সফটওয়্যারটি আমরা আমাদের প্রতিষ্ঠানে প্রস্তুত করেছি। হার্ডওয়্যার ক্রয় করে সরবরাহ দিয়েছি। সেবা গ্রহণকারী আমাদের সর্বমোট বিলের ওপর থেকে ‘নির্মাণ সংস্থা’ সেবা হিসেবে ৫.৫ শতাংশ হারে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে চায়। আমাদের মতে, ‘তথ্য-প্রযুক্তি নির্ভর সেবা’ হিসেবে ৪.৫ শতাংশ হারে ভ্যাট কর্তনযোগ্য। অনুগ্রহ করে মতামত দিন। [মোঃ সিরাজুল ইসলাম, জেনারেল ম্যানেজার, গ্লোবাল বিডি নেশানওয়াইড লিঃ, স্যুট নং ৩/এ, বাড়ি নং ৯২, সড়ক- নং ২৩/এ, বনানী, ঢাকা-১২১৩।]

উত্তর: আলোচ্য কার্যক্রমটি সেবার কোড এস০৯৯.১০ এর বিপরীতে তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর সেবার (Information Technology Enabled Services) আওতাভুক্ত হবে না। আমাদের দেশের ভ্যাট ব্যবস্থায় সেবাসমূহের কোড এবং সংজ্ঞা নির্ধারণ করা আছে। কোন্ সেবা কোন্ কোড এবং সংজ্ঞার আওতাভুক্ত হবে তা নির্ধারণ করার জন্য ওই কার্যক্রমের বিবরণ কোন্ সেবার বিবরণের সাথে সবচেয়ে বেশি সামঞ্জস্যপূর্ণ তা মিলিয়ে দেখতে হয়। অনেক সময় দেখা যায় যে, কোনো একটি সেবার কার্যক্রম একাধিক সেবার সংজ্ঞার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এমন হলে কার্যক্রমটি যে সংজ্ঞার সাথে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ সে সংজ্ঞার আওতাভুক্ত করতে হয়। আমাদের ভ্যাট ব্যবস্থায় কয়েকটি সংজ্ঞা আছে সেক্ষেত্রে এমন দ্বিধাদ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর সেবা এমন একটি সেবা। আমাদের ভ্যাট ব্যবস্থায় তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর সেবার সংজ্ঞা নিম্নরূপ:

“তথ্য-প্রযুক্তি নির্ভর সেবা (Information Technology Enabled Services) অর্থ Digital Content Development and Management, Animation (both 2D and 3D), Geographic Information Services (GIS), IT Support and Software Maintenance Services, Website Services, Business Process Outsourcing, Data Entry, Data Processing, Call Center, Graphics Design (digital service), Search Engine Optimization, Web Hosting, E-Commerce and Online Shopping, document conversion, imaging and archiving, Any automated services rendered by Internet or Electronic Network, E-Procurement and E-Auction”।

কোন অফিসে সফটওয়্যার এবং হার্ডওয়্যার সরবরাহ করা এবং তা স্থাপন করে চালু করে দিয়ে আসার কার্যক্রম এ বর্ণনার কোন অংশের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। ওপরের সংজ্ঞার মধ্যে যদি “software and hardware supply and installation” অন্তর্ভুক্ত থাকতো, তাহলে আলোচ্য কার্যক্রমটি ‘তথ্য-প্রযুক্তি নির্ভর সেবা’র আওতায় সংজ্ঞায়িত করা যেত। তাহলে এখন করণীয় কি? টেন্ডারের বর্ণনার ভিত্তিতে আলোচ্য কার্যক্রমের ওপর ভ্যাট সংক্রান্ত করণীয় এখন দুই দৃষ্টিকোণ থেকে সম্পন্ন করা যায়। প্রথমত, যদি টেন্ডারে তিনটি কার্যক্রম আলাদা আলাদা উল্লেখ থাকে, তাহলে সফটওয়্যার সরবরাহের ওপর ‘যোগানদার’ সেবা হিসেবে ৫ শতাংশ হারে ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে। কারণ, সফটওয়্যার আমদানি ও উৎপাদন পর্যায়ে ভ্যাটমুক্ত। দ্বিতীয় তফসিলের মাধ্যমে যেসব সেবাকে ভ্যাট থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে, কেবলমাত্র সেসব সেবার সরবরাহের ক্ষেত্রে ‘যোগানদার’ হিসেবে বিবেচিত হবে না। আলোচ্য ক্ষেত্রে সফটওয়্যার সরবরাহ ‘যোগানদার’ সেবার আওতাভুক্ত বিধায় সফটওয়্যার সরবরাহটুকু ‘যোগানদার’ হিসেবে বিবেচ্য। হার্ডওয়্যার সরবরাহ অংশটুকু ব্যাসায়ী পর্যায়ে ভ্যাট সংক্রান্ত বিধি-বিধানের আওতায় পড়ে। আপনার প্রতিষ্ঠানটি হার্ডওয়্যার কিনে সরবরাহ দিয়েছে। ব্যবসায়ীর ক্ষেত্রে ভ্যাট সংক্রান্ত বিষয় বিস্তারিত জানতে [www.vatbd.com](http://www.vatbd.com) ওয়েবসাইট ক্লিক করুন। অতঃপর VAT Contents ক্লিক করুন। এখন একটি বড় তালিকা পাবেন। এই তালিকার ক্রমিক নং-১৫ VAT on Traders পাঠ করুন। আপনার প্রতিষ্ঠান যদি ব্যবসায়ী হিসেবে বিধি-বিধান পরিপালনকরতঃ ভ্যাট চালান ইস্যু করে হার্ডওয়্যার সরবরাহ দিয়ে থাকে, তাহলে

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারণ আদেশ নং ০৩/মূসক/২০১৪, তারিখ: ০৫ জুন, ২০১৪ এর অনুচ্ছেদ ৩(ক) অনুসারে এই অংশের ওপর উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না। যদি তা না থাকে তাহলে 'যোগানদার' হিসেবে ৫ শতাংশ হারে ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে। স্থাপন বাবদ যে মূল্য নির্ধারিত আছে সে মূল্যের ওপর 'নির্মাণ সংস্থা' হিসেবে ৫.৫ শতাংশ হারে ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে। দ্বিতীয়ত, যদি টেন্ডারে তিনটি কার্যক্রম আলাদা করা না থাকে, তাহলে সর্বমোট মূল্যের ওপর 'নির্মাণ সংস্থা' হিসেবে ৫.৫ শতাংশ হারে ভ্যাট উৎসে কর্তনযোগ্য হবে।

**প্রশ্ন-২০:** সফটওয়্যার আমদানি করে সরবরাহ দেয়া হয়েছে এবং ইনস্টল করে দেয়া হয়েছে। সর্বমোট মূল্যের ওপর উৎসে ভ্যাট কর্তন করা হয়েছে ৫.৫ শতাংশ। সঠিক আছে কি-না? [মোঃ সিরাজুল ইসলাম, জিএম, গ্লোবাল বিডি নেশানওয়াইড লিঃ, হাউস নং- ৯২, রোড নং- ২৩, ব্লক- এ, বনানী, ঢাকা।]

**উত্তর:** উৎসে কর্তন সঠিক হয়নি। এখানে বেশি ভ্যাট উৎসে কর্তন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে সর্বমোট মূল্য দুইভাগে ভাগ করার প্রয়োজন ছিল, যথা:- সরবরাহমূল্য এবং ইন্সটলেশান মূল্য। সরবরাহ মূল্যের ওপর যোগানদার হিসেবে ৫ শতাংশ হারে ভ্যাট উৎসে কর্তনযোগ্য ছিল। ইন্সটলেশান মূল্যের ওপর নির্মাণ সংস্থা হিসেবে ৫.৫ শতাংশ হারে ভ্যাট উৎসে কর্তনযোগ্য ছিল। সফটওয়্যার আমদানি পর্যায়ে এবং উৎপাদন পর্যায়ে ভ্যাটমুক্ত। কিন্তু সফটওয়্যার সরবরাহ দিলে সরবরাহকারী যোগানদার হিসেবে বিবেচিত হয় বিধায় সরবরাহ মূল্যের ওপর যোগানদার হিসেবে ৫ শতাংশ হারে ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হয়। টেন্ডারের বিপরীতে কোন পণ্য আমদানি করে সরবরাহ দেয়ার ক্ষেত্রে নিয়ম হলো, আমদানি পর্যায়ে শুক্রায়নের সময় টেন্ডার ডকুমেন্ট দাখিল করতে হবে। তাহলে আমদানি পর্যায়ে এ্যাডভান্স ট্রেড ভ্যাট (এটিভি) আরোপ করা হবে না। সরবরাহ পর্যায়ে যোগানদার হিসেবে ৫ শতাংশ হারে ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে। আলোচ্য ক্ষেত্রে দুটি কাজ সম্পাদন করা হয়েছে। যোগানদার কর্তৃক সরবরাহ এবং নির্মাণ সংস্থা কর্তৃক ইনস্টলেশান। তাই, সরবরাহের ক্ষেত্রে যোগানদার হিসেবে ৫ শতাংশ এবং ইনস্টলেশান এর ক্ষেত্রে নির্মাণ সংস্থা হিসেবে ৫.৫ শতাংশ হারে ভ্যাট উৎসে কর্তনযোগ্য। বিলে দুটি মূল্য আলাদাভাবে প্রদর্শন করা যুক্তিযুক্ত।

**প্রশ্ন-২১:** আমাদের প্রতিষ্ঠানে ভ্যাটযোগ্য এবং ভ্যাট অব্যাহতিপ্রাপ্ত উভয় ধরনের পণ্য উৎপাদন করা হয়। ভ্যাটযোগ্য পণ্য স্বাভাবিকভাবে ভ্যাট চালানসহ সরবরাহ দেয়া হয়। ভ্যাট হতে অব্যাহতিপ্রাপ্ত পণ্যও ভ্যাট চালানসহ (ভ্যাট প্রদান ব্যতিরেকে) সরবরাহ দেয়া হয়। এক্ষেত্রে একটি ভ্যাট অব্যাহতিপ্রাপ্ত পণ্যের চালান একটি উৎসে ভ্যাট কর্তনকারী প্রতিষ্ঠানকে সরবরাহ দেয়া হয়েছে। এই সরবরাহের ওপর উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে কিনা সে বিষয়ে অনুগ্রহ করে মতামত দিন। [মোঃ খায়রুজ্জামান, এ্যাকাউন্টস অফিসার, মিরপুর এথিকালচারাল ওয়ার্কশপ এ্যান্ড ট্রেনিং স্কুল (মটস), মিরপুর, ঢাকা।]

**উত্তর:** ভ্যাট অব্যাহতিপ্রাপ্ত পণ্য বিক্রয় করতে হলে ভ্যাট চালান ইস্যু করতে হবে না। মূল্য সংযোজন কর বিধিমালা, ১৯৯১ এর বিধি ১৬ এবং বিধি ১৭ অনুসারে করযোগ্য পণ্যের সরবরাহ, করযোগ্য পণ্যের রফতানি, করযোগ্য সেবা প্রদান এবং সেবা রফতানির ক্ষেত্রে ভ্যাট চালান ইস্যু করতে হয়। ভ্যাট অব্যাহতিপ্রাপ্ত পণ্য বা সেবা সরবরাহের সময় ভ্যাট চালান ইস্যু করতে হবে না। একই স্থান থেকে যদি ভ্যাটযোগ্য এবং ভ্যাট অব্যাহতিপ্রাপ্ত উভয় প্রকারের পণ্যের সরবরাহ প্রদান করা হয় বা সেবা প্রদান করা হয়, তাহলে ভ্যাটযোগ্য পণ্য বা সেবার ক্ষেত্রে 'মূসক-১১' চালান ইস্যু করতে হবে, ভ্যাট অব্যাহতিপ্রাপ্ত পণ্য বা সেবার ক্ষেত্রে 'মূসক-১১' চালান ইস্যু করতে হবে না। একই স্থান থেকে ভ্যাটযোগ্য এবং ভ্যাট অব্যাহতিপ্রাপ্ত পণ্য সরবরাহ করলে উভয় ক্ষেত্রে মূল্য ঘোষণা দাখিল করতে হয়। ভ্যাটযোগ্য পণ্যের ক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবে 'মূসক-১' ফরমে মূল্য ঘোষণা দাখিল করতে হয়। ভ্যাট অব্যাহতিপ্রাপ্ত পণ্যের ক্ষেত্রে 'মূসক-১গ' ফরমে মূল্য ঘোষণা দাখিল করতে হয়। এই ঘোষণাটি মূলতঃ উপকরণ-উৎপাদ সম্পর্ক (input-output coefficient)। অর্থাৎ প্রতি ইউনিট পণ্য উৎপাদন করতে কতটুকু পরিমাণ উপকরণ ব্যবহার করা হয় তার হিসাব। এই হিসাব রাখার প্রয়োজনীয়তা হলো উপকরণ কর রেয়াত নেয়া সংক্রান্ত। ভ্যাটযোগ্য পণ্যের উপকরণের ওপর প্রদত্ত ভ্যাট রেয়াত পাওয়া যাবে, কিন্তু ভ্যাট অব্যাহতিপ্রাপ্ত পণ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত উপকরণের ওপর পরিশোধিত উপকরণ কর রেয়াত পাওয়া যাবে না। তাই, কতটুকু উপকরণ ব্যবহার করে ভ্যাটযোগ্য পণ্য উৎপাদন করা হয়েছে আর কতটুকু উপকরণ ব্যবহার করে ভ্যাট অব্যাহতিপ্রাপ্ত পণ্য উৎপাদন করা হয়েছে তা জানার প্রয়োজন হয়। ভ্যাট অব্যাহতিপ্রাপ্ত পণ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে আপনারা কেন ভ্যাট চালান ইস্যু করেছেন তা বোধগম্য হচ্ছে না। ক্রেতা যেন উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে না পারে তা যদি কারণ হয়, তাহলে তাও ভুল হয়েছে। কারণ, ভ্যাট আইনের প্রথম তফসিলের মাধ্যমে ভ্যাট অব্যাহতিপ্রাপ্ত পণ্য সরবরাহ প্রদান করলে বর্তমানে উৎসে ভ্যাট কর্তন করার প্রয়োজন নেই। ০৬ জুন, ২০১৩ তারিখ থেকে এ বিধান চালু হয়েছে। ইতোপূর্বে যে কোন পণ্য বা সেবার সরবরাহের ওপর উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হতো। যোগানদার সেবার সংজ্ঞায় সংশোধনী এনে এ বিষয়টি কার্যকর করা হয়েছে। বর্তমানে শুধুমাত্র করযোগ্য পণ্যের সরবরাহ যোগানদার সেবা হিসেবে বিবেচিত হয়। করযোগ্য পণ্য বলতে প্রথম তফসিল দ্বারা অব্যাহতিপ্রাপ্ত নয় এমন পণ্যকে বুঝায়। এসআরও দ্বারা ভ্যাট অব্যাহতি প্রদত্ত পণ্যকে করযোগ্য পণ্য বলা হয়। তাই, ওই সব পণ্যের সরবরাহের ওপর ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে। মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর প্রথম তফসিল দ্বারা ভ্যাট অব্যাহতিপ্রাপ্ত পণ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে ভ্যাট চালান ইস্যু করতে হবে না এবং বিল পরিশোধের সময় উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না।

**প্রশ্ন-২২:** আমরা একটি সরকারি প্রতিষ্ঠান। আমরা সামাজিক বিভিন্ন বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে থাকি। সাধারণতঃ কমিউনিটি সভা, সংগীতানুষ্ঠান, উঠান বৈঠক, ওরিয়েন্টেশান কর্মশালা, র্যালী ইত্যাদি বিষয়ক সভা/অনুষ্ঠান আয়োজনের মাধ্যমে আমরা জনসচেতনতা বৃদ্ধির কার্যক্রম পরিচালনা করি। উক্ত কাজ করতে গিয়ে আমাদের অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যানার ব্যবহার করতে হয়। ব্যানার লিখে এমন কোন ব্যক্তিকে কাপড়ের মূল্য ও ব্যানার লেখার মজুরী বাবদ আমরা বিল পরিশোধ করে থাকি। এমতাবস্থায়, এক্ষেত্রে বিল থেকে উৎসে ভ্যাট কর্তনের বিধান কি? [মোঃ কুদরত-ই-খুদা, সিনিয়র তথ্য অফিসার, জেলা তথ্য অফিস, জামালপুর।]

**উত্তর:** এক্ষেত্রে 'বিজ্ঞাপনী সংস্থা' সেবা হিসেবে ১৫ শতাংশ হারে ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে। আমাদের দেশের ভ্যাট ব্যবস্থায় ভ্যাটযোগ্য সব সেবাকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। 'বিজ্ঞাপনী সংস্থা' সেবার সংজ্ঞা নিম্নরূপ:

(ক) বিজ্ঞাপনী সংস্থা অর্থ কোন পণ্যের বা সেবার প্রচারণার বা অন্যকোন প্রচারণার উদ্দেশ্যে, বাণিজ্যিক ভিত্তিতে যেকোন নামের বা ধরনের বিজ্ঞাপন প্রস্তুতকরণে বা উক্ত উদ্দেশ্যে প্রস্তুতকৃত কোন বিজ্ঞাপন যেকোন মাধ্যমে বা অন্যকোন পন্থায় প্রচারকরণে বা প্রচারকার্যে সহায়তাকরণে নিয়োজিত কোন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা।

(খ) কোন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার ওয়েবসাইট বা কোন পত্রিকা, সাময়িকী, ম্যাগাজিন ইত্যাদি এর অনলাইন সংস্করণে বিজ্ঞাপন প্রচার করা হইলে উহাও বিজ্ঞাপনী সংস্থার অন্তর্ভুক্ত হইবে।

এই সংজ্ঞা অনুসারে আপনার বর্ণিত কার্যক্রমটি 'বিজ্ঞাপনী সংস্থা' সেবার আওতায় পড়ে। কারণ, এখানে কোন প্রচারণার উদ্দেশ্যে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ব্যানার প্রস্তুত করা হচ্ছে। আমাদের দেশের ভ্যাট ব্যবস্থায় 'বিজ্ঞাপনী সংস্থা' সেবার ওপর ১৫ শতাংশ হারে ভ্যাট প্রযোজ্য। এই সেবার ওপর ৩ শতাংশ হারে টার্নওভার কর প্রদানের সুবিধা পাওয়া যাবে না। এই সেবার ওপর উৎসে ভ্যাট কর্তনের বিধান একটু ভিন্ন ধরনের। তা হলো, সেবা প্রদানকারী 'মূসক-১১' চালানপত্র ইস্যু করবে। 'মূসক-১১' চালানপত্র তার স্থানীয় ভ্যাট অফিসের সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা বা রাজস্ব কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত হতে হবে। বিলের সাথে যদি এরূপভাবে সত্যায়িত 'মূসক-১১' চালান থাকে তাহলে ওই বিল থেকে কোন ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে না। আর যদি বিলের সাথে যথাযথভাবে সত্যায়িত 'মূসক-১১' চালানপত্র না থাকে তাহলে ১৫ শতাংশ হারে ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে। যারা ব্যানার লিখে এরূপ অনেক ছোট-খাটো প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এরূপ ছোট-খাটো প্রতিষ্ঠান অনেকে বাস্তবে ভ্যাট প্রদান করে না বিধায় তারা 'মূসক-১১' চালানপত্র ইস্যু করে না। আলোচ্য ক্ষেত্রে আপনারা যে ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে ব্যানার সরবরাহ নেন তারা যথাযথ ভ্যাট কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত 'মূসক-১১' চালানপত্র ইস্যু করেছেন কিনা তা উল্লেখ করেননি। আমার মনে হয় এরূপ সত্যায়িত ভ্যাট চালান বিলের সাথে নেই। তাই, এক্ষেত্রে ১৫ শতাংশ হারে ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে।

**প্রশ্ন-২৩: আমরা ডোনার ফাউন্ড প্রকল্প বাস্তবায়ন করি। এই প্রকল্পে কনসালট্যান্সী সেবার ক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তন করা হয়। কনসালট্যান্সি অনেক সময় সাব-কনসালট্যান্সি নিয়োগ করেন। সাব-কনসালট্যান্সি-এর বিলের ওপর থেকে উৎসে ভ্যাট কর্তন করা হয় না। আমাদের পদ্ধতি সঠিক আছে কিনা সে বিষয়ে অনুগ্রহ করে মতামত দিন? [মোঃ জসিম উদ্দিন, সিএফও এ্যান্ড কোম্পানী সেক্রেটারী, ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনভেস্টমেন্ট ফ্যাসিলিটেশন কোম্পানী (আইআইএফসি), আইডিবি ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা।]**

**উত্তর:** আপনার পদ্ধতি সঠিক আছে। মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর ধারা ৬ এর উপ-ধারা (৪কক) এর শর্তাংশে এ সংক্রান্ত বিধান বর্ণিত আছে। বৈদেশিক সাহায্যপুত্র কোন প্রকল্পে যদি কোন কন্ট্রাক্টর সেবা প্রদান করেন এবং কন্ট্রাক্টর যদি উক্ত সেবা প্রদানের জন্য কোন সাব-কন্ট্রাক্টর নিয়োগ করেন, তাহলে সাব-কন্ট্রাক্টরের বিল থেকে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না, যদি কন্ট্রাক্টরের বিল থেকে প্রকল্প কর্তৃপক্ষ উৎসে ভ্যাট কর্তন করে থাকে এবং কর্তনের স্বপক্ষে দলিলাদি সাব-কন্ট্রাক্টরের দখলে থাকে। সাধারণতঃ এরূপ প্রকল্পে কোন কন্ট্রাক্টর কাজ পান। কন্ট্রাক্টর উক্ত কাজ এক বা একাধিক সাব-কন্ট্রাক্টরকে সাব-কন্ট্রাক্ট প্রদান করেন। সাব-কন্ট্রাক্টর কাজ সম্পাদন করেন। কাজ সম্পাদন করার পর সাব-কন্ট্রাক্টর, কন্ট্রাক্টরের কাছে তার বিল দাখিল করেন। কিন্তু কন্ট্রাক্টর তখন সাব-কন্ট্রাক্টরের বিল পরিশোধ করেন না। কারণ, কন্ট্রাক্টর তখনও প্রকল্প কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে তার বিল পাননি। কন্ট্রাক্টর এবার প্রকল্প কর্তৃপক্ষ বরাবরে তার বিল দাখিল করেন। প্রকল্প কর্তৃপক্ষ কন্ট্রাক্টরকে বিল পরিশোধ করে। বিল পরিশোধ করার সময় প্রযোজ্য ভ্যাট উৎসে কর্তন করে। উৎসে কর্তিত ভ্যাট সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করে। জমার স্বপক্ষে ট্রেজারী চালানোর কপি এবং এবং উৎসে কর্তনের স্বপক্ষে 'মূসক-১২খ' ফরমে প্রত্যয়নপত্র কন্ট্রাক্টরকে প্রদান করে। কন্ট্রাক্টর উক্ত ট্রেজারী চালানোর কপি এবং 'মূসক-১২খ' ফরমে প্রত্যয়নপত্রের কপি সাব-কন্ট্রাক্টরকে প্রদান করবে। সাব-কন্ট্রাক্টরের বিল থেকে কন্ট্রাক্টর উৎসে ভ্যাট কর্তন করবে না। মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর ধারা ৬ এর উপ-ধারা (৪কক) এর শর্তাংশ সহজবোধ্য নয়। তাই, এবিষয়ে প্রায়শঃই জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ব্যাখ্যা চেয়ে মার্চ পর্যায় থেকে পত্র দেয়া হয়। সম্প্রতি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নথি নং-৬(১৯)মূসক প্রকল্প ও পরিঃ/২০১০/০৭ তারিখ: ০৩.০১.২০১৩ এর মাধ্যমে এ সংক্রান্ত একটি ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে। উক্ত ব্যাখ্যার মর্মার্থ উপরের বিবরণের অনুরূপ।

**প্রশ্ন-২৪: একটি প্রতিষ্ঠান C007.71 কোডের আওতায় প্যাকেজিং ম্যাটেরিয়াল তৈরী করে। 'মূসক-১১' চালানপত্রসহ সরবরাহ প্রদান করে। এখানে উৎসে মূসক কর্তন করার প্রয়োজন আছে কি?**

**উত্তর:** C007.71 বাংলাদেশের ভ্যাট ব্যবস্থায় একটি Activity Code. উল্লেখ্য, বাংলাদেশের ভ্যাট ব্যবস্থায় ভ্যাটযোগ্য সব পণ্যকে Activity Code এবং ভ্যাটযোগ্য সব সেবাকে Service Code প্রদান করা হয়েছে। Activity Code C007.71 এর পণ্যের বিবরণ হলো: Packaging Material/Products. অর্থাৎ কোনো প্যাকেজিং ম্যাটেরিয়াল/প্রোডাক্ট তৈরী করলে তা পণ্য হিসেবে গণ্য হবে। যেমন: ফয়েল, প্যাকেট, কার্টন ইত্যাদি। অনেক প্রতিষ্ঠান আছে যারা তাদের পণ্য প্যাকিং করার জন্য ফয়েল, প্যাকেট, কার্টন ইত্যাদি নিজেরা প্রস্তুত না করে, অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে উহা ক্রয় করে। যে সব প্রতিষ্ঠান ফয়েল, কার্টন, প্যাকেট ইত্যাদি প্রস্তুত করে বিক্রি করে, তারা উৎপাদক হিসেবে বিবেচিত। কিন্তু কেউ কেউ ভুল করে এই কাজকে ছাপাখানা বলে মনে করে। উল্লেখ্য, ছাপাখানা অর্থ হলো পুস্তক, পত্রিকা বা অন্যকিছু ছাপার কাজ করা। এখানে ছাপার কাজটি মুখ্য। ছাপার কাজ বাংলাদেশের ভ্যাট ব্যবস্থায় সেবা হিসেবে বিবেচিত এবং সংজ্ঞায়িত আছে। আরো উল্লেখ্য যে, ছাপার পর বাঁধাই করার কাজ ভ্যাটমুক্ত। যাহোক, ফয়েল, প্যাকেট, কার্টন ইত্যাদিতে কিছু ছাপার অংশ থাকতে পারে। যেমন: ফয়েলের ওপর উৎপাদকের নাম, ঠিকানা, ব্র্যান্ড ইত্যাদি ছাপানো থাকে। এখানে ছাপার কাজটি মুখ্য নয়। এখানে ফয়েলটি প্রস্তুত করা মুখ্য বিষয়। তাই, ইহাকে সেবার কোডের আওতায় না রেখে পণ্যের Activity Code এর আওতায় রাখা হয়েছে।

এখন উৎসে ভ্যাট কর্তনের কথাই আসি। আইনের বিধান হলো যে, কোনো উৎপাদনকারী যদি 'মূসক-১১' চালান বা 'মূসক-১১' চালান হিসেবে বিবেচিত কোনো চালানসহ কোন পণ্য সরবরাহ করে, তাহলে উক্ত সরবরাহ 'যোগানদার' হিসেবে বিবেচিত হবে না। অর্থাৎ উক্ত সরবরাহটি সেবা সরবরাহ নয় বরং পণ্য সরবরাহ। পণ্য যদি কেউ উৎপাদকের নিকট থেকে ক্রয় করে কোথাও সরবরাহ প্রদান করে, তাহলে তার এই সরবরাহ



যোগানদার' হিসেবে বিবেচিত হবে এবং ৫ শতাংশ ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে যেহেতু উৎপাদক সরাসরি 'মূসক-১১' চালানপত্রসহ পণ্য সরবরাহ করেছে, সেহেতু এই সরবরাহ 'যোগানদার' সেবা হিসেবে বিবেচিত হবে না। তাই, এই সরবরাহের ওপর ভ্যাট উৎসে কর্তনের আবশ্যিকতা নেই।

**প্রশ্ন-২৫:** একজন ফ্রিল্যান্সার ফটোগ্রাফার আমাদের প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ছবি তোলে। তার দাখিল করা বিলের ভিত্তিতে তাকে মূল্য পরিশোধ করা হয়। এক্ষেত্রে ভ্যাটের বিধান কি? |মোহাম্মদ ওয়াজিউর রহমান, সিনিয়র এ্যাসিস্ট্যান্ট ডাইরেক্টর-ফাইন্যান্স এ্যান্ড এ্যাকাউন্টস, ডি-নেট, ৬/৮, হুমায়ুন রোড, ব্লক-বি, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭।

**উত্তর:** এক্ষেত্রে 'যোগানদার' হিসেবে ৫ শতাংশ হারে ভ্যাট প্রযোজ্য হবে, যা উৎসে কর্তনযোগ্য। সেবাটি 'যোগানদার' সেবা হিসেবে বিবেচিত হবে- 'ফটো নির্মাতা' সেবা হিসেবে বিবেচিত হবে না। কারণ, ফটোনির্মাতার সংজ্ঞায় বলা আছে যে, ফটো প্রস্তুতকরণ বা ফিল্ম প্রক্রিয়াকরণে নিয়োজিত কোন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা। আলোচ্য ক্ষেত্রে যিনি ফটো তুলেন তার কোন ফটো প্রস্তুতকরণ বা প্রক্রিয়াকরণের স্টুডিও বা ল্যাবরেটরি নেই। তিনি অন্য কোন ল্যাবরেটরি থেকে ফটো প্রস্তুত বা প্রক্রিয়াকরণ করে সরবরাহ দিচ্ছেন। তাই, এক্ষেত্রে সরবরাহকারীর সেবাটি 'যোগানদার' সেবা হিসেবে বিবেচিত হবে। কারণ, 'যোগানদার' সেবার সংজ্ঞায় উল্লেখ আছে যে, কোটেশন বা দরপত্র বা অন্যবিধভাবে করযোগ্য পণ্য বা সেবা সরবরাহ করলে সরবরাহকারী 'যোগানদার' হিসেবে বিবেচিত হবে। আলোচ্য ক্ষেত্রে যোগানদার সেবা হিসেবে বিল থেকে ৫ শতাংশ হারে ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে। অবশ্য আপনার প্রতিষ্ঠানটি যদি সরকারী, আধা-সরকারী, স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান, বেসরকারী সংস্থা (এনজিও), ব্যাংক, বীমা বা অন্য কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠান, লিমিটেড কোম্পানী, ১ (এক) কোটি টাকার অধিক বার্ষিক টার্নওভার সম্পন্ন প্রতিষ্ঠান বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোন একটির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়, তাহলেই প্রদত্ত সেবাটি 'যোগানদার' সেবা হিসেবে বিবেচনা করা যাবে।

**প্রশ্ন-২৬:** উৎপাদনস্থল হতে ভ্যাট চালানসহ ফার্মিচার সরবরাহ করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তন করার নিয়ম কি?

**উত্তর:** আমাদের দেশের ভ্যাট ব্যবস্থায় ফার্মিচার একটি সেবা হিসেবে বিবেচিত। এভাবে বিবেচনা করার জন্য আইনে বিধান আছে। ফার্মিচার সেবার ওপর উৎপাদনস্তরে ভ্যাটের হার ৬ শতাংশ এবং বিপণনস্তরে অর্থাৎ শো-রুমে ভ্যাটের হার ৪ শতাংশ। তবে, শো-রুমে ৪ শতাংশ ভ্যাট দিতে হলে এই ফার্মিচারের ওপর উৎপাদন পর্যায়ে ৬ শতাংশ ভ্যাট পরিশোধ করার প্রমাণস্বরূপ 'মূসক-১১' চালানপত্র প্রদর্শন করতে হবে। প্রয়োজনে উৎপাদনস্তরে প্রযোজ্য ভ্যাটের অর্থ সরকারী কোষাগারে জমা দেয়ার প্রমাণস্বরূপ ট্রেজারী চালান উপস্থাপন করা যেতে পারে। শো-রুম থেকে ফার্মিচার সরবরাহের ক্ষেত্রে যদি উৎপাদনস্তরে ৬ শতাংশ ভ্যাট পরিশোধের প্রমাণ উপস্থাপন করা না হয়, তাহলে ৬%+৪% সর্বমোট ১০ শতাংশ হারে ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে।

উৎপাদনস্থল হতে যদি সরাসরি ফার্মিচার সরবরাহ করা হয়, তাহলে এ ক্ষেত্রে ভ্যাটের হার হবে ৬ শতাংশ। তবে, সব দলিলাদি উৎপাদনস্থলের ঠিকানায় হতে হবে। যেমন: মূল্য সংযোজন করণের আওতায় নিবন্ধন, ট্রেড লাইসেন্স, আয়কর সনাক্তকরণ সংখ্যা ইত্যাদি। তাছাড়া, টেন্ডার দাখিলের সময় কোটেশন এবং অন্য সব দলিলাদিতে উৎপাদনস্থলের ঠিকানা থাকলে এই সরবরাহ উৎপাদনস্থল হতে করা হয়েছে বলে বিবেচিত হবে। সরবরাহ যখন উৎপাদনস্থল থেকে করা হয়েছে এবং এর সমর্থনে সব দলিলাদি আছে তখন এখানে ৬ শতাংশ হারে ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে। উল্লেখ্য, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারণ আদেশ নং ০৩/মূসক/২০১৪, তারিখ: ০৫ জুন, ২০১৪ এর অনুচ্ছেদ নং ২(১) অনুসারে যে ৩৭টি সেবার ক্ষেত্রে আবশ্যিকভাবে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে, তার মধ্যে ফার্মিচার রয়েছে। তাই, এক্ষেত্রে ভ্যাট চালানপত্র থাকলেও উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে।

**প্রশ্ন-২৭:** শো-রুম থেকে ভ্যাট চালানপত্র ব্যতীত উৎসে ভ্যাট কর্তনকারীর নিকট ফার্মিচার সরবরাহ করা হয়েছে। এখানে কিভাবে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে?

**উত্তর:** আমাদের দেশের ভ্যাট ব্যবস্থায় ফার্মিচার একটি সেবা হিসেবে বিবেচিত। এভাবে সেবা হিসেবে বিবেচনা করার জন্য আইনে বিধান রয়েছে। ফার্মিচার সেবার ওপর উৎপাদনস্তরে ভ্যাটের হার ৬ শতাংশ এবং বিপণনস্তরে অর্থাৎ শো-রুমে ভ্যাটের হার ৪ শতাংশ। তবে, শো-রুমে ৪ শতাংশ ভ্যাট দিতে হলে এই ফার্মিচারের ওপর উৎপাদন পর্যায়ে ৬ শতাংশ ভ্যাট পরিশোধ করার প্রমাণস্বরূপ 'মূসক-১১' চালানপত্র প্রদর্শন করতে হয়। প্রয়োজনে উৎপাদনস্তরে পরিশোধিত ভ্যাটের অর্থ সরকারী কোষাগারে জমা দেয়ার প্রমাণস্বরূপ ট্রেজারী চালান উপস্থাপন করা যেতে পারে। শো-রুমে যদি উৎপাদন স্তরে ৬ শতাংশ ভ্যাট পরিশোধের প্রমাণ উপস্থাপন করা না হয়, তাহলে শো-রুমে ১০ শতাংশ ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে। অর্থাৎ উৎপাদনস্তরের ৬ শতাংশ ভ্যাট এবং শো-রুমের ৪ শতাংশ ভ্যাট একত্রে পরিশোধ করতে হবে।

আলোচ্য ক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তনকারীর নিকট শো-রুম থেকে ফার্মিচার সরবরাহ করা হয়েছে। কোনো ভ্যাট চালানপত্র প্রদান করা হয়নি। তার অর্থ হলো, এই ফার্মিচারের ওপর উৎপাদন পর্যায়ের ৬ শতাংশ ভ্যাট এবং শো-রুমের ৪ শতাংশ ভ্যাট অপরিশোধিত রয়েছে। তাই, উৎসে ভ্যাট কর্তনকারী বিল পরিশোধের সময় সর্বমোট ১০ শতাংশ ভ্যাট উৎসে কর্তন করবে।

**প্রশ্ন-২৮:** একটি প্রতিষ্ঠান টেন্ডার পাওয়ার পর গাড়ি আমদানি করে একটি সরকারী অফিসে সরবরাহ দিয়েছে। বিল পরিশোধের সময় কিভাবে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে?

**উত্তর:** কোনো প্রতিষ্ঠান যদি টেন্ডারের কার্যাদেশ পাওয়ার পর, ওই কার্যাদেশের বিপরীতে পণ্য সরবরাহ দেয়ার জন্য পণ্য আমদানি করে, তবে আমদানি পর্যায়ে অগ্রীম ট্রেড ভ্যাট (এটিভি) প্রদান করতে হবে না। আমদানি পর্যায়ে পণ্য গুণায়নের সময় টেন্ডার ডকুমেন্ট দাখিল করলে এটিভি আদায় করা হবে না। ওই পণ্য আমদানির পর কোনোরূপ পরিবর্তন বা সংযোজন না করে সরাসরি কার্যাদেশ দানকারী দপ্তরে সরবরাহ প্রদান করতে হবে। সরবরাহ গ্রহীতা প্রতিষ্ঠান বিল পরিশোধের সময় 'যোগানদার' হিসেবে ৫ শতাংশ ভ্যাট উৎসে কর্তন করবে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়

যে, অনেক প্রতিষ্ঠান আমদানির সময় অজ্ঞতার কারণে অথবা দ্রুত শুদ্ধায়ন সম্পন্ন করার প্রয়োজনে আমদানিস্তরে টেন্ডার ডকুমেন্ট দাখিল না করে এটিভি পরিশোধ করে পণ্য খালাস নিয়ে আসে। সরবরাহ পর্যায়ে ভ্যাট উৎসে কর্তনের সময় তারা এই মর্মে আপত্তি উত্থাপন করে যে, আমদানি পর্যায়ে তারা এটিভি পরিশোধ করেছে। এখানে আইনের বিধান হলো, এটিভি যেহেতু ভুলক্রমে পরিশোধ করা হয়েছে, সেহেতু উহা আইনের বিধান পরিপালন করে ফেরৎ নেয়ার জন্য আবেদন করতে হবে। সরবরাহ পর্যায়ে বিল পরিশোধের সময় 'যোগানদার' হিসেবে ৫ শতাংশ ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে।

**প্রশ্ন-২৯:** একটি সরকারী হাসপাতাল টেন্ডারের বিপরীতে যন্ত্রপাতি ক্রয় করেছে। টেন্ডারের শর্ত অনুসারে যন্ত্রপাতি স্থাপন করে দিতে হবে এবং যন্ত্রপাতি এক বছর রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে। এর জন্য আলাদা কোনো অর্থ প্রদান করা হবে না। টেন্ডার মূল্যে সব অন্তর্ভুক্ত আছে। এখানে কিভাবে ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে?

**উত্তর:** কোনো পণ্য টেন্ডারের বিপরীতে সরবরাহ দিলে সাধারণতঃ এ ধরনের সরবরাহ 'যোগানদার' হিসেবে বিবেচিত হয়। যোগানদার সেবার ওপর ভ্যাটের হার ৫ শতাংশ, যা উৎসে কর্তনের বিধান আছে। যোগানদার অর্থ হলো শুধুমাত্র পণ্যটি সরবরাহ দেয়া। সরবরাহ দেয়ার পর যদি স্থাপন করা হয়, তাহলে স্থাপনের কাজটি বাংলাদেশের ভ্যাট ব্যবস্থায় 'নির্মাণ সংস্থা' সেবা হিসেবে সংজ্ঞায়িত। এই সেবার ওপর ভ্যাটের হার ৫.৫ শতাংশ, যা উৎসে কর্তনযোগ্য। যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণ বাংলাদেশের ভ্যাট ব্যবস্থায় 'অন্যান্য বিবিধ সেবা' হিসেবে বিবেচিত। অন্যান্য বিবিধ সেবার ওপর ভ্যাটের হার ১৫ শতাংশ, যা উৎসে কর্তনযোগ্য। টেন্ডার আহ্বানের সময় এভাবে Break-up দিয়ে মূল্য উল্লেখ করতে হয়। মূল্য পরিশোধের সময় সংশ্লিষ্ট সেবার বিপরীতে উল্লিখিত হারে ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হয়। কিন্তু টেন্ডার আহ্বানের সময় এভাবে Break-up না দেয়ায় সাধারণতঃ মূল্য পরিশোধের সময় সমস্যার সৃষ্টি হয়। যাহোক, মূল্য পরিশোধের সময় Break-up দেখিয়ে মূল্য পরিশোধ এবং উৎসে ভ্যাট কর্তন করা যেতে পারে।

**প্রশ্ন-৩০:** একটি প্রতিষ্ঠান ছাপাখানার সেবা গ্রহণ করেছে। বিল পরিশোধের সময় ভ্যাট উৎসে কর্তন করেনি। সমুদয় বিল পরিশোধ করেছে। সেবাদাতার (ছাপাখানা) করণীয় কি?

**উত্তর:** ভ্যাট উৎসে কর্তন না করার জন্য সেবা গ্রহীতা এবং সেবা দাতা উভয়ে সমানভাবে দায়ী হবেন। মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর ধারা-৬ এর উপ-ধারা (৪৬) অনুসারে "উৎসে কর্তনকারী এবং পণ্য বা সেবা সরবরাহকারী, মূল্য সংযোজন করের উৎসে কর্তনযোগ্য পরিমাণের জন্য, যৌথভাবে দায়ী থাকিবেন।" আইনে এরূপ যৌথ দায়িত্ব দেয়ার কারণ হলো, উৎসে কর্তনের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি যদি ভুল করে উৎসে কর্তন না করে, তাহলে সেবা সরবরাহকারী যেন কর্তন করতে বলে। আলাোচ্য ক্ষেত্রে যদি উৎসে কর্তনের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি ভ্যাট উৎসে কর্তন না করে সমুদয় বিল সেবা সরবরাহকারীকে প্রদান করে থাকে, তাহলে সেবা প্রদানকারী ভ্যাটের অর্থ সেবা গ্রহণকারীকে ফেরৎ দেবে এবং সেবা গ্রহণকারী উক্ত অর্থ সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করবে।

**প্রশ্ন-৩১:** র্যাংগ্‌স লিঃ এর নিকট থেকে বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিঃ দুটি গাড়ি ক্রয় করেছে। র্যাংগ্‌স লিঃ 'মূসক-১১' চালান ইস্যু করেছে। এখানে ভ্যাট কর্তন করতে হবে কি-না সে বিষয়ে অনুগ্রহ করে মতামত দিন। [মোঃ হাবিবুর রহমান, ডেপুটি ম্যানেজার, এ্যাকাউন্টস বিভাগ, বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোঃ লিঃ, সদর দপ্তর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।]

**উত্তর:** এক্ষেত্রে ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে না। ভ্যাট উৎসে কর্তন সম্পর্কিত জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারণ আদেশ নং ০৩/মূসক/২০১৪, তারিখ: ০৫ জুন, ২০১৪ এর অনুচ্ছেদ নং-৩(ক)-তে উল্লেখ আছে যে, 'মূসক-১১' চালানপত্র বা 'মূসক-১১' চালানপত্র হিসেবে বিবেচিত কোনো চালানপত্রমূলে উৎপাদক/প্রস্তুতকারক বা ব্যবসায়ীর নিকট থেকে পণ্য সরবরাহ গ্রহণ করা হলে, এবং টার্নওভার কর বা কুটির শিল্পের আওতায় তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে তালিকাভুক্তি নম্বরসম্বলিত ক্যাশমেমোমূলে পণ্য সরবরাহ গ্রহণ করা হলে, উক্ত সরবরাহ 'যোগানদার' সেবা হিসেবে বিবেচিত হবে না বিধায় এরূপ ক্ষেত্রে মূসক উৎসে কর্তনের আবশ্যিকতা নেই। এ ক্ষেত্রে র্যাংগ্‌স লিঃ উৎপাদক বা ব্যবসায়ী এবং 'মূসক-১১' চালানপত্র ইস্যু করেছে। তাই, উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না।

**প্রশ্ন-৩২:** সফটওয়্যার আমদানি করে একটি প্রতিষ্ঠানে সরবরাহ দেয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তনের নিয়ম কি? [পল রুয়েল হালদার, উত্তরা, ঢাকা।]

**উত্তর:** টেন্ডারের বিপরীতে সরবরাহ দেয়ার জন্য কোনো পণ্য যদি আমদানি করা হয়, তাহলে নিয়ম হলো, আমদানিস্তরে টেন্ডার ডকুমেন্ট দাখিল করতে হবে। আমদানিস্তরে টেন্ডার ডকুমেন্ট দাখিল করা হলে ৪ শতাংশ অগ্রীম ভ্যাট (এটিভি) আদায় করা হবে না। এই পণ্য সরবরাহ প্রদান করা হলে বিল পরিশোধের সময় 'যোগানদার' হিসাবে ৫ শতাংশ ভ্যাট উৎসে কর্তন করা হবে। অনেকে আমদানি পর্যায়ে টেন্ডার ডকুমেন্ট দাখিল না করার ফলে ৪ শতাংশ এটিভি আদায় করা হয়। পরবর্তীতে সরবরাহ পর্যায়ে 'যোগানদার' হিসাবে ৫ শতাংশ ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে গেলে আপত্তি উত্থাপন করে। এরূপ ক্ষেত্রে আমদানি পর্যায়ে পরিশোধিত ৪ শতাংশ এটিভি রিফান্ড নেয়ার জন্য আবেদন করতে হবে। সরবরাহ পর্যায়ে 'যোগানদার' হিসাবে ৫ শতাংশ ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে। এখানে উল্লেখ্য যে, সফটওয়্যার আমদানি এবং উৎপাদন পর্যায়ে ভ্যাটমুক্ত। তবে, ব্যবসায়ী পর্যায়ে এবং সরবরাহ পর্যায়ে (যোগানদার) ভ্যাট আরোপিত হবে।

**প্রশ্ন-৩৩:** সর্বমোট কত টাকার ক্রয়ের ক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হয় না?

**উত্তর:** ভ্যাটের ক্ষেত্রে এরূপ কোন সর্বনিম্ন স্ল্যাব নেই। ভ্যাটের ক্ষেত্রে যারা উৎসে ভ্যাট কর্তনকারী কর্তৃপক্ষ তারা তাদের যেকোন মূল্যের ক্রয়ের ওপর প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তন করবে। আয়কর উৎসে কর্তন সংক্রান্ত বিধি-বিধানে এরূপ সর্বনিম্ন স্ল্যাব আছে বলে জানি। ওই বিধান থেকে অনেকের মনে ধারণা জন্মেছে যে, ভ্যাটের ক্ষেত্রেও মনে হয় উৎসে ভ্যাট কর্তনের কোন সর্বনিম্ন স্ল্যাব আছে। আসলে উৎসে ভ্যাট কর্তনের কোন সর্বনিম্ন স্ল্যাব নেই।

**প্রশ্ন-৩৪:** যিনি ভ্যাট উৎসে কর্তন করেন, তিনি কিভাবে দাখিলপত্রে উহা প্রদর্শন করবেন?

**উত্তর:** জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারণ আদেশ নং ০৩/মূসক/২০১৪, তারিখ: ০৫ জুন, ২০১৪ এর অনুচ্ছেদ নং-৪ এ উৎসে ভ্যাট কর্তনকারীর করণীয় বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ আছে। উৎসে ভ্যাট কর্তনকারী যদি দাখিলপত্র জমা দিয়ে থাকেন, তাহলে তার দাখিলপত্রের ৫ এবং ১৬ নং ক্রমিক উৎসে কর্তিত অর্থের পরিমাণ উল্লেখ করবেন।

**প্রশ্ন-৩৫:** স্থানীয় বাজার থেকে উপকরণ ক্রয়ের ক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে কি-না সে বিষয়ে অনুগ্রহ করে মতামত দিন।

**উত্তর:** কোন ক্রয়ের ওপর উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে কি-না তা নির্ধারণের জন্য উৎসে ভ্যাট কর্তন সংক্রান্ত নিয়ম-কানুন বিবেচনায় আনতে হবে। উপকরণ ক্রয় করা হয়েছে কি-না, স্থানীয় বাজার থেকে ক্রয় করা হয়েছে কি-না, তা ভ্যাট উৎসে কর্তন সংক্রান্ত প্রধান বিবেচনার বিষয় নয়। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারণ আদেশ নং ০৩/মূসক/২০১৪, তারিখ: ০৫ জুন, ২০১৪ এর অনুচ্ছেদ নং-২ এ বর্ণিত তালিকায় উল্লিখিত ৩৬টি (পৃঃ ৭২১) সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে সেবা গ্রহণকারী যদি উৎসে ভ্যাট কর্তনকারী কর্তৃপক্ষ হয়, তাহলে উক্ত তালিকায় বর্ণিত হারে ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে। কোন কোন প্রতিষ্ঠান উৎসে ভ্যাট কর্তনকারী কর্তৃপক্ষ তা উক্ত আদেশের প্রথম অনুচ্ছেদে উল্লেখ আছে। কোন কোন ক্রয়ের ক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না, তা উক্ত আদেশের অনুচ্ছেদ নং-৩ এ বর্ণিত আছে। উক্ত বর্ণনা অনুসারে ‘মূসক-১১’ চালানপত্র বা ‘মূসক-১১’ চালানপত্র হিসেবে বিবেচিত কোনো চালানপত্রমূলে উৎপাদক/প্রস্তুতকারক বা ব্যবসায়ীর নিকট থেকে পণ্য সরবরাহ গ্রহণ করা হলে, এবং টার্নওভার কর বা কুটির শিল্পের আওতায় তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে তালিকাভুক্তি নম্বরসম্বলিত ক্যাশমেমো-মূলে পণ্য সরবরাহ গ্রহণ করা হলে, ওই সরবরাহ ‘যোগানদার’ হিসাবে বিবেচিত হবে না বিধায় এরূপ ক্ষেত্রে ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে না। আলোচ্য ক্ষেত্রে বর্ণিত প্রতিষ্ঠানটি উৎসে ভ্যাট কর্তনের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান হলেও যদি ক্রয়ের বিপরীতে ‘মূসক-১১’ চালানপত্র থাকে, তাহলে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না।

**প্রশ্ন-৩৬:** একটি প্রতিষ্ঠান ভ্যাট অব্যাহতিপ্রাপ্ত পণ্য উৎপাদন করে। প্রতিষ্ঠানটি যদি টেন্ডারের বিপরীতে কোনো উৎসে ভ্যাট কর্তনের দায়িত্বপ্রাপ্ত দপ্তরে ওই পণ্য সরবরাহ প্রদান করে, তাহলে ওই সরবরাহের ওপর উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে কি-না সে বিষয়ে অনুগ্রহ করে মতামত দিন?

**উত্তর:** আলোচ্য ক্ষেত্রে যে পণ্যটি সরবরাহ দেয়া হয়েছে তা ভ্যাট অব্যাহতিপ্রাপ্ত। প্রতিষ্ঠানটি ভ্যাট চালান প্রদান করেছে কি-না তা উল্লেখ করা হয়নি। এখানে স্মরণে রাখা প্রয়োজন যে, যদি কোনো উৎপাদনকারী একই অঙ্গনে ভ্যাটযোগ্য এবং ভ্যাটমুক্ত উভয় প্রকারের পণ্য উৎপাদন করে, তাহলে উক্ত প্রতিষ্ঠানকে ভ্যাটযোগ্য এবং ভ্যাটমুক্ত উভয় প্রকার পণ্যের জন্য ভ্যাট চালান ইস্যু করতে হবে। ভ্যাট চালান ইস্যু করে কোনো উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান পণ্য সরবরাহ দিলে ওই সরবরাহ ‘যোগানদার’ হিসেবে বিবেচিত হবে না তা জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারণ আদেশ নং ০৩/মূসক/২০১৪, তারিখ: ০৫ জুন, ২০১৪ এর অনুচ্ছেদ নং-৩(ক)-এ উল্লেখ আছে। আবার, কোনো উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান যদি কোনো অঙ্গনে শুধু ভ্যাট অব্যাহতিপ্রাপ্ত পণ্য উৎপাদন করে, তাহলে তার ভ্যাট সংক্রান্ত কোনো নিয়ম-কানুন পালন করতে হয় না। অর্থাৎ তার ভ্যাট চালানপত্র ইস্যু করার প্রয়োজন নেই। বর্তমান বিধান হলো, যে পণ্যকে মূল্য সংযোজন কর আইনের প্রথম তফসিলের মাধ্যমে ভ্যাট অব্যাহতি দেয়া হয়েছে, সে পণ্য সরবরাহ দিলে ওই সরবরাহ যোগানদার হিসেবে বিবেচিত হবে না বিধায় উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারণ আদেশ নং ০৩/মূসক/২০১৪, তারিখ: ০৫ জুন, ২০১৪ এর অনুচ্ছেদ নং-২(২) এর শেষাংশ দেখুন (পৃঃ ৭২১)। আলোচ্য পণ্যটি যদি ভ্যাট আইনের প্রথম তফসিল দ্বারা ভ্যাট অব্যাহতিপ্রাপ্ত হয়ে থাকে, তাহলে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না। আর যদি কোন এস,আর,ও দ্বারা ভ্যাট অব্যাহতিপ্রাপ্ত হয়ে থাকে, তাহলে যোগানদার হিসেবে ৫ শতাংশ হারে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে।

**প্রশ্ন-৩৭:** একটি সেবা গ্রহণের বিপরীতে আংশিক মূল্য পাওয়া গেছে। এখানে ভ্যাট উৎসে কর্তনের বিধান কি?

**উত্তর:** মূল্য সংযোজন কর আইনের ধারা-৬ এর উপ-ধারা (৩) অনুসারে আংশিক মূল্য পাওয়া গেলে পূর্ণ মূল্যের উপর ভ্যাট পরিশোধ করতে হয়। আইনে এরূপ বিধান থাকলেও বাস্তবে যেটুকু মূল্য পাওয়া যায়, সেটুকু মূল্যের ওপর ভ্যাট উৎসে কর্তন করা হয়। যেমন: নির্মাণ কাজের বেলায় বিল আংশিক দাখিল করা হয়। আংশিক বিল পরিশোধের সময় ওই আংশিক বিলের উপর যে ভ্যাট প্রদেয় হবে, তা উৎসে কর্তন করা হয়।

**প্রশ্ন-৩৮:** উৎসে ভ্যাট কর্তন করার ক্ষেত্রে সব সরবরাহকারী ‘মূসক-১২খ’ ফরমে প্রত্যয়নপত্র চায় না। কারণ কি?

**উত্তর:** প্রত্যয়নপত্র ইস্যু করা উৎসে কর্তনকারীর দায়িত্ব। সরবরাহ প্রদানকারী প্রত্যয়নপত্র না চাইলেও সরবরাহগ্রহীতা প্রত্যয়নপত্র ইস্যু ও জারী করবে। প্রত্যয়নপত্র না থাকলে সেবা প্রদানকারী উৎসে কর্তিত অর্থ তার দাখিলপত্রে সমন্বয় করতে পারে না। অনেকে এ বিধান জানা না থাকার কারণে দাখিলপত্রে সমন্বয় করে না। তাই, তারা প্রত্যয়নপত্র চায় না।

**প্রশ্ন-৩৯:** খাবার সরবরাহ নিলে কত পার্সেন্ট ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে?

**উত্তর:** ১৫ শতাংশ ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে। খাবার সরবরাহ নেয়া অর্থ ক্যাটারিং-এর সেবা নেয়া। অনেকে ভুল করে এই সেবাকে রেস্তোরাঁ সেবা হিসেবে মনে করে থাকে। আবার, অনেকে যোগানদার হিসেবে ৫ শতাংশ হারে উৎসে ভ্যাট কর্তন করে থাকে। ইহা সঠিক নয়। কোথাও যেয়ে খাবার খেয়ে আসলে বা খাবার কিনে আনলে ওই সেবা রেস্তোরাঁ সেবা হিসেবে বিবেচিত হবে। বর্তমানে আমাদের দেশে এসি রেস্তোরাঁর ওপর ভ্যাটের হার ১৫ শতাংশ, আর নন-এসি রেস্তোরাঁর ওপর ভ্যাটের হার ৬ শতাংশ। এক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তনের বিধান নেই। কিন্তু কেউ খাবার সরবরাহ দিয়ে গেলে এই সেবা ক্যাটারিং সেবা হিসেবে বিবেচিত হবে। ক্যাটারিং সেবার ওপর ভ্যাটের হার ১৫ শতাংশ, যা উৎসে কর্তনযোগ্য।

**প্রশ্ন-৪০:** শো-রুম থেকে গাড়ী বিক্রি করলে বর্তমানে উৎসে ভ্যাট কর্তনের বিধান কি?

**উত্তর:** শো-রুম থেকে গাড়ী বিক্রির কাজটি আমাদের দেশের ভ্যাট ব্যবস্থায় ট্রেডিং হিসেবে বিবেচিত। তাই, বিক্রয়তাকে ট্রেড ভ্যাট-এর যে কোন একটি পদ্ধতিতে থাকতে হবে। ট্রেড ভ্যাট এর ক্ষেত্রে বর্তমানে তিনটি পদ্ধতি রয়েছে। ১. স্ট্যাভার্ড ট্রেড ভ্যাট পদ্ধতি; ২. চার শতাংশ (৪%) হারে

ট্রেড ভ্যাট প্রদান পদ্ধতি; এবং ৩. প্যাকেজ ভ্যাট পদ্ধতি। ব্যবসায়ী পর্যায়ে ভ্যাট প্রদান সংক্রান্ত অধ্যায়ে এ বিষয়টি বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে (অধ্যায় ৫, পৃঃ ৪৫৫ অনুগ্রহ করে দেখুন)। গাড়ি বিক্রোতা প্যাকেজ ভ্যাট প্রদানের সুবিধা পাবে না। কারণ, প্যাকেজ ভ্যাট সুবিধা পায় ছোট ছোট দোকানদার। তাই, গাড়ি বিক্রোতাকে প্রথম দুটি পদ্ধতির মধ্যে যে কোন একটি পদ্ধতি বেছে নিতে হবে। প্রথম দুটি পদ্ধতিতেই গাড়ি বিক্রোতা ‘মূসক-১১’ চালানপত্র ইস্যু করে গাড়ি সরবরাহ করবে। সরবরাহ গ্রহীতা উৎসে ভ্যাট কর্তন করবে না। উৎপাদক এবং ব্যবসায়ী ‘মূসক-১১’ চালানপত্রসহ পণ্য সরবরাহ প্রদান করলে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হয় না।

**প্রশ্ন-৪১:** একটি প্রতিষ্ঠান স্থানীয়ভাবে ক্রয় করে। তবে, নিজে মূল্য পরিশোধ করে না। প্রতিষ্ঠানটি বিক্রোতাকে লোকাল এলসি প্রদান করে। বিক্রোতা পণ্য সরবরাহের পর এলসি’র নিয়ম অনুসারে ব্যাংকের মাধ্যমে মূল্য পরিশোধ করা হয়। এখানে উৎসে ভ্যাট কর্তন করার বিধান কি? উত্তর: ব্যাংক মূল্য পরিশোধের সময় উৎসে ভ্যাট কর্তন করবে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের উৎসে ভ্যাট কর্তন সংক্রান্ত সাধারণ আদেশ নং ০৩/মূসক/২০১৪, তারিখ: ০৫ জুন, ২০১৪ এর অনুচ্ছেদ ০২ এর উপানুচ্ছেদ (৬)-এ উহা বর্ণিত আছে।

**প্রশ্ন-৪২:** বাণিজ্যিক পণ্য (মডেম) ‘মূসক-১১’ চালানসহ কোন প্রতিষ্ঠানের নিকট বিক্রি করা হয়েছে। সরবরাহ গ্রহীতা প্রতিষ্ঠান যোগানদার হিসেবে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে চায়। এক্ষেত্রে সঠিক বিধান কি? উত্তর: এক্ষেত্রে ব্যবসায়ী কর্তৃক ‘মূসক-১১’ চালানপত্র ইস্যু করে মডেম বিক্রি করা হয়েছে। আমরা জানি যে, উৎপাদক বা ব্যবসায়ী ভ্যাট চালানসহ পণ্য বিক্রি করলে ওই সরবরাহ যোগানদার সেবা হিসেবে বিবেচিত হয় না। তাই, আলোচ্য ক্ষেত্রে সরবরাহগ্রহীতা উৎসে ভ্যাট কর্তন করবে না।

**প্রশ্ন-৪৩:** কোন প্রতিষ্ঠানে আনসার বা ভিডিপি নিয়োগ করা হলে বিল পরিশোধের সময় ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে কি? উত্তর: আনসার ও ভিডিপি যে প্রতিষ্ঠান সরবরাহ করে সে প্রতিষ্ঠান ‘সিকিউরিটি সার্ভিস’ বা ‘মানবসম্পদ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান’ হিসেবে নিবন্ধিত নয়। ইহা একটি সম্পূর্ণ সরকারী, আধা-সামরিক সংস্থা। তবে, ভ্যাট আইনের বিধান অনুসারে, সেবাটি উক্ত যে কোন একটি সেবার ব্যাখ্যার আওতা পড়বে। উক্ত দুটির সেবার ক্ষেত্রে ভ্যাটের হার ১৫ শতাংশ। দুটি সেবার ক্ষেত্রেই বাধ্যতামূলকভাবে উৎসে ভ্যাট কর্তন করার বিধান রয়েছে। তাই, এক্ষেত্রে ১৫ শতাংশ হারে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে।

**প্রশ্ন-৪৪:** পণ্য আমদানি হয়েছে বিদেশ থেকে। রপ্তানিকারক ডকুমেন্ট প্রেরণ করেছেন। ডকুমেন্টে ডিসক্রিপশ্যি আছে। এলসিতে শর্ত ছিল যে, ডকুমেন্টে ডিসক্রিপশ্যি থাকলে ৩০ মাঃডঃ কর্তন করা হবে। এখন ৩০ মাঃডঃ কর্তন করা হয়েছে। এই কর্তনের নাম ডিসক্রিপশ্যি ফি। প্রশ্ন হলো এই ডিসক্রিপশ্যি ফি’র ওপর মূসক প্রদান করতে হবে কি-না? প্রদান করতে হলে কে প্রদান করবে? উত্তর: সেবার কোড এস০৫৬.০০ (ব্যাংকিং ও নন-ব্যাংকিং সেবা প্রদানকারী) অনুসারে ডিসক্রিপশ্যি ফি’র ওপর ভ্যাট প্রদান করতে হবে। কারণ, এই ফি আদায় ও গ্রহণ করেছে ব্যাংক। ভ্যাট আইন অনুসারে যিনি ফি প্রদান করবেন তিনিই ভ্যাট প্রদান করবেন। এখানে সেবা প্রদানকারী হলো ব্যাংক। আর সেবা গ্রহণকারী ও সেবার মূল্য বা ফি পরিশোধকারী হলো রপ্তানিকারক। তাই, ভ্যাট প্রদান করার দায়িত্ব রপ্তানিকারকের ওপর বর্তায়। ফি’র সাথে ভ্যাট কর্তন করে রাখা যায়। অথবা ফি যদি ভ্যাট-অন্তর্ভুক্ত (VAT-Inclusive) হয়ে থাকে, তাহলে ফি’র পরিমাণকে ৭.৬৬৬ দিয়ে ভাগ করলে ১৫ শতাংশ ভ্যাটের পরিমাণ পাওয়া যাবে। ফি থেকে ভ্যাটের পরিমাণ বিয়োগ করে ভ্যাট সরকারী কোষাগারে জমা দেয়া যায়। আর ফি ব্যাংক গ্রহণ করতে পারে।

**প্রশ্ন-৪৫:** একটি প্রতিষ্ঠান বিএসআরএম থেকে রড কিনে ‘মূসক-১১’ চালানসহ সরাসরি যাত্রাবাড়ি ফ্লাইওভার নির্মাণকারী কন্ট্রাক্টরকে সরবরাহ করে। কন্ট্রাক্টর প্রতিষ্ঠান উৎসে ভ্যাট কর্তন করবে কি-না সে বিষয়ে অনুগ্রহ করে মতামত দিন। উত্তর: বিএসআরএম ‘মূসক-১১’ চালান দিবে। রড ক্রেতা একজন ব্যবসায়ী। ব্যবসায়ীর ক্ষেত্রে ভ্যাট প্রদানের যে কোন পদ্ধতিতে তিনি ভ্যাট প্রদান করতে পারেন। ব্যবসায়ীর ক্ষেত্রে ভ্যাট প্রদানের পদ্ধতিগুলো জানতে অনুগ্রহ করে (অধ্যায় ৫, পৃঃ ৪৫৫ দেখুন)। তবে, আলোচ্য ক্রেতার জন্য স্ট্যান্ডার্ড ভ্যাট পদ্ধতি সুবিধাজনক। তিনি ক্রয়কৃত রডের ওপর মূল্য সংযোজন করে, মূল্য ঘোষণা দিয়ে, ঘোষিত মূল্যের ওপর ১৫ শতাংশ ভ্যাট পরিশোধ করবেন। পূর্বে প্রদত্ত ভ্যাট রেয়াত নেবেন। তিনি ‘মূসক-১১’ চালান ইস্যু করে কন্ট্রাক্টরকে রড সরবরাহ করবেন। কন্ট্রাক্টর উৎসে ভ্যাট কর্তন করবে না। অথবা তিনি ৪ শতাংশ হারে ব্যবসায়ী পর্যায়ের ভ্যাট প্রদান করে ‘মূসক-১১’ চালানসহ কন্ট্রাক্টরকে রড সরবরাহ করতে পারেন। সেক্ষেত্রেও কন্ট্রাক্টর উৎসে ভ্যাট কর্তন করবে না। তবে, এক্ষেত্রে রড সরবরাহকারী উপকরণ কর রেয়াত গ্রহণ করতে পারবেন না। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের উৎসে ভ্যাট কর্তন সংক্রান্ত সাধারণ আদেশ নং ০৩/মূসক/২০১৪, তারিখ: ০৫ জুন, ২০১৪ এর অনুচ্ছেদ ৩ এর উপানুচ্ছেদ (ক) অনুসারে (পৃঃ ৭২১) কোন ব্যবসায়ী ‘মূসক-১১’ চালানপত্রসহ পণ্য সরবরাহ প্রদান করলে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না।

**প্রশ্ন-৪৬:** কোন প্রতিষ্ঠানে ‘মূসক-১১’ চালান ইস্যু করে অব্যাহতিপ্রাপ্ত পণ্য সরবরাহ দেয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তন করার বিধান কি? উত্তর: যদি কোন অঙ্গনে শুধুমাত্র ভ্যাট অব্যাহতিপ্রাপ্ত পণ্য উৎপাদন করা হয়, তাহলে উক্ত প্রতিষ্ঠানের ভ্যাট সংক্রান্ত কোন নিয়ম-কানুন পরিপালন করতে হবে না। এরূপ প্রতিষ্ঠান ‘মূসক-১১’ চালান ইস্যু করবে না। যদি পণ্যটি ভ্যাট আইনের প্রথম তফসিল দ্বারা ভ্যাট অব্যাহতি দেয়া হয়, তাহলে যোগানদার হিসেবে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না। আর যদি এস,আর,ও দ্বারা ভ্যাট অব্যাহতি দেয়া হয়, তাহলে যোগানদার হিসেবে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে। যদি কোন অঙ্গনে ভ্যাটযোগ্য এবং ভ্যাট অব্যাহতিপ্রাপ্ত উভয় পণ্য প্রস্তুত করা হয়, তাহলে দু ধরনের পণ্যই ‘মূসক-১১’ চালান ইস্যু করে সরবরাহ করতে হবে। সেক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তন সংক্রান্ত জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারণ আদেশ নং ০৩/মূসক/২০১৪, তারিখ: ০৫ জুন, ২০১৪ এর অনুচ্ছেদ নং ৩ এর উপানুচ্ছেদ নং (ক) অনুসারে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না (পৃঃ ৭২১)।

**প্রশ্ন-৪৭:** টেভারের মাধ্যমে সিমেন্ট বিক্রি হচ্ছে ২৫০ টাকা ব্যাগ। এর মূল্য অনুমোদন আছে ২৩৫ টাকা ব্যাগ। কোন মূল্যের ওপর উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে?

**উত্তর:** ‘মূসক-১১’ চালানপত্র ইস্যু করা হলে এখানে উৎসে ভ্যাট কর্তন করার প্রয়োজন নেই। কারণ, উৎপাদনকারী ‘মূসক-১১’ চালানপত্রের মাধ্যমে বিক্রি করলে তিনি যোগানদার হিসেবে বিবেচিত হবেন না। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারণ আদেশ নং ০৩/মূসক/২০১৪, তারিখ: ০৫ জুন, ২০১৪ এর অনুচ্ছেদ নং ৩(ক)-তে ইহা উল্লেখ আছে। তবে, অনুমোদিত মূল্যের চেয়ে কম বা বেশি মূল্যে যদি টেন্ডার পাওয়া যায় তাহলে তা ভ্যাটের সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কর্মকর্তাকে অবহিত করতে হবে এবং টেন্ডারে উল্লিখিত পরিমাণ পণ্য টেন্ডার মূল্যে ভ্যাট চালান ইস্যু করে সরবরাহ দিতে হবে। ওপরের বিধান অনুসারে সেক্ষেত্রেও উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না।

**প্রশ্ন-৪৮:** আমাদের প্রতিষ্ঠান সিরামিক সামগ্রী প্রস্তুত করে। ‘মূসক-১১’ চালানপত্রসহ একটি প্রতিষ্ঠানে সিরামিক সামগ্রী সরবরাহ দেয়া হয়েছে। উক্ত সরবরাহের ওপর উৎসে ভ্যাট কর্তন হবে কি-না এবং যদি কর্তন হয়, তাহলে রেয়াত পাওয়া যাবে কি-না সে বিষয়ে অনুগ্রহ করে মতামত দিন? [আশরাফুল হক, এ্যাসিস্টেন্ট ম্যানেজার (ভ্যাট), শাইনপুকুর সিরামিকস লিঃ, বেঙ্গিমকো ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, কাশিমপুর, গাজীপুর।]

**উত্তর:** জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারণ আদেশ নং ০৩/মূসক/২০১৪, তারিখ: ০৫ জুন, ২০১৪ এর অনুচ্ছেদ নং-৩ এর উপানুচ্ছেদ নং-(ক) তে উল্লেখ আছে যে, ‘মূসক-১১’ চালানপত্র বা ‘মূসক-১১’ চালানপত্র হিসেবে বিবেচিত কোনো চালানপত্রমূলে উৎপাদক/প্রস্তুতকারক বা ব্যবসায়ীর নিকট থেকে পণ্য সরবরাহ গ্রহণ করা হলে, এবং টার্নওভার কর বা কুটির শিল্পের আওতায় তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে তালিকাভুক্তি নম্বরসম্বলিত ক্যাশমেমোমূলে পণ্য সরবরাহ গ্রহণ করা হলে, উক্ত সরবরাহ ‘যোগানদার’ হিসেবে বিবেচিত হবে না বিধায় এরূপ ক্ষেত্রে মূসক উৎসে কর্তনের আবশ্যিকতা নেই। যেহেতু আপনার প্রতিষ্ঠান একটি উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান এবং ‘মূসক-১১’ চালানপত্রসহ পণ্য সরবরাহ করেছে, সেহেতু এক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না। উৎসে ভ্যাট কর্তন এবং রেয়াত দুটি আলাদা বিষয়। রেয়াতের সুনির্দিষ্ট বিধি-বিধান রয়েছে। এখানে রেয়াত বলতে আপনি যদি উৎসে কর্তিত অর্থ সমন্বয় করাকে বুঝিয়ে থাকেন, তাহলে আমার অভিমত হলো, যেহেতু এখানে উৎসে কর্তনের সুযোগ নেই; সেহেতু সমন্বয় করারও কোনো সুযোগ নেই। যদি উৎসে কর্তন করা হয়ে থাকে, তাহলে তা ভুল হয়েছে। ভুলক্রমে সরকারী খাতে অর্থ জমা হলে রিফান্ড নেয়ার বিধান রয়েছে।

**প্রশ্ন-৪৯:** একটি প্রতিষ্ঠানের কম্পিউটার মেরামত করা হয়েছে। ৫০০ টাকার স্পেয়ার পার্টস এবং ৫০০ টাকা সার্ভিস চার্জ সর্বমোট ১০০০ টাকার বিল দাখিল করা হয়েছে। এক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তনের বিধান কি? [রাফিকুল হোসেন, এক্সিকিউটিভ, ডেল্টা-ব্র্যাক হাউজিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন লিঃ, গুলশান-২, ঢাকা।]

**উত্তর:** এক্ষেত্রে স্পেয়ার পার্টস-এর বিলের ওপর থেকে “যোগানদার” হিসেবে ৫ শতাংশ হারে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে এবং সার্ভিস চার্জের বিলের ওপর থেকে “তথ্য-প্রযুক্তি নির্ভর সেবা” হিসেবে ৪.৫ শতাংশ হারে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে। এখানে দুটি বিষয় রয়েছে। একটি হলো স্পেয়ার পার্টস সরবরাহ; আর একটি হলো কম্পিউটার মেরামত বা সার্ভিস প্রদান। ভ্যাট চালান বা বিলে এ দুটি বিষয় আলাদা করে উল্লেখ করতে হয়। স্পেয়ার পার্টস সরবরাহ করার বিষয়টি ট্রেড ভ্যাটের আওতাধীন। ট্রেড ভ্যাট সংক্রান্ত বিধিবিধান বিস্তারিতভাবে জানতে (অধ্যায় ৫) পৃঃ ৪৫৫ দেখুন। এরূপক্ষেত্রে অর্থাৎ কোন স্পেয়ার পার্টস আমদানি বা ক্রয় করে সরবরাহ দেয়ার ক্ষেত্রে সাধারণত যোগানদার হিসেবে ৫ শতাংশ হারে ভ্যাট উৎসে কর্তনের আবশ্যিকতা থাকে। অন্যদিকে, কম্পিউটার মেরামত বা সার্ভিসিং এর কাজ “তথ্য-প্রযুক্তি নির্ভর সেবা”র আওতায় সংজ্ঞায়িত হবে। উক্ত সেবার সংজ্ঞার মধ্যে একটি Clause আছে যা হলো - IT Support and Software Maintenance Service. কম্পিউটার মেরামত করা বা কম্পিউটার সার্ভিসিং করানো IT Support Service এর আওতায় পড়ে। উক্ত সেবার ক্ষেত্রে সংকূচিত ভিত্তিমূল্যে ভ্যাটের হার ৪.৫ শতাংশ, যা উৎসে কর্তনযোগ্য। অতএব এক্ষেত্রে ৪.৫ শতাংশ হারে ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে।

**প্রশ্ন-৫০:** এবারের বাজেটে বিধান করা হয়েছে যে, বার্ষিক এক কোটি টাকার অধিক বার্ষিক টার্নওভারযুক্ত প্রতিষ্ঠানকে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে। আমরা জানি যে, বাজেট ঘোষণার তারিখ থেকে অর্থাৎ ০৪ জুন, ২০১৫ তারিখ থেকে এই বিধান কার্যকর হয়েছে। প্রশ্ন হলো, টার্নওভার কি ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে। পূর্বের বছরের ভিত্তিতে, নাকি বর্তমান বছরের অনুমানের ভিত্তিতে, নাকি বর্তমান বছরে যখন এক কোটি টাকা টার্নওভার অতিক্রম করবে তখন থেকে নির্ধারিত হবে।

**উত্তর:** এস. আর. ও নং-১১৮-আইন/২০১৫/৭২৪-মূসক, তারিখ: ০৪ জুন, ২০১৫ এর বিধান অনুসারে, বার্ষিক এক কোটি টাকার অধিক টার্নওভারযুক্ত প্রতিষ্ঠানকে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে। উক্ত এস. আর. ও এর বিধান ০৪ জুন, ২০১৫ তারিখ থেকেই কার্যকর হয়েছে। বার্ষিক টার্নওভার বলতে এক বছরে সরবরাহকৃত পণ্য বা সেবা থেকে প্রাপ্য বা প্রাপ্ত সমুদয় অর্থকে বুঝায়। বছর বলতে আমরা অর্থবছর অর্থাৎ ১ জুলাই থেকে শুরু করে পরবর্তী বছরের ৩০ জুন পর্যন্ত বুঝিয়ে থাকি। প্রশ্ন হলো, ০৪ জুন তারিখ থেকে কোন প্রতিষ্ঠান উৎসে ভ্যাট কর্তনের যোগ্য কি-না তা বিবেচনার জন্য প্রতিষ্ঠানটির বার্ষিক টার্নওভার কিভাবে নির্ধারণ করতে হবে। যেসব প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক টার্নওভার এক কোটি টাকার চেয়ে অনেক বেশি সেসব প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে কোন সমস্যা নেই। যেসব প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক টার্নওভার এক কোটি টাকার কাছাকাছি সেসব প্রতিষ্ঠান বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অবকাশ রয়েছে।

কয়েকভাবে বিষয়টি নিষ্পন্ন করার অবকাশ রয়েছে, যেমন: পূর্বের বছরের টার্নওভার, বর্তমান বছরের টার্নওভার, আগামী বছরের অনুমিত টার্নওভার ইত্যাদি। তবে, আমার মতে বর্তমান বছরের টার্নওভারের ভিত্তিতে বিষয়টি নিষ্পত্তি করাই শ্রেয়। কারণ হলো, ৪ জুন, ২০১৫ তারিখে বর্তমান অর্থবছরের ১১ মাসের বেশি সময় অতিবাহিত হয়েছে। এক কোটি টাকার ১২ ভাগের ১১ ভাগ হলো ৯১ লাখ ৬৬ হাজার ৬৬৬ টাকা মাত্র। ৩ দিনের টার্নওভার দাঁড়ায় ৮২ হাজার ১ শত ৯১ টাকা মাত্র। অর্থাৎ বছরে এক কোটি টাকা হিসেবে জুন মাসের ৩ তারিখ পর্যন্ত সর্বমোট টার্নওভার দাঁড়ায় ৯২ লক্ষ ৪৮ হাজার ৪ শত ৫৭ টাকা মাত্র।

তাই, আমার মতে যেসব প্রতিষ্ঠানের টার্নওভার বর্তমান অর্থবছরের ৩ জুন তারিখ পর্যন্ত ৯২ লক্ষ ৪৮ হাজার ৪ শত ৫৭ টাকার বেশি হয়েছে সেসব প্রতিষ্ঠানকে ৪ জুন তারিখ থেকেই উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে।

## ০২. নির্মাণ সংস্থা সেবার ক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তন

**প্রশ্ন-৫১:** আমরা প্রি-ফ্যাব্রিকেটেড স্টীল বিল্ডিং প্রস্তুত ও স্থাপনের কাজ করি। সাধারণত: আমরা ওয়ার্ক অর্ডার বা চুক্তির মাধ্যমে কাজ নিয়ে থাকি। প্রি-ফ্যাব্রিকেটেড স্টীল বিল্ডিং প্রস্তুত করতে সাধারণত: এমএস প্লেট, পার্লিন, প্যানেল, নাট-বোল্ট-স্ক্রু, ইনসুলেশন, স্কাই লাইট, ওয়াল লাইট ইত্যাদি প্রয়োজন হয়। আমরা এগুলো প্রস্তুত করি। প্রস্তুত করার পর আমরা নির্ধারিত স্থানে নিয়ে বিল্ডিং তৈরি করে দিই। ওয়ার্ক অর্ডারে শুধু সর্বমোট মূল্য উল্লেখ থাকে। আমাদের কাজের অংশ হলো বিল্ডিং এর ড্রয়িং করা, উপাদানগুলো পরিবহন ও সরবরাহ করা এবং বিল্ডিং প্রস্তুত করা (ইরেকশন)। আমাদের ওই পণ্যগুলোর মূল্য ঘোষণা দেয়া আছে। ঘোষণা অনুযায়ী আমরা ভ্যাট চালান ইস্যু করে, চলতি হিসাব রেজিস্টারে ভ্যাট বিয়োগ করে পণ্যগুলো পরিবহন করে নিয়ে যায়। ধরা যাক, আমাদের সরবরাহ মূল্য ৫০ লাখ টাকা। এর ওপর আমরা উৎপাদন পর্যায়ে অনুমোদিত মূল্য ঘোষণা অনুযায়ী ১৫ শতাংশ হারে ভ্যাট পরিশোধ করি। কিন্তু আমাদের ওয়ার্ক অর্ডারে সর্বমোট মূল্য ৮০ লক্ষ টাকা। কারণ, ওয়ার্ক অর্ডারে নির্মিত বিল্ডিং-এর সর্বমোট মূল্য ধরা হয়। আমাদের পেমেণ্ট দেয়ার সময় ক্রায়েরা ৫.৫ শতাংশ হারে অবশিষ্ট মূল্যের ওপর ভ্যাট কর্তন করে। এভাবেই আমরা কাজ করে আসছি। সম্প্রতি ভ্যাট সার্কেল থেকে বলা হয়েছে যে, আমাদের সর্বমোট ওয়ার্ক অর্ডার মূল্যের ওপর উৎপাদন পর্যায়ে ১৫ শতাংশ ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে। প্রতিটি ওয়ার্ক অর্ডারের বিপরীতে আলাদা আলাদা মূল্য ঘোষণা প্রদান করতে হবে। অনুগ্রহ করে এ বিষয়ে আইনসঙ্গত মতামত দিন। [জাহিদুল ইসলাম, এ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার (ভ্যাট এ্যান্ড ট্যাক্স), পিইবি স্টীল এ্যুলাইয়েন্স লিঃ, প্রিয় প্রাঙ্গন টাওয়ার, ১৯ কামাল আতা তুর্ক এভিনিউ, বনানী, ঢাকা।]

**উত্তর:** বর্ণিত বিষয়টি কয়েকভাবে নিষ্পত্তি করা যেতে পারে। বিষয়গুলো নির্ভর করে সরবরাহকারী এবং সরবরাহ গ্রহীতার মধ্যে কিভাবে চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে তার ওপর। প্রথমত, যদি সরবরাহকারীর সাথে এভাবে চুক্তি সম্পাদিত হয় যে, সরবরাহকারী সব উপাদান সরবরাহ করে বিল্ডিং স্থাপন করে দেবে এবং সরবরাহকারীকে সর্বমোট মূল্য প্রদান করা হবে, তাহলে কার্যক্রমটি হবে নির্মাণ সংস্থা সেবা। যেমন একজন কন্সট্রাক্টর ইট, রড, সিমেন্ট, বালি ইত্যাদি নিজে ক্রয় করে রাস্তা নির্মাণ করে দেয়। তিনি 'নির্মাণ সংস্থা'র সেবা প্রদান করেন। তার সর্বমোট বিল থেকে ৫.৫ শতাংশ হারে ভ্যাট উৎসে ভ্যাট কর্তন করা হয়। তিনি উপাদানের ওপর প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ভ্যাট পরিশোধ করেন। তাই, সব উপাদান সরবরাহ দিয়ে বিল্ডিং স্থাপন করে দিলে সর্বমোট মূল্যের ওপর ৫.৫ শতাংশ হারে ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে। সেক্ষেত্রে সরবরাহকারী নিজস্ব প্লান্ট থেকে উপাদানসমূহ সরবরাহ দিয়েছেন নাকি অন্য কোন প্লান্ট থেকে ক্রয় করে সরবরাহ দিয়েছেন তা সরবরাহগ্রহীতার বিবেচনার বিষয় নয়। সরবরাহকারী নিজস্ব প্লান্ট থেকে সরবরাহ দিলেও উৎপাদনস্তরের প্রযোজ্য ভ্যাট পরিশোধ করে ভ্যাট চালানসহ সরবরাহ দিতে হবে। আবার, সরবরাহকারী অন্য কোন প্লান্ট থেকে উপাদানসমূহ ক্রয় করে সরবরাহ দিলেও ক্রয়ের সময় উৎপাদন পর্যায়ে ভ্যাট পরিশোধ করে তা ক্রয় করতে হবে। সরবরাহগ্রহীতা চুক্তিমূল্যের ওপর ৫.৫ শতাংশ হারে নির্মাণ সংস্থা হিসেবে ভ্যাট উৎসে কর্তন করবেন। দ্বিতীয়ত, যদি চুক্তি এভাবে হয় যে, সরবরাহকারী উপাদানসমূহ (এমএস প্লেট, পার্লিন, প্যানেল, নাট-বোল্ট-স্ক্রু, ইনসুলেশন, স্কাই লাইট, ওয়াল লাইট ইত্যাদি) সরবরাহ করবে। অর্থাৎ সরবরাহ গ্রহীতা উপাদানসমূহ ক্রয় করবে। তাহলে উপাদানসমূহের সরবরাহ পণ্যের সরবরাহ হিসেবে বিবেচিত হবে। উপাদানসমূহের ঘোষিত মূল্যের ওপর ১৫ শতাংশ হারে ভ্যাট পরিশোধ করে ভ্যাট চালানসহ উপাদানসমূহ সরবরাহ দিতে হবে। উৎপাদক ভ্যাট চালানসহ সরাসরি সরবরাহ দিয়েছে বিধায় উৎসে ভ্যাট কর্তনের বর্তমান বিধান অনুসারে এই সরবরাহের ওপর উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না। এর পর আসবে স্থাপনের কাজ। স্থাপনের কাজ হলো একটি আলাদা সেবার সরবরাহ। স্থাপনের কাজ উপাদান সরবরাহকারী সম্পাদন করেছেন নাকি অন্য কেউ সম্পাদন করেছেন তা মূল বিষয় নয়। মূল বিষয় হলো স্থাপনের কাজটি হলো সেবার সরবরাহ। সেবার শিরোনাম হলো 'ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্ম'। আমাদের ভ্যাট ব্যবস্থায় 'ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্ম' সেবার সংজ্ঞা হলো, 'ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্ম অর্থ এমন কোন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা যিনি অথবা যারা বাণিজ্যিক ভিত্তিতে, নির্দিষ্ট চার্জ, ফি বা পণের বিনিময়ে ভবন, রাস্তাঘাট, সেতু, কালভার্ট, স্মৃতিসৌধ, ভাস্কর্য, ওভারব্রিজ, ফ্লাইওভারসহ যে কোন ধরনের অবকাঠামোগত ডিজাইন ও কন্সট্রাকশন প্রণয়ন করেন অথবা উক্ত অবকাঠামোর নির্মাণ কাজ তদারকী বা বাস্তবায়ন করেন।' এই সংজ্ঞা অনুসারে, প্রি-ফ্যাব্রিকেটেড বিল্ডিং স্থাপন করে দেয়ার কাজ 'ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্ম' সেবার আওতায় পড়বে। এই সেবার ওপর ভ্যাটের হার ১৫ শতাংশ যা উৎসে কর্তনযোগ্য। এক্ষেত্রে উপাদানের মূল্য নয়, শুধুমাত্র স্থাপন বাবদ যে মূল্য পরিশোধ করা হবে সে মূল্যের ওপর ১৫ শতাংশ হারে ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে। তৃতীয়ত, সার্কেলের কর্মকর্তাগণ বেরূপ বলেছেন সেভাবে প্রি-ফ্যাব্রিকেটেড স্টীল বিল্ডিং একটি পণ্য হিসেবেও সরবরাহ দেয়া যায়। কাস্টমস এ্যাক্ট, ১৯৬৯ এর প্রথম তফসিল অনুসারে প্রি-ফ্যাব্রিকেটেড বিল্ডিং ৯৪.০৬ হেডিংভুক্ত পণ্য। তাই, সরবরাহকারী এবং সরবরাহগ্রহীতার মধ্যে চুক্তি সম্পাদনের পর চুক্তি অনুযায়ী বিল্ডিংটির মূল্য ঘোষণা দিতে হবে। ভ্যাট এর বিভাগীয় কর্মকর্তা ঘোষিত মূল্য অনুমোদন করবেন। ভ্যাট চালান ইস্যু করে ১৫ শতাংশ হারে ভ্যাট পরিশোধ করে বিল্ডিংটি সরবরাহ দিতে হবে। ভ্যাট চালান আছে বিধায় এরূপক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না। এ ধরনের সরবরাহ সাধারণত বড় সরবরাহ হয়ে থাকে। তাই, একবারে সরবরাহ দেয়া হয় না বা একবারে মূল্য পরিশোধ করা হয় না। তাই, এরূপক্ষেত্রে চুক্তি অনুযায়ী আংশিক মূল্য পরিশোধের সময় আংশিক হিসেবে ভ্যাট চালান ইস্যু করা যায় এবং ওই অংশের ওপর ভ্যাট পরিশোধ করা যায়। তবে, বিল্ডিং এর ড্রয়িং করে দেয়ার কাজটুকু আলাদাভাবে বিবেচনা করতে হবে। আমাদের দেশের ভ্যাট ব্যবস্থায় "আর্কিটেক্ট, ইন্টেরিয়র ডিজাইনার বা ইন্টেরিয়র ডেকোরের" একটি আলাদা সেবা। এই সেবার কোড এস০৫০.১০। এই সেবার ওপর ভ্যাটের হার ১৫ শতাংশ যা উৎসে কর্তনযোগ্য। তাই, চুক্তিতে বিল্ডিং এর ড্রয়িং করার কাজটুকু আলাদা উল্লেখ করতে হবে। এর মূল্যও আলাদা উল্লেখ করতে হবে। এই মূল্যের ওপর ১৫ শতাংশ ভ্যাট প্রযোজ্য হবে।

**প্রশ্ন-৫২:** আমরা একটি বীমা কোম্পানী। আমাদের বণ্ডা অফিসে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য টেভারের মাধ্যমে সোলার সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে। স্থাপনকারী বিল দাখিল করেছেন। এই বিল থেকে ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে কি-না সে বিষয়ে অনুগ্রহ করে মতামত দিন। [দেবশীষ কুমার কুণ্ডু, এক্সিকিউটিভ অফিসার, ডেল্টা লাইফ ইন্সুরেন্স কোম্পানী লিঃ, উত্তরা ব্যাংক ভবন, ৯০ মতিবিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০।]

**উত্তর:** কাস্টমস এবং ভ্যাট ব্যবস্থায় ব্যবহৃত পণ্যের শ্রেণীবিন্যাসের বিধান অনুসারে সোলার প্যানেলের বর্ণনা হলো photovoltaic cells, whether or not assembled in modules or made up into panels. এই পণ্যের এইচ.এস কোড নং- ৮৫৪১.৪০.১০। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের এসআরও নং ১১৯-আইন/২০১৫/৭২৫-মুসক, তাং ০৪ জুন, ২০১৫ অনুসারে আলোচ্য পণ্যটি আমদানি ও উৎপাদন পর্যায়ে ভ্যাটমুক্ত। আমরা সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য যে solar panel ব্যবহার করি তা photovoltaic cells ছাড়াও আরো কতিপয় উপাদানের সমষ্টি। উপাদানগুলো হলো: ইনভার্টার, ব্যাটারি, কেবল, স্ট্যান্ড ইত্যাদি। photovoltaic cells এর ক্ষেত্রে আমদানি ও উৎপাদন পর্যায়ে ভ্যাট অব্যাহতি থাকলেও ব্যবসায়ী পর্যায়ে ভ্যাট আরোপিত রয়েছে। সোলার সিস্টেমের অন্যান্য আইটেমগুলো ভ্যাটযোগ্য পণ্য। তবে, কোন অর্থনৈতিক কার্যক্রম কিভাবে সম্পাদিত হচ্ছে তা বিবেচনায় নিয়ে ভ্যাটের বিধান প্রয়োগ করতে হয়। ভ্যাট আরোপিত হয় পণ্য ও সেবার ওপর। তাই, প্রথমই বুঝা প্রয়োজন যে, বিবেচনাধীন অর্থনৈতিক কার্যক্রমটি পণ্য নাকি সেবা। পণ্যের ক্ষেত্রে ভ্যাট আরোপিত হয় আমদানি, উৎপাদন এবং ব্যবসায়ী পর্যায়ে। আলোচ্য অর্থনৈতিক কার্যক্রমটি ব্যবসায়ী কর্তৃক পণ্যের সরবরাহ হিসেবে আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা একটি সেবার সরবরাহ। আমাদের দেশের ভ্যাট ব্যবস্থায় সেবাসমূহ সংজ্ঞায়িত করা আছে। সেবাসমূহের মধ্যে একটি সেবার শিরোনাম হলো “নির্মাণ সংস্থা”। এই সেবার সংজ্ঞা হলো: “নির্মাণ সংস্থা অর্থ এমন কোন প্রতিষ্ঠান, সংস্থা বা ব্যক্তি যাহা বা যিনি বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ভবন, যোগাযোগ মাধ্যম, পরিবহন, সড়ক, মহাসড়ক, সেতু বা অন্য যে কোন ধরনের অবকাঠামো নির্মাণ, মেরামত বা রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকে বা থাকেন এবং কোন অবকাঠামোর সহিত সংযুক্ত হয় বা উহার অংশ হিসাবে ব্যবহৃত হয় এইরূপ যে কোন ধরনের স্থায়ী বা অস্থায়ী সংস্থাপনও (যেমন: শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, ফলস সিলিং, লিফট ইত্যাদি) ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে”। এই সংজ্ঞার মর্মার্থ হলো মূলতঃ ঠিকাদার কর্তৃক প্রদত্ত সেবা। সেবা প্রদানটি বাণিজ্যিক ভিত্তিতে হতে হবে। সেবাটি হতে হবে কোন অবকাঠামো নির্মাণ, মেরামত বা রক্ষণাবেক্ষণ করার সেবা। শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, ফলস সিলিং, লিফট ইত্যাদিও অবকাঠামোর আওতায় পড়বে। সোলার সিস্টেম স্থাপন এ ধরনের একটি অবকাঠামো। কারণ, ইহা অবকাঠামোর সাথে সংযুক্ত হয়। আপনার বর্ণিত ক্ষেত্রে টেভারের মাধ্যমে আপনাদের অফিসে সোলার সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে। এই কার্যক্রমটি আমাদের দেশের ভ্যাট ব্যবস্থায় “নির্মাণ সংস্থা” সেবার আওতাভুক্ত। নির্মাণ সংস্থার ক্ষেত্রে ভ্যাটের হার ৫.৫ শতাংশ, যা উৎসে কর্তনযোগ্য। টেভারে এবং বিলে যদি ভ্যাট আলাদা উল্লেখ না থাকে তাহলে সর্বমোট মূল্য থেকে ৫.৫ শতাংশ ভ্যাট বের করে তা কর্তন করে রাখতে হবে। সর্বমোট মূল্য থেকে ৫.৫ শতাংশ ভ্যাট বের করার নিয়ম হলো সর্বমোট মূল্যকে ১০৫.৫ দিয়ে ভাগ করে, ভাগফলকে ৫.৫ দিয়ে গুণ করতে হবে। ধারা যাক, সর্বমোট বিল দাখিল করা হয়েছে ১০,০০,০০০ (দশ লাখ টাকা মাত্র)। ১০,০০,০০০ টাকাকে ১০৫.৫ দিয়ে ভাগ করলে পাওয়া যায় ৯,৪৭৮.৬৭ টাকা। এই ভাগফলকে ৫.৫ দিয়ে গুণ করলে পাওয়া যায় ৫২,১৩২.৭০ টাকা, যা হলো ৫.৫ শতাংশ ভ্যাট। ভ্যাটের বিষয়টি কার্যাদেশে উল্লেখ করতে হয়। কোন কার্যক্রমের ওপর ভ্যাটের হার কত হবে তা পূর্বেই বিচার-বিশ্লেষণ করলে পরবর্তীতে বিল পরিশোধের সময় জটিলতা সৃষ্টি হয় না। পূর্বে ভ্যাটের হার নিশ্চিত হওয়া না গেলে কার্যাদেশে লিখতে হবে যে, সরকারী বিধি-বিধান মোতাবেক বিল থেকে উৎসে ভ্যাট কর্তন করা হবে। তাহলে পরবর্তীতে জটিলতা হয় না। কার্যাদেশে যদি ভ্যাটের বিষয় উল্লেখ না থাকে তাহলে বিল থেকে ভ্যাট কর্তন করতে চাইলে সরবরাহকারী আপত্তি করতে পারেন। এবিষয়টি সরবরাহদাতা এবং সরবরাহগ্রহীতার মধ্যে নিষ্পত্তি করতে হবে। যথাযথ পরিমাণ ভ্যাট সরকারকে পরিশোধ করতে হবে। ভ্যাট পরিশোধ করবেন সর্বশেষ ভোক্তা। আলোচ্য ক্ষেত্রে সেবার ভোক্তা হলো আপনার অফিস। তাই, বিল থেকে যদি ৫.৫ শতাংশ ভ্যাট কর্তন করা সম্ভব না হয়, তাহলে আপনাদের অফিসের নিজস্ব তহবিল থেকে ৫.৫ শতাংশ ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে।

**প্রশ্ন-৫৩:** একটি ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানী লিফট সরবরাহ নিয়ে স্থাপন করিয়েছে। সরবরাহ ও স্থাপনকারী প্রতিষ্ঠান ‘মুসক-১১’ চালানপত্র প্রদান করেনি। এখানে ভ্যাট উৎসে কর্তনের বিধান কি? [মোঃ জিল্লুর রহমান, গাজীপুর, ঢাকা।]

**উত্তর:** আমাদের দেশের ভ্যাট ব্যবস্থায় সেবাসমূহ সংজ্ঞায়িত করা আছে। তন্মধ্যে কোন কোন সেবা ভ্যাটযোগ্য তা নির্দিষ্ট করা আছে। এমন একটি ভ্যাটযোগ্য সেবার শিরোনাম হলো ‘নির্মাণ সংস্থা’। এই সেবার সংজ্ঞা হলো ‘নির্মাণ সংস্থা অর্থ এমন কোন প্রতিষ্ঠান, সংস্থা বা ব্যক্তি যাহা বা যিনি বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ভবন, যোগাযোগ মাধ্যম, পরিবহন, সড়ক, মহাসড়ক, সেতু বা অন্য যেকোন ধরনের অবকাঠামো নির্মাণ, মেরামত বা রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকে বা থাকেন এবং কোন অবকাঠামোর সহিত সংযুক্ত হয় বা উহার অংশ হিসাবে ব্যবহৃত হয় এইরূপ যেকোন ধরনের স্থায়ী বা অস্থায়ী সংস্থাপনও (যেমন: শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, ফলস সিলিং, লিফট ইত্যাদি) ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে।’ এই সংজ্ঞার মধ্যে তিনটি কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত আছে, যথা: (১) নির্মাণ; (২) মেরামত; এবং (৩) রক্ষণাবেক্ষণ। এই তিনটি কাজই ‘নির্মাণ সংস্থা’ সেবার আওতাভুক্ত হবে। কোন কাঠামোর সাথে সংযুক্ত কোন অস্থায়ী বা স্থায়ী সংস্থাপনও নির্মাণ সংস্থা সেবা হিসেবে বিবেচিত হবে। লিফট ‘নির্মাণ সংস্থা’ হিসেবে বিবেচিত হবে তা সংজ্ঞাতেই উল্লেখ আছে। লিফট কোন স্থাপনার সাথে স্থায়ীভাবে সংযুক্ত থাকে, অর্থাৎ লিফট ওই স্থাপনার অংশ। তাই, লিফট স্থাপন, লিফট মেরামত বা লিফট রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদি কার্যক্রম ‘নির্মাণ সংস্থা’ সেবার আওতাভুক্ত হবে। একই প্রতিষ্ঠান যদি লিফট সরবরাহ দিয়ে স্থাপন করে দেয়, তাহলে এই কাজ ‘নির্মাণ সংস্থা’ সেবা হিসেবে বিবেচিত হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু যদি এক প্রতিষ্ঠান শুধুমাত্র লিফট সরবরাহ করে, আর অন্য কোন প্রতিষ্ঠান লিফট স্থাপন করে দেয়, তাহলে লিফট সরবরাহের কাজটি আলাদাভাবে বিবেচনা করতে হবে। সরবরাহটি যদি টেভারের বিপরীতে হয়ে থাকে, আর টেভার পাওয়ার পর যদি লিফট আমদানি করা হয়ে থাকে, আর সরবরাহ গ্রহণকারী যদি সরকারী, আধাসরকারী ও স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা, ব্যাংক, বীমা ও এনজিও প্রতিষ্ঠান হয়ে থাকে, তাহলে আমদানি পর্যায়ে শুল্কায়নের সময় টেভার ডকুমেন্ট দাখিল করলে শুল্ক কর্তৃপক্ষ ৪ শতাংশ এ্যাডভান্স ট্রেড ভ্যাট (এটিভি) আদায় করবে না। সরবরাহ পর্যায়ে ‘যোগানদার’ হিসেবে ৫ শতাংশ হারে ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে। লিফট সরবরাহকারী যদি উৎপাদনকারী হন, এবং যদি ভ্যাট চালানসহ লিফট সরবরাহ দেন, তাহলে সরবরাহের বিলের ওপর থেকে কোন ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে না। সরবরাহকারী যদি ব্যবসায়ী হন এবং যদি ভ্যাট চালানসহ লিফট সরবরাহ দিয়ে

থাকেন, তাহলে কোন ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে না। স্থাপন বাবদ যে বিল পরিশোধ করা হবে, তার ওপর ‘নির্মাণ সংস্থা’ সেবা হিসেবে ৫.৫ শতাংশ হারে ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে। তবে, লিফট সরবরাহ এবং স্থাপন সাধারণতঃ পৃথকভাবে করা হয় না। সাধারণতঃ একই প্রতিষ্ঠান লিফট সরবরাহ, স্থাপন এবং কয়েক বছর সার্ভিসিং ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ করে থাকে। তাই, লিফট সরবরাহ, স্থাপন, সার্ভিসিং, রক্ষণাবেক্ষণের কাজ ‘নির্মাণ সংস্থা’ সেবার আওতায় পড়বে। ‘নির্মাণ সংস্থা’ সেবার ওপর ভ্যাটের হার বর্তমানে সংকুচিত মূল্যের ভিত্তিতে ৫.৫ শতাংশ। এই সেবার ওপর প্রযোজ্য ভ্যাট উৎসে কর্তনের বিধান রয়েছে। তাই, লিফট সরবরাহ নিয়ে স্থাপন করলে ‘নির্মাণ সংস্থা’ সেবা হিসেবে ৫.৫ শতাংশ হারে ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে।

## ০৩. সেবা আমদানির ক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তন

**প্রশ্ন-৫৪:** বন্দরে ডুবে যাওয়া জাহাজ স্যালভেজ করার জন্য বিদেশ থেকে ইকুইপমেন্টসসহ ইঞ্জিনিয়ার আসবেন। বৈদেশিক মুদ্রায় তাদের সেবামূল্য পরিশোধ করতে হবে। এক্ষেত্রে ভ্যাট প্রযোজ্য হবে কি-না জানাবেন। [তানভির ইবনে মাজেদ, স্বত্বাধিকারী, প্রিস্টাইন মেশিনারীজ, কর্ণেলহাট, চট্টগ্রাম।]

**উত্তর:** এক্ষেত্রে বিদেশ থেকে সেবাদাতা এসে সেবা প্রদান করবেন। অর্থাৎ সেবা আমদানি করা হবে। এই সেবাটি ‘অন্যান্য বিবিধ সেবা’ হিসেবে বিবেচিত হবে। সেবার কোড নং- এস০৯৯.২০। এই সেবার ওপর ভ্যাট অব্যাহতি প্রদান করা নেই। অর্থাৎ ভ্যাট প্রযোজ্য হবে। এক্ষেত্রে ভ্যাটের হার হবে ১৫ শতাংশ। সেবা আমদানির ক্ষেত্রে ব্যাংকের মাধ্যমে মূল্য পরিশোধের বিধান রয়েছে। এবং ব্যাংকের মাধ্যমে সেবার মূল্য পরিশোধের সময় ব্যাংকের ওপর উৎসে ভ্যাট কর্তন করার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। অধিকন্তু ‘অন্যান্য বিবিধ সেবা’ উৎসে ভ্যাট কর্তনের তালিকার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছে। অর্থাৎ বর্ণিত সেবাটি ১৫ শতাংশ হারে ভ্যাটযোগ্য এবং ব্যাংক কর্তৃক প্রযোজ্য ভ্যাট উৎসে কর্তনযোগ্য।

**প্রশ্ন-৫৫:** আমরা একটি ফ্রেইট ফরোয়ার্ডিং কোম্পানী। শ্রীলংকার সাথে আমাদের জয়েন্ট ভেঞ্চার। আমরা শ্রীলংকার কোম্পানীর ওয়েববেইজড সফটওয়্যার ব্যবহার করবো। সেজন্যে ওই কোম্পানীকে সার্ভিস চার্জ প্রদান করতে হবে। সার্ভিস চার্জের ওপর ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে কি-না সে বিষয়ে অনুগ্রহ করে মতামত দিন। [ফয়েজ মুহাম্মদ কবীর, ম্যানেজার (ফাইন্যান্স), এক্সপো ফ্রেইট লিং বাংলাদেশ, ২০৬/এ, তেজগাঁও ইন্ডাস্ট্রিয়াল এলাকা, ঢাকা।]

**উত্তর:** কোন সেবার ওপর ভ্যাট প্রযোজ্য হবে কি-না তা নির্ণয়ের জন্য প্রথমে ওই সেবাটি কোন কোডের আওতায় পড়েছে তা নির্ধারণ করতে হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশের ভ্যাট ব্যবস্থায় ভ্যাটযোগ্য সব সেবার কোড এবং সংজ্ঞা নির্ধারণ করা আছে। যেসব সেবার কোড এবং সংজ্ঞা নির্ধারণ করা নেই, সেসব সেবা এস ০৯৯.২০ ‘অন্যান্য বিবিধ সেবা’-র আওতায় পড়বে। আপনাদের প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম আমাদের ভ্যাট ব্যবস্থায় সংজ্ঞায়িত ‘তথ্য-প্রযুক্তি নির্ভর সেবা’-র আওতাভুক্ত হবে। “তথ্য-প্রযুক্তি নির্ভর সেবা (Information Technology Enabled Services) অর্থ Digital Content Development and Management, Amination (both 2D and 3D), Geographic Information Services (GIS), IT Support and Software Maintenance Services, Web Site Services, Business Process Outsourcing, Data entry, Data Processing, Call Centre, Graphics Design (digital service), Search Engine Optimization, Web Hosting, E-commerce and Online Shopping, document conversion, imaging and archiving, Any automated services rendered by Internet or Electronic Net-work, E-Procurement and E-Auction.” এই সংজ্ঞার মধ্যে ১৯টি বিষয় রয়েছে, যা ‘তথ্য-প্রযুক্তি নির্ভর সেবা’-র আওতায় সংজ্ঞায়িত। আপনার কার্যক্রমটি Any automated services rendered by Internet or Electronic Net-work অংশের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাই, আপনার গৃহীত সেবার কোড হলো: এস ০৯৯.১০ এবং সেবার শিরোনাম হলো: ‘তথ্য-প্রযুক্তি নির্ভর সেবা (Information Technology Enabled Services)’। এই সেবার ওপর ভ্যাটের হার ৪.৫ শতাংশ, যা উৎসে কর্তনযোগ্য। তাছাড়া, সব সেবা আমদানির ওপর উৎসে ভ্যাট কর্তনের বিধান আছে। অর্থাৎ আপনার প্রতিষ্ঠান যখন ব্যাংকের মাধ্যমে সার্ভিস চার্জ প্রেরণ করবে, তখন ব্যাংক ৪.৫ শতাংশ হারে ভ্যাট উৎসে কর্তন করবে।

**প্রশ্ন-৫৬:** আমরা পাটের গবেষণা করার জন্য নমুনা (পাট, ডিএনএ) বিদেশে পাঠায়। বিদেশের ল্যাবরেটরীতে তা টেস্ট করা হয়। টেস্ট রিপোর্ট আসার পর আমরা ব্যাংকের মাধ্যমে ডলারে মূল্য পরিশোধ করি। মূল্য পরিশোধের সময় ব্যাংক উৎসে ভ্যাট কর্তন করবে কিনা সে বিষয়ে অনুগ্রহ করে মতামত দিন। [মোঃ আব্দুল আলীম, ফিন্যান্সিয়াল স্পেশালিস্ট, পাট বিষয়ক মৌলিক ও ফলিত গবেষণা প্রকল্প, পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট, মানিক মিয়া এভিনিউ, ঢাকা-১২০৭।]

**উত্তর:** বর্ণিত ক্ষেত্রে মূল্য পরিশোধের সময় ব্যাংক কর্তৃক পনের শতাংশ হারে ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে। আলোচ্য ক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয় পর্যালোচনার দাবি রাখে। তা হলো, বর্ণিত কার্যক্রমটি সেবা আমদানির আওতায় পড়বে কিনা, বর্ণিত কার্যক্রম ভ্যাটযোগ্য কিনা এবং ভ্যাটযোগ্য হলে বর্ণিত ক্ষেত্রে ভ্যাট আদায়ের পদ্ধতি কি?

পণ্য আমদানির বিষয় সহজভাবে বোধগম্য হয়। কারণ, পণ্য আমদানি একটি দৃশ্যমান বিষয়। কিন্তু সেবা আমদানি দৃশ্যমান বিষয় নয় বিধায় তা সহজে বোধগম্য হয় না। সেবা আমদানির একটি উদাহরণ হলো, বিদেশ থেকে পরামর্শক এসে কোন একটি প্রতিষ্ঠানে পরামর্শ সেবা প্রদান করে। অতঃপর ব্যাংকের মাধ্যমে সচরাচর বৈদেশিক মুদ্রায় তার মূল্য পরিশোধ করা হয়। আর একটি উদাহরণ হলো, বিদেশের কোন ওয়েবসাইটে বাংলাদেশের কোন ব্যক্তি কর্তৃক কোন বিজ্ঞাপন প্রচার করা হয় এবং ব্যাংকের মাধ্যমে মূল্য পরিশোধ করা হয়। আমাদের আলোচ্য কার্যক্রমটি এ দুটি উদাহরণের তুলনায় একটু ভিন্ন ধরনের। আলোচ্য ক্ষেত্রে সেবাটি বিদেশে প্রদান করা হয়েছে। তাই, কার্যক্রমটি সেবা আমদানির আওতায় পড়বে কিনা তা নিয়ে সংশয় সৃষ্টি হতে পারে। প্রকৃতপক্ষে বিভিন্ন অঙ্গিকের বিশ্লেষণে আলোচ্য কার্যক্রমটি সেবা আমদানির আওতায় পড়বে।



প্রথমত, ভ্যাট হলো একটি পরোক্ষ কর (indirect tax)। পরোক্ষ করের প্রভাব (impact of tax) এবং করভার (tax incidence) দুই স্থানে পড়ে। অর্থাৎ পরোক্ষ কর যিনি পরিশোধ করেন তার ওপর করের প্রভাব পড়ে কিন্তু করভার তিনি পরবর্তী স্তরে স্থানান্তর করে দেন। আলোচ্য ক্ষেত্রে যদি সেবা প্রদানকারী ভ্যাট পরিশোধ করেও থাকেন, তিনি ভ্যাটের ভার সেবা গ্রহণকারীর ওপর স্থানান্তর করে দেবেন। দ্বিতীয়ত, ভ্যাট হলো একটি ভোগ কর (consumption tax)। সর্বশেষ ভোক্তা ভ্যাট পরিশোধ করেন। পণ্য বা সেবার উৎস হতে সর্বশেষ ভোক্তা পর্যন্ত পণ্য বা সেবাটি পৌঁছাতে মাঝখানের স্তরগুলোতে যে ভ্যাট প্রদান করা হয় তা ক্রমান্বয়ে পরবর্তী স্তরে স্থানান্তর করা হয়। তাই, আসলে ভ্যাট পরিশোধ করেন সর্বশেষ ভোক্তা। আলোচ্য ক্ষেত্রে সর্বশেষ ভোক্তা অর্থাৎ যিনি সেবা গ্রহণকারী তিনি বাংলাদেশে অবস্থান করছেন। তাই, কার্যক্রমটি সেবা আমদানি। তৃতীয়ত, ভ্যাটের দুটি মূলনীতি রয়েছে, যথা: (১) উৎস নীতি (origin principle); এবং (২) গন্তব্য নীতি (destination principle)। উৎস নীতি অনুসারে, যেদেশে পণ্য বা সেবার উৎস সেদেশে ভ্যাট আরোপ করা হয়। আর গন্তব্য নীতি অনুসারে পণ্য বা সেবার গন্তব্য যে দেশে অর্থাৎ যেদেশে পণ্য বা সেবা ভোগ করা হবে সেই দেশে ভ্যাট আরোপ করা হয়। বর্তমানে যে সব দেশে ভ্যাট প্রচলিত হয়েছে তার প্রায় সব দেশেই গন্তব্য নীতি অনুসারে ভ্যাট আরোপ করা হয়। আমাদের দেশেও গন্তব্য নীতি অনুসারে ভ্যাট আরোপিত হয়। তাই, বর্ণিত কার্যক্রমটি সেবা আমদানি। এই সেবার ক্ষেত্রে যেদেশে সেবাটি প্রদান করা হয়েছে সেদেশের জন্য কার্যক্রমটি হবে সেবা রফতানি। সেদেশে সেবা রফতানির ওপর ভ্যাট প্রযোজ্য হবে না। প্রকৃত অর্থে সেবাটি গ্রহণ করেছে বাংলাদেশের একটি প্রতিষ্ঠান। ওই প্রতিষ্ঠানের জন্য সেবা আমদানি করা হয়েছে। সার্বিক বিবেচনায় কার্যক্রমটি সেবা আমদানি।

এখন আমরা দেখবো যে, এই সেবার ওপর ভ্যাট প্রযোজ্য আছে কিনা। মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ ধারা ৩ এর উপ-ধারা (১) অনুসারে, একই আইনের দ্বিতীয় তফসিলে বর্ণিত সেবাসমূহ ব্যতীত বাংলাদেশে আমদানিকৃত বা বাংলাদেশে প্রদত্ত সব সেবার ওপর ভ্যাট ধার্য ও প্রদেয় হবে। আইনের দ্বিতীয় তফসিলে আলোচ্য কার্যক্রমটি সরাসরি ভ্যাট অব্যাহতি দেয়া নেই। দ্বিতীয় তফসিল-এর অনুচ্ছেদ ২(জ) অনুসারে, কনসালট্যান্সি ফার্ম, সুপারভাইজরি ফার্ম এবং জরিপ সংস্থা সেবা ব্যতীত সরকারের অর্থায়নে পরিচালিত গবেষণা কার্যক্রম ভ্যাট অব্যাহতিপ্রাপ্ত। আপনাদের বর্ণিত কার্যক্রম সরকারের অর্থায়নে পরিচালিত কিন্তু কার্যক্রমটি জরিপ সংস্থা সেবার আওতায় পড়েছে। আমাদের দেশের ভ্যাট ব্যবস্থায় জরিপ সংস্থা সেবার যে সংজ্ঞা নির্ধারণ করা আছে তন্মধ্যে রয়েছে যেকোন ধরনের ভৌত ও রাসায়নিক পরীক্ষা সম্পাদন। তাই আপনাদের আলোচ্য কার্যক্রম আমাদের দেশের ভ্যাট ব্যবস্থায় জরিপ সংস্থা সেবার আওতায় অন্তর্ভুক্ত হবে যা একটি ভ্যাটযোগ্য সেবা। একই তফসিলের অনুচ্ছেদ ৭(গ) অনুসারে, জনস্বার্থে প্রদত্ত সকল প্রকার দাতব্য ও বৈজ্ঞানিক সেবা ভ্যাটমুক্ত। এই বিষয়টি সেবা প্রদানকারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে, সেবা গ্রহণকারীর ক্ষেত্রে নয়। আপনাদের বর্ণিত সেবার ক্ষেত্রে সেবা প্রদানকারী জনস্বার্থে সেবা প্রদান করেনি, বরং অর্থের বিনিময়ে সেবা প্রদান করেছে। তাই, এই বিধান অনুসারেও কার্যক্রমটি ভ্যাটমুক্ত নয়।

সার্বিক বিবেচনায় আপনাদের বর্ণিত কার্যক্রমটি সেবা আমদানি। সেবাটি জরিপ সংস্থা সেবা। সেবার কোড এস০২০.০০। এই সেবার ওপর ভ্যাটের হার ১৫ শতাংশ যা উৎসে কর্তনযোগ্য। মূল্য সংযোজন কর বিধিমালা, ১৯৯১ এর বিধি ১৮ক এর উপ-বিধি (৩) অনুসারে, সেবা আমদানির ক্ষেত্রে মূল্য পরিশোধের সময় ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রযোজ্য ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে। একই বিধান আপনাদের বর্ণিত ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

**প্রশ্ন-৫৭: টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানী বিদেশ থেকে এক্সপোর্ট এনে মেশিনারীজ ইনস্টল করছে, তাদের পেমেন্ট দিচ্ছে। ইহা কোন ধরনের সেবা। ভ্যাট প্রযোজ্য হবে কি?**

**উত্তর:** এই সেবাটিকে দুটি সেবার আওতায় অন্তর্ভুক্ত করা যায়। একটি হলো কনসালট্যান্সি সেবা (কোড নং- এস০৩২.০০), অপরটি হলো ইঞ্জিনিয়ারিং সেবা (কোড নং- এস০৫১.০০)। এ দুটি সেবার ক্ষেত্রে বর্তমানে ভ্যাটের হার ১৫ শতাংশ এবং দুটি সেবার ক্ষেত্রেই উৎসে ভ্যাট কর্তনের বিধান রয়েছে। তাছাড়া, এক্ষেত্রে সেবাটি আমদানি করা হয়েছে। আমদানিকৃত সব ভ্যাটযোগ্য সেবার ক্ষেত্রে ভ্যাট উৎসে কর্তনযোগ্য। সেবা আমদানির ক্ষেত্রে ব্যাংকের মাধ্যমে মূল্য পরিশোধ করতে হবে। মূল্য পরিশোধের সময় ব্যাংক প্রযোজ্য ভ্যাট উৎসে কর্তন করবে।

**প্রশ্ন-৫৮: প্যাক্সার দুবাই ফ্র্যাঞ্চাইজ প্রেরণ করেছে। ফ্রেতা সুইডেনে। সরবরাহ দিবে প্যাক্সার বাংলাদেশ। প্যাক্সার দুবাইকে বিক্রয় কমিশন দিতে হবে। কমিশনের ওপর সাধারণভাবে ভ্যাট আরোপিত আছে। এক্ষেত্রে ইপিজেড-এ অবস্থিত কোম্পানি রপ্তানি করেছে বিধায় ভ্যাট কর্তন করতে হবে কি-না তা অনুগ্রহ করে জানান। [জাহেদুর রহমান, এ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার, কর্পোরেট এ্যাক্ফয়ার্স, প্যাক্সার বাংলাদেশ লিঃ, ঢাকা ইপিজেড।]**

**উত্তর:** ইপিজেড এলাকার মধ্যে অবস্থিত প্রতিষ্ঠানসমূহের বন্ড লাইসেন্স দেয়া আছে। বন্ড লাইসেন্সে উল্লেখ থাকে যে, তারা কী কী উপকরণ শুদ্ধ-করাদিমুক্তভাবে আমদানি বা ক্রয় করতে পারবেন। বন্ড লাইসেন্সে উল্লিখিত উক্ত উপকরণসমূহ তারা শুদ্ধ-করাদিমুক্তভাবে আমদানি করে, তা ব্যবহার করে পণ্য উৎপাদন করে রপ্তানি করবে। যেহেতু এসব উপকরণ শুদ্ধ-করাদিমুক্ত, সেহেতু রপ্তানি করার পর আর রেয়াত বা প্রত্যর্পণ নেয়ার কোন প্রশ্ন থাকে না। কিন্তু যেসব উপকরণ রপ্তানিকারকের বন্ড লাইসেন্সে উল্লেখ নেই সেসব উপকরণ আমদানি বা ক্রয়ের ক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবে শুদ্ধ-করাদি ইত্যাদি পরিশোধ করতে হবে। উৎপাদিত পণ্য রপ্তানির পর উপকরণের ওপর ইতোপূর্বে পরিশোধিত শুদ্ধ-করাদি রেয়াত বা প্রত্যর্পণ নেয়া যাবে। এক্ষেত্রে ইপিজেড এলাকায় অবস্থিত রপ্তানিকারক প্যাক্সার, দুবাই-কে কমিশন প্রদান করছে। অর্থাৎ রপ্তানিকারক প্যাক্সার, দুবাই-এর সেবা গ্রহণ করছে। ওই সেবা তার রপ্তানির উপকরণ। ওই সেবা তার বন্ড লাইসেন্সে অন্তর্ভুক্ত আছে কি-না তা দেখতে হবে। অন্তর্ভুক্ত থাকলে ভ্যাট প্রযোজ্য হবে না এবং ব্যাংক ভ্যাট উৎসে কর্তন করবে না। সাধারণত এমন সেবা বন্ড লাইসেন্সে অন্তর্ভুক্ত থাকে না। বন্ড লাইসেন্সে অন্তর্ভুক্ত না থাকলে ভ্যাট প্রযোজ্য হবে। ব্যাংক উৎসে ভ্যাট কর্তন করবে। তবে, ওই পণ্য রপ্তানির পর ব্যাংক কর্তৃক উৎসে কর্তিত ভ্যাট রপ্তানিকারক রেয়াত বা প্রত্যর্পণ নিতে পারবেন।

**প্রশ্ন-৫৯:** ইপিজেড-এ অবস্থিত একটি বিদেশী কোম্পানী সেবা আমদানি করে। সাধারণ ক্ষেত্রে সেবা আমদানি করা হলে ব্যাংক উৎসে ভ্যাট কর্তন করবে। এক্ষেত্রে ইপিজেড-এ অবস্থিত কোম্পানী কর্তৃক সেবা আমদানির ক্ষেত্রে ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে কি-না সে বিষয়ে অনুগ্রহ করে মতামত দিন। [জাহেদুর রহমান, এ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার, কর্পোরেট এ্যাক্সেস, প্যাক্সার বাংলাদেশ লিঃ, ঢাকা ইপিজেড।]

**উত্তর:** বর্তমান অর্থ বছরের বাজেটের সময় এসআরও নং-১১০-আইন/২০১৪/৭০৫-মুসক, তারিখ: ০৫ জুন, ২০১৪ দ্বারা জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ইতোপূর্বের এসআরও নং-১৫৪-আইন/২০০৫/৪৪৫-মুসক, তারিখ: ০৯ জুন, ২০০৫ সংশোধন করা হয়েছে। সংশোধন মতে শতভাগ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান, শতভাগ প্রচলন রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান এবং ইপিজেড-এ অবস্থিত প্রতিষ্ঠান কোন সেবা আমদানি করলে ওই সেবার ওপর প্রযোজ্য ভ্যাট অব্যাহতিপ্রাপ্ত হবে। তাই, আপনার বর্ণিত ক্ষেত্রে ভ্যাট প্রযোজ্য হবে না বিধায় উৎসে ভ্যাট কর্তনের আবশ্যিকতা নেই।

**প্রশ্ন-৬০:** একটি ব্যাংক নিউইয়র্কের একটি ব্যাংকের সাথে নস্ট্রো এ্যাকাউন্ট মেইনটেইন করার জন্য নিউইয়র্কে এজেন্ট নিয়োগ করেছে। উক্ত এজেন্টকে বিল পরিশোধের সময় ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে কি-না অনুগ্রহ করে জানাবেন।

**উত্তর:** আলোচ্য ক্ষেত্রে বিদেশে সেবা গ্রহণ করা হয়েছে। সেবা গ্রহণ করেছে বাংলাদেশে অবস্থিত একটি ব্যাংক। যদিও এই সেবাটি দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেনি কিন্তু সেবাটি ভোগ করেছে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে অবস্থিত একটি ব্যাংক। এই সেবার বিপরীতে মূল্য পরিশোধ করা হয়েছে। তাই, এই কর্মকাণ্ডটি সেবা আমদানি হিসেবে বিবেচিত হবে। সেবা আমদানির ক্ষেত্রে সেবার মূল্য পরিশোধের সময় ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে। সেবার মূল্য পরিশোধিত হবে ব্যাংকের মাধ্যমে। ব্যাংক প্রযোজ্য ভ্যাটের অর্থ উৎসে কর্তন করে যথানিয়মে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করবে। এখানে সেবাটি 'অন্যান্য বিবিধ সেবা' হিসেবে ১৫ শতাংশ হারে ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে।

**প্রশ্ন-৬১:** ব্যাংক বিদেশের বিজনেস ডাইরেক্টরীতে ব্যাংকের তথ্যাদি ছাপায় এবং সে বাবদ ফি প্রদান করে। এই ফি'র ওপর ভ্যাট প্রযোজ্য হবে কি-না অনুগ্রহ করে জানাবেন।

**উত্তর:** বিষয়টি সেবা আমদানি। ভ্যাট প্রযোজ্য হবে এবং ফি পরিশোধের সময় 'অন্যান্য বিবিধ সেবা' হিসেবে ১৫ শতাংশ ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে। পূর্বের প্রশ্নের জবাবে আলোচনা করা হয়েছে।

**প্রশ্ন-৬২:** হোটেল রূপসী বাংলা ইন্টারকন্টিনেন্টাল গ্রুপের লোগো ব্যবহার করার জন্যে চুক্তি করেছে। চুক্তির আওতায় হোটেল রূপসী বাংলা প্রতি মাসে ৩০ হাজার মাঃ ডলার ইন্টারকন্টিনেন্টাল গ্রুপকে প্রেরণ করে। ডলার প্রেরণ করার সময় ব্যাংক আয়কর উৎসে কর্তন করে। ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে কি? [মোঃ ফজলে রাব্বী, একাউন্টস অফিসার, হোটেল রূপসী বাংলা, ঢাকা।]

**উত্তর:** ইন্টারকন্টিনেন্টাল গ্রুপের সুনাম ব্যবহার করার অর্থ হলো ইন্টারকন্টিনেন্টাল গ্রুপের সেবা গ্রহণ করা। কার্যক্রমটি সেবা আমদানির আওতাভুক্ত। মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর ধারা-৩ এর উপ-ধারা (৩) এর দফা (ঘ) অনুসারে বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমারেখার বাহির হতে সেবা সরবরাহের ক্ষেত্রে সেবা গ্রহণকারী ভ্যাট প্রদান করবেন। একই আইনের ধারা-৬ এর উপ-ধারা (৩) এর দফা (ঘ) অনুসারে, বাংলাদেশের বাহির হতে সেবা সরবরাহ গ্রহণ করা হলে যখন আংশিক বা পূর্ণ মূল্য পরিশোধ করা হয়, তখন ভ্যাট প্রদেয় হবে। মূল্য সংযোজন কর বিধিমালা, ১৯৯১ এর বিধি-১৮ক এর উপ-বিধি (৩) অনুসারে, সেবা আমদানির ক্ষেত্রে সেবার মূল্য পরিশোধের সময় প্রদেয় ভ্যাট ব্যাংক বা অন্য কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠান উৎসে কর্তন করবে। এক্ষেত্রে সেবাটির কোড হবে এস০৯৯.২০ (অন্যান্য বিবিধ সেবা), প্রযোজ্য ভ্যাটের হার হবে ১৫ শতাংশ, যা উৎসে কর্তনযোগ্য। মূল্য সংযোজন কর বিধিমালা, ১৯৯১ এর বিধি-১৮ঙ এর বর্ণনায় যে কমিশন উল্লেখ আছে, আলোচ্য কমিশন উক্ত কমিশনের আওতায় পড়ে না। বিধি-১৮ঙ অনুসারে সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কোন লাইসেন্স, রেজিস্ট্রেশন, পারমিট ইত্যাদি প্রদান করা হলে উক্তরূপ লাইসেন্স, রেজিস্ট্রেশন বা পারমিটে উল্লেখিত শর্তের আওতায় রয়্যালটি, কমিশন, চার্জ, ফি গ্রহণ করা হলে তা ভ্যাটযোগ্য। এ বিষয়গুলো আমদানি সংক্রান্ত নয়, স্থানীয় কার্যক্রম সংক্রান্ত। যাহোক, এক্ষেত্রেও ১৫ শতাংশ হারে ভ্যাট উৎসে কর্তনের বিধান রয়েছে। আলোচ্য ক্ষেত্রে ইন্টারকন্টিনেন্টাল গ্রুপকে মূল্য পরিশোধ করার সময় ব্যাংক ১৫ শতাংশ হারে ভ্যাট উৎসে কর্তন করবে।

**প্রশ্ন-৬৩:** আমাদের দেশের ভ্যাট ব্যবস্থায় সেবাসমূহের কোড, শিরোনাম এবং সংজ্ঞা নির্ধারণ করা আছে। সে অনুযায়ী আমরা সেবাসমূহের শ্রেণীবিন্যাস করে থাকি। দেশের অভ্যন্তরে সরবরাহকৃত কোন কোন সেবার ওপর সংকুচিত ভিত্তিমূল্যে ভ্যাটের হার প্রযোজ্য হয়। অর্থাৎ প্রকৃত অর্থে ওই সব সেবার ওপর ভ্যাটের হার ১৫ শতাংশ নয়, বরং আরো কম। আমদানিকৃত সেবার ক্ষেত্রে সংকুচিত ভিত্তিমূল্যে প্রযোজ্য হবে কিনা সে বিষয়ে অনুগ্রহ করে মতামত দিন। [মোহাম্মদ মুতাসীম হোসেন, সিনিয়র এ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার, একনাবীন চার্টার্ড এ্যাকাউন্ট্যান্ট, ১২ কারওয়ানবাজার, ঢাকা-১২১৫।]

**উত্তর:** হ্যাঁ, যেসব সেবার ওপর সংকুচিত ভিত্তিমূল্যে ভ্যাটের হার প্রযোজ্য আছে, সেসব সেবার ওপর স্থানীয় এবং আমদানি উভয় পর্যায়েই সংকুচিত ভিত্তিমূল্যে ভ্যাটের হার প্রযোজ্য হবে। মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর ধারা ৫ এর উপ-ধারা (৪) অনুযায়ী সেবার ক্ষেত্রে সর্বমোট প্রাপ্তির ওপর ভ্যাট আরোপিত হয়। এখানে স্থানীয় সেবা বা আমদানিকৃত সেবা পৃথক করা হয়নি। অর্থাৎ স্থানীয় ও আমদানিকৃত উভয় সেবার ক্ষেত্রেই এই বিধান প্রযোজ্য। ওই উপ-ধারার প্রথম শর্ত অনুসারে, কোন নির্দিষ্ট সেবার ক্ষেত্রে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড মূল্য সংযোজনের নির্ধারিত হারের ভিত্তিতে মূল্য সংযোজন কর ধার্য করতে পারবে। তবে, সেক্ষেত্রে সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন (এসআরও) জারী করতে হবে। মূলতঃ এই বিধান অনুসারে, সেবার ক্ষেত্রে সংকুচিত ভিত্তিমূল্যে প্রয়োগ করা হয়েছে। এখানেও স্থানীয় সেবা বা আমদানিকৃত সেবার ক্ষেত্রে কোন পার্থক্য করা হয়নি। তাই, উভয় সেবার ক্ষেত্রেই সংকুচিত ভিত্তিমূল্যে প্রযোজ্য হবে। এই শর্ত অনুসারে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের এসআরও নং ১৮২-আইন/২০১২/৬৪০-মুসক, তারিখ: ০৭ জুন, ২০১২ এর মাধ্যমে সর্বমোট ২১টি সেবার ওপর সংকুচিত ভিত্তিমূল্যে ভ্যাট আরোপ করা আছে। বর্তমানে সংকুচিত ভিত্তিমূল্যে ভ্যাটের হার হলো ১.৫%, ২.২৫%, ৩%, ৪%, ৪.৫%, ৫%, ৫.৫%, ৬%, ৭.৫%, এবং ৯%। এই আদেশে স্থানীয় ও আমদানিকৃত সেবাকে পৃথক করা হয়নি। অর্থাৎ সংকুচিত ভিত্তিমূল্যের এই হারগুলো স্থানীয় এবং আমদানিকৃত উভয় সেবার ক্ষেত্রে একইভাবে প্রযোজ্য হবে।

## ০৪. সেবা রপ্তানির ক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তন

প্রশ্ন-৬৪: একটি প্রতিষ্ঠান বিদেশ থেকে একটি কেমিক্যাল আমদানি করে। উক্ত কেমিক্যাল ব্যবহারের বিশেষ নিয়ম-কানুন রয়েছে যা উক্ত বিদেশী কোম্পানির টেকনিক্যাল বিশেষজ্ঞগণ জানান। বিদেশ থেকে উক্ত কোম্পানির টেকনিক্যাল বিশেষজ্ঞ আনতে হলে অনেক খরচ হয়। তাই, আমাদের দেশের একজন বিশেষজ্ঞ বিদেশে অবস্থিত উক্ত কোম্পানিতে গিয়ে উক্ত কেমিক্যাল ব্যবহারের বিশেষজ্ঞ জ্ঞান শিখে এসেছেন। আমাদের দেশের উক্ত ব্যক্তি বর্তমানে এই সেবা প্রদান করেন। তাকে বিদেশের প্রতিষ্ঠান ব্যাংকের মাধ্যমে টেকনিক্যাল সার্ভিস ফি বাবদ মূল্য পরিশোধ করে। ব্যাংক ১০ শতাংশ অগ্রীম আয়কর এবং ১৫ শতাংশ ভ্যাট কর্তন করে। ভ্যাট কর্তন করা সঠিক আছে কি? [মোঃ হাফিজুর রহমান, জিএম (ট্যাক্স, ইন্সুরেন্স এন্ড ভ্যাট), নোমান গ্রুপ, ১১৪-১১৫ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০।]

উত্তর: এক্ষেত্রে ১৫ শতাংশ হারে ভ্যাট উৎসে কর্তন করা সঠিক আছে। আলোচ্য সেবাটি ‘অন্যান্য বিবিধ সেবা’ হিসেবে বিবেচিত হবে। এই সেবার ওপর ভ্যাট অব্যাহতি নেই। সেবাটি দেশে প্রদান করা হচ্ছে। দেশি বিশেষজ্ঞ কর্তৃক সেবাটি প্রদান করা হচ্ছে। সেবার মূল্য বিদেশ থেকে প্রদান করা হচ্ছে বিধায় ভ্যাট প্রযোজ্য হবে কি না তা মনে হতে পারে। কোন সেবার ওপর ভ্যাট প্রযোজ্য হবে কিনা তা বিচার করতে হলে প্রথমে দেখতে হবে যে ওই সেবাটির ওপর ভ্যাট অব্যাহতি প্রদান করা আছে কিনা। তারপর দেখতে হবে যে, সেবা প্রদানটি রপ্তানি হিসেবে বিবেচিত হয় কিনা। আলোচ্য সেবাটির ওপর মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর দ্বিতীয় তফসিল অনুযায়ী ভ্যাট অব্যাহতি দেয়া হয়নি। তাছাড়া, ভ্যাট অব্যাহতি সংক্রান্ত মূল প্রজ্ঞাপন নং ১১৯-আইন/২০১৫/৭২৫-মূসক, তাং ০৪ জুন, ২০১৫ এর “টেবিল-৪” এর মাধ্যমে আলোচ্য সেবাটির ওপর ভ্যাট অব্যাহতি দেয়া হয়নি। আলোচ্য সেবাটি রপ্তানি করা হচ্ছে না। সেবাটি দেশের অভ্যন্তরে প্রদান করা হচ্ছে। তাছাড়া, কার্যক্রমটি প্রচলন রপ্তানি (deemed export) হিসেবেও বিবেচিত হবে না। তাই, এক্ষেত্রে ১৫ শতাংশ হারে ভ্যাট প্রযোজ্য হবে, যা উৎসে কর্তনযোগ্য।

## ০৫. শ্রমিকের মজুরির ওপর উৎসে ভ্যাট কর্তন

প্রশ্ন-৬৫: আমি একটি ইউনিয়ন পরিষদে কর্মরত আছি। আমাদের প্রতি বছর ছোট ছোট প্রকল্প (যেমন: মাটি দ্বারা রাস্তা নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ, ইট বিছানো ইত্যাদি যার ব্যয় সর্বোচ্চ এক লক্ষ টাকা মাত্র) বাস্তবায়ন করে থাকি। ওই প্রকল্পগুলো Project Implementation Committee (PIC) গঠন করে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান অথবা মেম্বারের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হয়। আমার প্রশ্ন হলো, এ ধরনের প্রকল্প বাস্তবায়নে ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে কিনা। যদি কর্তন করতে হয়, তাহলে কত শতাংশ হারে কর্তন করতে হবে? আমার সাধারণতঃ ৫.৫ শতাংশ হারে ভ্যাট উৎসে কর্তন করে ট্রেজারী চালানোর মাধ্যমে সরকারী কোষাগারে জমা দিয়ে থাকি। তবে, আমার জানামতে, ইট বিছানো প্রকল্পের ক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তন প্রযোজ্য হলেও শ্রমঘন মজুরী পরিশোধের ক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তন প্রযোজ্য হবে না। অর্থাৎ শ্রমিকদের মজুরী পরিশোধের মাধ্যমে বাস্তবায়িত প্রকল্পের ক্ষেত্রে (যেমন: মাটি দ্বারা রাস্তা পুনঃনির্মাণ) উৎসে ভ্যাট কর্তন প্রযোজ্য হবে না। কিন্তু কতিপয় অডিট কর্মকর্তা বিষয়টি মানতে নারাজ। তারা সব প্রকল্পের ক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে মর্মে আমাদেরকে নির্দেশনা প্রদান করছেন। এ বিষয়ে সঠিক আইনগত নির্দেশনা কি তা জানালে ভীষণ উপকৃত হবো। [মোঃ আবু সাঈদ, সচিব, বৈদ্যের বাজার ইউনিয়ন পরিষদ, সোনারগাঁ, নারায়নগঞ্জ।]

উত্তর: আমাদের দেশের ভ্যাট ব্যবস্থায় উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হয় মূলত: কিছু সেবার ওপর। এরূপ উৎসে ভ্যাট কর্তনযোগ্য একটি সেবার শিরোনাম হলো ‘নির্মাণ সংস্থা’ সেবা। আমাদের দেশের ভ্যাট ব্যবস্থায় ‘নির্মাণ সংস্থা’ সেবা সংজ্ঞায়িত করা আছে। ওই সংজ্ঞা অনুসারে, সহজ কথায় ‘নির্মাণ সংস্থা’ অর্থ হলো কন্ট্রাক্টর। কোন কন্ট্রাক্টর যদি কোন সড়ক, মহাসড়ক, সেতু, কালভার্ট বা কোন অবকাঠামো ইত্যাদি নির্মাণ করে বিল দাখিল করে, তাহলে বিল থেকে (৫.৫%) পাঁচ দশমিক পাঁচ শতাংশ হারে ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে। ইউনিয়ন পরিষদের অল্প বাজেটের কাজগুলো কন্ট্রাক্টরের মাধ্যমে করানো হয় কিনা তা আপনার প্রশ্নে স্পষ্ট নয়। কন্ট্রাক্টরের মাধ্যমে নির্মাণ কাজ করানো হলো কন্ট্রাক্টরের বিল থেকে (৫.৫%) পাঁচ দশমিক পাঁচ শতাংশ ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে। সেক্ষেত্রে কন্ট্রাক্টর তার নিজ দায়িত্বে ইট, বালি, সিমেন্ট ইত্যাদি ক্রয় করবে, শ্রমিক নিয়োগ করবে। এসব ক্রয়ের ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদের কোন দায়িত্ব নেই। যদি কন্ট্রাক্টরের মাধ্যমে কাজ না করিয়ে Project Implementation Committee (PIC) গঠন করে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান অথবা মেম্বারের মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়, অর্থাৎ PIC ইট, বালি, সিমেন্ট ইত্যাদি ক্রয় করে, শ্রমিক নিয়োগ করে, তাহলে এসব ক্রয়ের বিল পরিশোধের সময় উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে কিনা তা বিবেচনা করতে হবে।

বিল পরিশোধের সময় উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে কিনা তা নির্ধারণের জন্য ইট কোথা থেকে কেনা হয়েছে তাও বিবেচনায় আনতে হবে। ইটের ভাটা থেকে ইট বিক্রির সময় ‘মূসক-১১ক’ চালানপত্র ইস্যু করার নিয়ম রয়েছে। ধরা যাক, PIC ইটভাটা থেকে ইট ক্রয় করেছে। যদি ‘মূসক-১১ক’ চালানপত্রসহ ইট কেনা হয়, তাহলে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না। ‘মূসক-১১ক’ চালানপত্র না থাকলে পনের শতাংশ হারে ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে। ভাটা থেকে ইট না কিনে যদি কোন সাপ্লায়ারের নিকট থেকে ইট কেনা হয়, তাহলে যোগানদার সেবা হিসেবে (৫%) চার শতাংশ হারে ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে। কারণ, এ পর্যায়ে ইট সরবরাহের ওপর ব্যবসায়ী পর্যায়ের ভ্যাট প্রযোজ্য রয়েছে। তবে, গ্রামে-গঞ্জের এসব ইট সাপ্লায়ার সাধারণত: ভ্যাট সংক্রান্ত বিধি-বিধান পরিপালন করে না। তাই, চার শতাংশ হারে ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে। তবে, যদি এসব প্রতিষ্ঠান ভ্যাট চালান ইস্যু করে এবং ব্যবসায়ী পর্যায়ের ভ্যাট পরিশোধ করে তাহলে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না। ফ্যাক্টরী থেকে সিমেন্ট কেনা হয়েছে নাকি বড় দোকান থেকে কেনা হয়েছে নাকি ছোট দোকান থেকে কেনা হয়েছে তা বিবেচনায় আনতে হবে। ফ্যাক্টরী থেকে সিমেন্ট কেনা হলে ‘মূসক-১১’ চালানপত্র ইস্যু করার নিয়ম রয়েছে। যদি ‘মূসক-১১’ চালানপত্রসহ সিমেন্ট কেনা হয়, তাহলে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না। ‘মূসক-১১’ চালানপত্র না থাকলে পনের শতাংশ হারে ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে। যদি এমন বড় দোকান থেকে সিমেন্ট কেনা হয় যে দোকান ভ্যাট চালান ইস্যু করে এবং ব্যবসায়ী পর্যায়ের ভ্যাট প্রদান করে তাহলে বিল পরিশোধের সময় উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না। যদি এমন কোন ছোট দোকান থেকে সিমেন্ট কেনা হয়, যে দোকান প্যাকেজ ভ্যাটের আওতায় রয়েছে, তাহলে বিল পরিশোধের সময় যোগানদার সেবা হিসেবে ৫.০ (পাঁচ) শতাংশ হারে ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ছোট ছোট দোকান অঞ্চলভেদে বছরে নির্দিষ্ট পরিমাণ

(১৪,০০০/-, ১০,০০০/-, ৭,২০০/- এবং ৩,৬০০/- টাকা মাত্র) ভ্যাট পরিশোধ করে থাকে যা প্যাকেজ ভ্যাট হিসেবে পরিচিত। প্রাকৃতিক বালি (এইচএস কোড নং-২৫০৫.১০.০০) মূল্য সংযোজন কর আইনের প্রথম তফসিলের আওতায় ভ্যাট অব্যাহতিপ্রাপ্ত। তাই, বালির বিল পরিশোধের ক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না। যদি PIC সরাসরি শ্রমিক নিয়োগ করে, তাহলে শ্রমিকের মজুরি পরিশোধের বিল থেকে ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে না। মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর দ্বিতীয় তফসিলের অনুচ্ছেদ নং-৬ এ ব্যক্তিগত সেবার আওতায় প্লাম্বার, কাঠমিস্ত্রি, রাজমিস্ত্রি, ইলেক্ট্রিক্যাল মিস্ত্রিকে ভ্যাট থেকে অব্যাহতি দেয়া হলেও সরাসরি দিনমজুরকে ভ্যাট হতে অব্যাহতি দেয়া হয়নি, যদিও তা আইনের স্পিরিট নয় মর্মে অনুমেয়। তাই, রাস্তা নির্মাণের কাজ করা দিন মজুরকে রাজমিস্ত্রি হিসেবে বিবেচনা করে ভ্যাট অব্যাহতিপ্রাপ্ত ধরে নেয়া যায়। তাছাড়া, শ্রমিকের মজুরী ভ্যাটযোগ্য প্রতিষ্ঠানে মূল্য সংযোজন হিসেবে বিবেচিত হয়। শ্রমিকের মজুরী প্রদান করার সময় ভ্যাট পরিশোধ করা হয় না। উৎপাদিত পণ্য বা প্রদত্ত সেবার ওপর যখন ভ্যাট প্রদান করা হয় তখন প্রকরান্তরে মূল্য সংযোজন অর্থাৎ ওই মজুরীর ওপর ভ্যাট পরিশোধ করা হয়। সে অনুযায়ী শ্রমিকের মজুরী থেকে উৎসে ভ্যাট কর্তনযোগ্য নয়। তবে, সরাসরি শ্রমিক নিয়োগ না করে যদি কোন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার মাধ্যমে শ্রমিক সরবরাহ নেয়া হয়, তাহলে বিল পরিশোধের সময় ‘মানব সম্পদ সরবরাহ বা ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠান’ সেবা হিসেবে পনের শতাংশ হারে ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে।

মূল্য সংযোজন কর আইনের দ্বিতীয় তফসিল-এর অনুচ্ছেদ নং-২ এর দফা (ঙ) অনুসারে, ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে পরিচালিত নয় এমন পূর্ণবাসনমূলক কার্যক্রম ভ্যাট হতে অব্যাহতিপ্রাপ্ত। একই অনুচ্ছেদের দফা (চ) অনুসারে, ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে পরিচালিত নয় এমন সামাজিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রম ভ্যাট হতে অব্যাহতিপ্রাপ্ত। ইউনিয়ন পরিষদের আওতায় যেসব কাজ করা হয় যেমন: কাজের বিনিময়ে খাদ্য (কাবিখা) কর্মসূচী বা কাজের বিনিময়ে টাকা (কাবিটা) কর্মসূচী প্রকৃতপ্রস্তাবে পূর্ণবাসনমূলক কার্যক্রম বা সামাজিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রম। এসব ক্ষেত্রে ওই কাজ সম্পাদন করা মূল উদ্দেশ্য নয়, মূল উদ্দেশ্য হলো দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে খাদ্য বা টাকা প্রদান করা। তাই, কন্ট্রোল নয়, বরং দরিদ্র জনগোষ্ঠী দ্বারা ‘কাবিখা’ বা ‘কাবিটা’ এরূপ কর্মসূচীর আওতায় রাস্তা নির্মাণ, পুনর্নির্মাণ করা হলে তাদের অর্থ পরিশোধের সময় সামাজিক উন্নয়নমূলক কাজ বা পূর্ণবাসনমূলক কাজ হিসেবে ভ্যাট অব্যাহতিপ্রাপ্ত হবে। তাই, তাদের অর্থ প্রদান করার সময় উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না।

অর্থ আইন, ২০১৪ এর দফা ৬৪ অনুসারে মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর দ্বিতীয় তফসিলে সংযোজনের মাধ্যমে ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক পরিচালিত কাজের বিনিময়ে খাদ্য (কাবিখা) কর্মসূচী এবং কাজের বিনিময়ে টাকা (কাবিটা) কর্মসূচী-কে ভ্যাট থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। তাই, কাবিখা এবং কাবিটা কর্মসূচীর আওতায় প্রকল্প বাস্তবায়নে আর ভ্যাট পরিশোধ/কর্তন করতে হবে না।

## ০৬. একাধিক উপাদানবিশিষ্ট সরবরাহের ক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তন

**প্রশ্ন-৬৬:** একটি ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানী লিফট সরবরাহ নিয়ে স্থাপন করিয়েছে। সরবরাহ ও স্থাপনকারী প্রতিষ্ঠান ‘মুসক-১১’ চালানপত্র প্রদান করেনি। এখানে ভ্যাট উৎসে কর্তনের বিধান কি? [মোঃ জিল্লুর রহমান, গাজীপুর, ঢাকা।]

**উত্তর:** লিফট সরবরাহ নেয়া, এই কাজটুকু ‘যোগানদার’ সেবার আওতায় পড়বে। এখানে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে ৫%। আর লিফট স্থাপন করার কাজটুকু ‘নির্মাণ সংস্থা’ সেবার আওতায় পড়বে। এখানে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে ৫.৫%। আবার যদি লিফটটি কয়েক বছরের জন্য মেইনটেন্যান্স করার চুক্তি করা হয়, তাহলে এই সেবাটি ‘অন্যান্য বিবিধ সেবা’র আওতায় পড়বে। এখানে ভ্যাটের হার ১৫%। অনেক সময় চুক্তিতে এরূপ আলাদাভাবে মূল্য উল্লেখ থাকে না। চুক্তিতে আলাদাভাবে মূল্য উল্লেখ করা বাঞ্ছনীয়।

**প্রশ্ন-৬৭:** আমাদের অফিসের জেনারেটর সার্ভিসিং করানো হয়েছে। সার্ভিসিং করার সময় খুচরা যন্ত্রাংশ ব্যবহার করা হয়েছে। সার্ভিসিং এবং খুচরা যন্ত্রাংশ বাবদ বিল দাখিল করা হয়েছে। এক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তনের বিধান কি অনুগ্রহ করে জানাবেন। [রোকশানা আক্তার, সিনিয়র অফিসার, ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড, মোহাম্মদপুর শাখা, ঢাকা।]

**উত্তর:** আমাদের দেশের ভ্যাট ব্যবস্থায় সেবাসমূহ সংজ্ঞায়িত করা আছে। উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হয় মূলতঃ সেবার ওপর। বর্তমানে ৩৬টি সেবার ওপর উৎসে ভ্যাট কর্তন করা বাধ্যতামূলক। উৎসে ভ্যাট কর্তন সংক্রান্ত জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারণ আদেশ নং ০৩/মুসক/২০১৪, তারিখ: ০৫ জুন, ২০১৪ এর অনুচ্ছেদ নং-২ এর উপানুচ্ছেদ নং-(১) এ ওই সেবাসমূহ বর্ণিত আছে। একই আদেশের অনুচ্ছেদ নং-০৭ এর দফা (চ)-তে উল্লেখ আছে যে, কোন একটি সরবরাহের একাধিক উপাদান থাকলে টেন্ডার, কোটেশন বা বিলে সরবরাহের উপাদানসমূহ ও প্রতিটি উপাদানের বিপরীতে মূল্য আলাদাভাবে উল্লেখ করতে হবে এবং প্রতিটি উপাদানের ওপর উৎসে ভ্যাট কর্তন সংক্রান্ত বিধানাবলী আলাদাভাবে প্রয়োগ করতে হবে। আলোচ্য সরবরাহটি এমন একটি সরবরাহ যেখানে দুটি উপাদান রয়েছে। একটি হলো জেনারেটরের খুচরা যন্ত্রাংশ সরবরাহ; আর একটি হলো জেনারেটর সার্ভিসিং করা। এখানে আরো একটি বিষয় বিবেচনায় আনতে হবে, তা হলো জেনারেটরটি কোন প্রকৃতির। অর্থাৎ কোন বড় ধরনের জেনারেটর হতে পারে, যা নির্দিষ্ট স্থানে স্থাপন করা হয় এবং ওই নির্দিষ্ট স্থান থেকে কোন ভবন, কারখানা ইত্যাদিতে বিদ্যুৎ সরবরাহ দেয়া হয়। আবার, কোন ছোট জেনারেটর হতে পারে, যা নির্দিষ্ট স্থানে থাকে না, যা সহজেই স্থানান্তর করা যায়। আমাদের দেশের ভ্যাট ব্যবস্থায় একটি সেবার কোড হলো এস০০৪.০০, সেবার শিরোনাম হলো ‘নির্মাণ সংস্থা’। এই সেবার সংজ্ঞায় উল্লেখ আছে যে, কোন অবকাঠামোর সাথে সংযুক্ত হয় বা উহার অংশ হিসেবে ব্যবহৃত হয় এরূপ যেকোন ধরনের স্থায়ী বা অস্থায়ী সংস্থাপন, যেমন: শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, ফলস সিলিং, লিফট ইত্যাদিও নির্মাণ সংস্থা সেবার আওতাভুক্ত হবে। তাই, জেনারেটরটি যদি কোন ভবন বা স্থাপনার সাথে সংযুক্ত হয়, তাহলে ওই জেনারেটর সার্ভিসিং করলে খুচরা যন্ত্রাংশ এবং সার্ভিসিং বাবদ যে মূল্য পরিশোধ করা হবে সে মূল্যের ওপর ৫.৫ শতাংশ হারে ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে। কারণ, এই সেবাটি নির্মাণ সংস্থা সেবা হিসেবে বিবেচিত হবে। আবার, যদি জেনারেটরটি ছোট আকারের হয় এবং স্থানান্তর করা যায়, অর্থাৎ কোন অবকাঠামোর সাথে সংযুক্ত না থাকে বা তার অংশ হিসেবে ব্যবহৃত হয় না, তাহলে সাধারণ আদেশ নং

০৩/মুসক/২০১৪, তারিখ: ০৫ জুন, ২০১৪ এর অনুচ্ছেদ নং-০৭ এর দফা (চ) অনুসারে, খুচরা যন্ত্রাংশ সরবরাহ এবং সেবা প্রদান আলাদা আলাদাভাবে বিচেনায় আনতে হবে। খুচরা যন্ত্রাংশ সরবরাহের বিপরীতে যদি ভ্যাট চালান ইস্যু করা হয়, তাহলে একই আদেশের অনুচ্ছেদ নং-০২ এর উপানুচ্ছেদ নং-(২) এর দফা (খ) অনুসারে, উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না। অন্যথায়, যোগানদার হিসেবে ৫ শতাংশ হারে ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে। সাধারণতঃ এরপক্ষে ভ্যাট চালান ইস্যু করা হয় না। তাই, ৫ শতাংশ ভ্যাট কর্তন করতে হবে। আর সার্ভিসিং বিলের ওপর সেবার কোড নং-এস০৩১.০০ অনুসারে, ১৫ শতাংশ হারে ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে।

## ০৭. যোগানদার সেবার ক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তন

**প্রশ্ন-৬৮:** জাতীয় সম্প্রচার কর্তৃপক্ষের দপ্তরে অনেক অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি রয়েছে। এসব যন্ত্রপাতি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ করার জন্য জাতীয় সম্প্রচার কর্তৃপক্ষ টেন্ডার আহ্বান করে। টেন্ডারপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান বার্ষিক নির্দিষ্ট মূল্যে যন্ত্রপাতি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ করার দায়িত্ব নেয়। মেরামতের সময় প্রয়োজনে যন্ত্রাংশ সংযোজন করে। টেন্ডারদাতা কর্তৃক প্রদত্ত এই সেবার শিরোনাম কি এবং টেন্ডারদাতা প্রতিষ্ঠানকে মূল্য পরিশোধ করার সময় কত শতাংশ হারে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে সে বিষয়ে অনুগ্রহ করে মতামত দিন। [মোঃ নুরুল ইসলাম, রাজস্ব কর্মকর্তা, কাফরুল সার্কেল, মিরপুর বিভাগ, ঢাকা (পশ্চিম) কমিশনারেট, ঢাকা।]

**উত্তর:** আমাদের দেশের ভ্যাট ব্যবস্থায় সেবাসমূহ সংজ্ঞায়িত করা আছে। তাই, কোন একটি কার্যক্রম কোন সেবার সংজ্ঞার আওতাভুক্ত হবে প্রথমে তা নির্ধারণ করতে হয়। তারপর ওই সেবার ওপর ভ্যাটের হার কত তা নির্ধারণ করতে হয়। আলোচ্য কার্যক্রমটি ওটি সেবার সংজ্ঞার আওতাভুক্ত হতে পারে মর্মে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়। যথা:- (১) পণের বিনিময়ে করযোগ্য পণ্য মেরামত বা সার্ভিসিং এর কাজে নিয়োজিত ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা, সেবার কোড-এস০৩১.০০, ভ্যাটের হার ১৫ শতাংশ; (২) যোগানদার, সেবার কোড এস০৩৭.০০, ভ্যাটের হার ৫ শতাংশ; এবং (৩) অন্যান্য বিবিধ সেবা, সেবার কোড এস০৯৯.২০, ভ্যাটের হার ১৫ শতাংশ। যোগানদারের ওপর ভ্যাটের হার ৫ শতাংশ। তাই, এখানে মূলতঃ বিবেচনার বিষয় হলো আলোচ্য সেবাটি যোগানদার সেবার আওতাভুক্ত হবে কিনা। আলোচ্য সেবাটি যোগানদার সেবার আওতাভুক্ত হবে না। যে সেবার সুনির্দিষ্ট কোড ও শিরোনাম রয়েছে সে সেবা যোগানদার সেবার আওতাভুক্ত হবে না। এই সেবার সুনির্দিষ্ট শিরোনাম ও কোড হলো 'পণের বিনিময়ে করযোগ্য পণ্য মেরামত বা সার্ভিসিং এর কাজে নিয়োজিত ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা', সেবার কোড-এস০৩১.০০। কারণ, এখানে সেবাদাতা নিজস্ব প্ল্যান্ট, মেশিনারী বা যন্ত্রপাতি দ্বারা অন্যের মালিকানাধীন করযোগ্য পণ্য মেরামত বা সার্ভিসিং করে দিচ্ছে। এ পর্যায়ে অনেকে বিতর্ক করে থাকেন যে, টেন্ডারের মাধ্যমে যেহেতু সেবা সরবরাহ দেয়া হচ্ছে, সেহেতু সরবরাহকৃত সেবা যোগানদার হিসেবে বিবেচিত হবে। এ ধরনের বক্তব্য মোটেও গ্রহণযোগ্য নয়, যা সুকৌশলে সরকারী রাজস্ব ফাঁকি দেয়ার নামান্তর। মাঠ পর্যায়ে এভাবে অনেক ক্ষেত্রে টেন্ডারের বিপরীতে যেকোন সেবার সরবরাহ যোগানদার সেবা হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। তাহলে টেন্ডারের মাধ্যমে কেউ যদি পরামর্শক সেবা প্রদান করে থাকে, তাহলে এই সেবা কি যোগানদার সেবা হিসেবে বিবেচিত হবে? উত্তর হলো 'না'। কারণ, পরামর্শক সেবার সুনির্দিষ্ট শিরোনাম, কোড ও সংজ্ঞা রয়েছে। যোগানদার সেবার সংজ্ঞায় 'করযোগ্য পণ্য বা সেবা বা উভয়ই সরবরাহ' উল্লেখ থাকলেও কার্যক্ষেত্রে সুস্পষ্ট বিবেচনায় যোগানদারের সংজ্ঞায় মূলতঃ কতিপয় সুনির্দিষ্ট প্রকারের পণ্যের সরবরাহ অন্তর্ভুক্ত হয়, সেবার সরবরাহ অন্তর্ভুক্ত হয় না। এর বহুবিধ কারণ রয়েছে। তাই, কোন কার্যক্রম যদি সুনির্দিষ্টভাবে কোন সেবার সংজ্ঞার আওতাভুক্ত হয়, তাহলে কার্যক্রমটিকে 'যোগানদার' সেবা গণ্য করার কোন অবকাশ নেই। উৎসে ভ্যাট কর্তন সংক্রান্ত জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারণ আদেশ নং ০৩/মুসক/২০১৪, তারিখ: ০৫ জুন, ২০১৪ এর অনুচ্ছেদ ২(২)(গ)-তে তা উল্লেখ আছে। একই আদেশের অনুচ্ছেদ ৭ এর উপানুচ্ছেদ (চ)-তে উল্লেখ আছে যে, একটি সরবরাহের একাধিক উপাদান থাকলে টেন্ডার, কোটেশন বা বিলে সরবরাহের উপাদানসমূহ এবং প্রতিটি উপাদানের বিপরীতে মূল্য আলাদা আলাদাভাবে উল্লেখ করতে হবে এবং প্রতিটি উপাদানের উপর উৎসে ভ্যাট কর্তন সংক্রান্ত বিধানাবলী প্রয়োগ করতে হবে। আলোচ্য ক্ষেত্রে সরবরাহটির মধ্যে দুটি উপাদান রয়েছে। একটি হলো সেবার সরবরাহ। সেবাটি হলো পণের বিনিময়ে করযোগ্য পণ্য মেরামত বা সার্ভিসিং এর কাজে নিয়োজিত ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত সেবা। এক্ষেত্রে ১৫ শতাংশ হারে ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে। অপর উপাদানটি হলো যন্ত্রাংশ সরবরাহ। যন্ত্রাংশ সরবরাহ ব্যবসায়ী পর্যায়ের ভ্যাট বা 'যোগানদার' সেবার আওতায় অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। ব্যবসায়ী পর্যায়ে ভ্যাটের কয়েকটি পদ্ধতি রয়েছে। তন্মধ্যে একটি পদ্ধতি হলো ৫ শতাংশ হারে ভ্যাট প্রদান পদ্ধতি। আবার, যোগানদারের ওপর ভ্যাটের হারও ৫ শতাংশ। তাই, যন্ত্রাংশ সরবরাহের ওপর ৫ শতাংশ হারে ভ্যাট উৎসে কর্তন করা যায়। বিলে অবশ্যই সেবার মূল্য এবং যন্ত্রাংশ সরবরাহের মূল্য আলাদা উল্লেখ করতে হবে।

**প্রশ্ন-৬৯:** যোগানদার সেবার মধ্যে ছোট ছোট ক্রয় অন্তর্ভুক্ত হবে কি?

**উত্তর:** হ্যাঁ, অন্তর্ভুক্ত হবে। যোগানদার সেবার সংজ্ঞায় বলা আছে যে, টেন্ডার, কার্যাদেশ বা অন্যবিধভাবে ক্রয়। এই 'অন্যবিধভাবে' শব্দের অর্থ হলো নগদে ক্রয়, ছোট ছোট ক্রয় ইত্যাদি। নগদে বা ছোট ছোট ক্রয়ের ক্ষেত্রে ক্রয়মূল্যের সাথে ৫ শতাংশ যোগ করে নিজস্ব তহবিল থেকে বিল অনুমোদন করতে হবে। অতঃপর ওই ৫ শতাংশ অর্থ যোগানদার সেবার ওপর ভ্যাট হিসেবে সরকারী কোষাগারে জমা দিতে হবে।

**প্রশ্ন-৭০:** মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর প্রথম তফসিল অনুযায়ী আমাদের উৎপাদিত পণ্য ভ্যাট অব্যাহতিপ্রাপ্ত। আমাদের ক্রয়কৃত উপকরণও ভ্যাট অব্যাহতিপ্রাপ্ত। ভুট্টা আমাদের একটি অন্যতম উপকরণ। আমরা সরাসরি কৃষকদের নিকট থেকে ভুট্টা ক্রয় করি। উত্তর বঙ্গের একটি ভ্যাট বিভাগীয় অফিসের বিভাগীয় কর্মকর্তা আমাদেরকে এই মর্মে নির্দেশ দিয়েছেন যে, কৃষকদের নিকট থেকে সরাসরি ভুট্টা ক্রয় করার সময় উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে। অনুগ্রহ করে বিষয়টির সঠিক আইনগত ব্যাখ্যা জানালে কৃতার্থ হবো। [নাসির উদ্দিন, এ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার-ভ্যাট এ্যান্ড এ্যাকাউন্টস, কাজী ফার্মস লিমিটেড, সাভার, ঢাকা।]

**উত্তর:** বর্তমানে এরূপ ক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না। আমাদের দেশের ভ্যাট ব্যবস্থায় 'যোগানদার' একটি সেবা। এই সেবার বর্তমান সংজ্ঞা হলো, "যোগানদার" অর্থ কোটেশন বা দরপত্র বা অন্যবিধভাবে বিভিন্ন সরকারী, আধা-সরকারী, স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান, বেসরকারী সংস্থা (এনজিও), ব্যাংক, বীমা বা অন্য কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠান, লিমিটেড কোম্পানী, ১(এক) কোটি টাকা অধিক বার্ষিক টার্নওভারযুক্ত প্রতিষ্ঠান বা শিক্ষা

প্রতিষ্ঠান এর নিকট পণের বিনিময়ে করযোগ্য পণ্য বা সেবা বা উভয়ই সরবরাহ করেন এমন কোন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা।” এই সংজ্ঞাটি ০৬ জুন, ২০১৩ তারিখ থেকে কার্যকর হয়েছে। ইতোপূর্বের সংজ্ঞায় উল্লেখ ছিল, ‘পণের বিনিময়ে যেকোন পণ্য বা সেবা বা উভয়ই সরবরাহ করেন এমন কোন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা’। তখন এ ধরনের জটিলতা ছিল। এসব কারণেই সংজ্ঞাটিতে পরিবর্তন আনা হয়েছে। পরিবর্তন এনে শুধুমাত্র করযোগ্য পণ্য ও সেবার সরবরাহ যোগানদার সেবার আওতাভুক্ত করা হয়েছে। কোন পণ্য বা সেবা করযোগ্য কি-না তা শুধুমাত্র আইনের প্রথম ও দ্বিতীয় তফসিল দ্বারা নির্ধারিত হবে। অর্থাৎ এসআরও দ্বারা কোন পণ্য বা সেবার ওপর ভ্যাট অব্যাহতি দেয়া হলে ওই পণ্য বা সেবা করযোগ্য হিসেবে বিবেচিত হবে এবং ওই পণ্য বা সেবার সরবরাহ যোগানদার হিসেবে বিবেচিত হবে। কারণ, আইনের প্রথম তফসিল দ্বারা যেসব পণ্যের ওপর ভ্যাট অব্যাহতি দেয়া হয়, সেসব পণ্যের ওপর কোন পর্যায়েই ভ্যাট আরোপিত থাকে না। অপরপক্ষে, এসআরও দ্বারা কোন কোন স্তরে ভ্যাট অব্যাহতি দেয়া হয়, সব স্তরে ভ্যাট অব্যাহতি দেয়া হয় না। এজন্য এসআরও দ্বারা যেসব পণ্যের ওপর ভ্যাট অব্যাহতি দেয়া হয়েছে, সেসব পণ্যকে করযোগ্য হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তাই, যেসব পণ্য মূল্য সংযোজন কর আইনের প্রথম তফসিল দ্বারা ভ্যাট অব্যাহতিপ্রাপ্ত সেসব পণ্যের ওপর কোন পর্যায়েই ভ্যাট প্রযোজ্য হবে না বিধায়, এরূপক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না। উৎসে ভ্যাট কর্তন সংক্রান্ত জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারণ আদেশ নং ০৩/মুসক/২০১৪, তারিখ: ০৫ জুন, ২০১৪ এর অনুচ্ছেদ নং-২ এর উপানুচ্ছেদ নং-(২) এ বিস্তারিতরূপে এ বিষয়টি ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ওই ব্যাখ্যা অনুসারে, কোন পণ্য বা সেবার করযোগ্যতা আইনের প্রথম তফসিল এবং দ্বিতীয় তফসিল দ্বারা নিরূপিত হবে, এসআরও দ্বারা নিরূপিত হবে না। তাই, এসআরও দ্বারা ভ্যাট অব্যাহতিপ্রাপ্ত পণ্য সরবরাহ দেয়া হলে ওই সরবরাহ করযোগ্য বিধায় প্রযোজ্য ক্ষেত্রে যোগানদার হিসেবে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে। উল্লেখ্য, ভ্যাট একটি বহুস্তরবিশিষ্ট কর ব্যবস্থা (multiple-stage taxation system)। আমদানি পর্যায়, উৎপাদন পর্যায় এবং ব্যাসায়ী পর্যায় অর্থাৎ খুচরা ও পাইকারী পর্যায়ে পণ্যের ওপর ভ্যাট আরোপিত হয়। আপনাদের পণ্য ভুট্টা যেহেতু প্রথম তফসিলের মাধ্যমে ভ্যাট অব্যাহতিপ্রাপ্ত তাই, এই আইটেমের ওপর কোন পর্যায়েই ভ্যাট আরোপিত নেই। তাই, এই আইটেম ক্রয়ের ক্ষেত্রে এখন আর যোগানদার সেবা হিসেবে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না।

\*\*\*\*\*